# বাংলার মুসলিম চেতনায়
# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক

বাংলার মুসলিম চেতনায়

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক**
*প্রফেসর, আরবী বিভাগ*
*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

**প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন**
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## উৎসর্গ

**আব্বা ও মা**

কে

*যাঁদের আশিস আমার লেখনীকে*
*রেখেছে চলমান,*
*অসংখ্য কল্যাণ দাও তাঁদের জীবনে*
*ওহে আল্লাহ! মহীয়ান।*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

**আমাদের**
**প্রকাশিত**
**বই .....**

- বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস
- মুসলিম মনীষীদের বাণী চিরন্তনী
- ইসলামিক ডায়েরি
- ইসলামি সাধারণ জ্ঞান
- ইসলামি জ্ঞানকোষ
- ইসলাম ও মানবাধিকার
- ইসলামের পুনর্জাগরণ
- জাতি ভাষা সংস্কৃতি স্বাধীনতা
- মুসলিম পারিবারিক আইন নির্দেশিকা
- প্রমিনেন্ট ইসলামিক স্টাডিজ [এম. এ প্রিলি:]
- প্রমিনেন্ট ইসলাম শিক্ষা [মাধ্যমিক]

www.pathagar.com

## লেখকের অভিব্যক্তি

শুরুতেই সেই মহান সত্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি; যাঁর সীমাহীন করুণা না পেলে মেধা, মনন, অধ্যাবসায় আর প্রত্যয়ের বিকাশ ঘটিয়ে জ্ঞানপিপাসুদের জন্য 'বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' বইখানি প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা আদৌ সম্ভব হতোনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের উপর বেশ ক'টি বই রচিত হলেও বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিরোনামে কোন তথ্য সমৃদ্ধ বই নেই। মনে হয় এ বইটিই এদেশের প্রকাশনা শিল্পে প্রথম সংযোজন। এমন বইয়ের অভাবে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা হতাশায় ভুগছেন প্রতিনিয়ত। তাই দীর্ঘ দিনের শূন্যতাকে বিদূরীত করতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটিতে বিষয়বস্তুর বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন না করে সংক্ষিপ্তাকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি ছাত্র, শিক্ষক, পাঠক, লেখক, গবেষকসহ সকল শ্রেণীর উপযোগী করে লেখা।বইটি ইতোপূর্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা পত্রিকায় প্রবন্ধ হিসাবে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকের বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে এক্ষণে প্রবন্ধগুলো বই আকারে প্রকাশিত হলো। আশা করছি এর দ্বারা পাঠক ও গবেষণকগণ উপকৃত হবেন এবং আমাদের তামাদ্দুনিক নিজস্বতা ও জাতীয় স্বকীয়তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বইটি রচনায় অনেক প্রথিতযশা লেখকের প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অগণিত শুভানুধ্যায়ীর অকৃত্রিম কার্যকরী উপদেশ লাভ করেছি। বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণের সহায়তা ছাড়াও নিরন্তর উৎসাহ যোগিয়ে প্রকাশনা কর্মে সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহাষ্পদ ছাত্র ড. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খান । বইটি প্রকাশ করে প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন আমাকে ঋণী করেছে অনেকখানি। বইটি প্রকাশের এই আনন্দক্ষণে আমি প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। মুদ্রণ শিল্পের বহু স্তর পেরিয়ে প্রকাশিত হয় বই। বইটি ত্রুটিমুক্ত করার আমার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টার পরেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠক-পাঠিকার মনে পীড়া দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এ প্রত্যাশা রইল, তারা যেন আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং বইটির গুণগত মানোন্নয়নে গঠনমূলক সমালোচনা, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আরো সুন্দরের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা যোগান। পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সামান্য জ্ঞানপিপাসা মেটাতে সক্ষম হলে আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের এই প্রয়াসকে সার্থক মনে করব।

মা' আস্‌সালাম
**ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক**
ফেব্রুয়ারি ২১, ২০০৩

www.pathagar.com

## সূচী নির্দেশিকা

**প্রথম অধ্যায়**
বঙ্গীয় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ ও ফলাফল (১৭৫৭–১৯৪৭) ..... ০৯–৪৬

**দ্বিতীয় অধ্যায়**
বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ..... ৪৭–৯২

**তৃতীয় অধ্যায়**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলাদেশের মুসলিম চেতনায় ..... ৯৩–১৬২

**চতুর্থ অধ্যায়**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অতীত ও বর্তমান ..... ১৬৩–১৯২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

# বঙ্গীয় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ ও ফলাফল (১৭৫৭-১৯৪৭)

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের জের হিসেবে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় এবং পরে ১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্ত হয়ে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। আজ পাকিস্তানের যে অংশ বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত, তার আগের পরিচয় ছিল পূর্ব-পাকিস্তান হিসাবে। ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বছরের মধ্যে এদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ১৯০ বছরের মধ্যে প্রথম ১০০ বছর উপমহাদেশের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে এবং পরবর্তী ৯০ বছরকাল সরাসরি ইংরেজ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে।

১৭৯৩ সালটা এই উপমহাদেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য এক উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ বছরেই প্রবর্তিত হয়েছিল কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা, যার অন্য পরিচয় হলো-'জমিদারী প্রথা' হিসাবে। এই আইনের ফলে এদেশে অচিরেই চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হয়।[১]

এই জমিদারী প্রথার দীর্ঘ পূর্ব ইতিহাস আছে। পাঠান ও মুঘল আমলে সরকারের প্রাপ্য জমির খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নানা ধরনের মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হয় এবং পরে এঁরাই প্রতিপত্তিশালী জমিদারে পরিণত হন। ১৭২২ সালে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ সমগ্র বাংলাকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরে বন্দোবস্ত দেন। ফলে রাজশক্তি বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সক্ষম হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এসব জমিদারী ও জায়গীরের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেয়া হয়। সাধারণত এ সময়সীমা ১০ বছরের জন্য ছিল বলেই এ পদ্ধতিকে দশসালা বন্দোবস্ত বলা হতো।

১. ১৯৫৫ সনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৬২ বছর পর এই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়

www.pathagar.com

ইংরেজ শাসনামলে এসব জমিদারী বন্দোবস্তের টাকার পরিমাণ বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এবং আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত নানা মধ্যস্বত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এ সব মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের মধ্যে জায়গীরদার, ডিহিদার, চাকলাদার, তরফদার, তালুকদার, চৌধুরী, পাটোয়ারী, শিকদার প্রভৃতি অন্যতম।[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে আরো একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং তা হচ্ছেঃ কলিকাতায় ধনাঢ্য বাঙালী হিন্দু-বণিক শ্রেণীর ব্যাপক প্রভাব। এদের হাতে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হওয়ারও ইতিহাস রয়েছে ঃ এদেশে ইংরেজদের আগমনের প্রথম থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এককভাবে 'বাণিজ্যের সনদ' লাভ করেছিল। ফলে তারা ছাড়া অন্য কোন ইংরেজ কোম্পানীর পর্যন্ত ভারতে বাণিজ্যের অধিকার ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম থেকেই বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদেশে এজেন্সী হাউস স্থাপন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ৩/৪ জন অংশীদার থাকতো এবং এরাই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী। এসব এজেন্সী হাউস স্থাপন করতে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কোন মূলধনের পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি। কোম্পানীর কর্মচারীদের আমানত ও বাৎসরিক সঞ্চয় প্রাথমিক মূলধন সৃষ্টির মূল সূত্র। স্থানীয় হিন্দু বণিক সম্প্রদায়ও এ সব হাউসে অর্থ গচ্ছিত রাখতেন। ক্রমান্বয়ে দেখা যায় যে, এরা এ সময় একচেটিয়াভাবে বাংলা তথা ভারতের রেশম, পাট, নীল ও তুলা প্রভৃতি ব্যবসা করা ছাড়াও ব্যাংকিং-এর সমস্ত কাজ শুরু করেছে। দেশী-বিদেশী-ব্যবসায়ীদের নিকট প্রদত্ত ঋণের সুদের হার ছিল ১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত।[৩]

১৮১০ সাল নাগাদ কলিকাতায় এ ধরনের এজেন্সী হাউসের সংখ্যা প্রায় ২৭ টিতে দাঁড়ায়। স্বল্পকালের মধ্যে এই এজেন্সী হাউসগুলো অকল্পনীয়ভাবে মুনাফা অর্জন করায় খোদ ইংল্যান্ডেও এ ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ফলে, ১৯১৩ সালে ভারতে এ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বাতিল করা

২. দেখা যেতে পারে : মুকুল, এম. আর. আখতার, কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, ১৯৮৭ ইং, সাগর পাবলিশার্স, বেলী রোড ঢাকা, পৃ. ২৩-২৪

৩. দ্র: বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি (২য় সং), ওরিয়েন্ট লং ম্যান, ১৯৮৪, কলিকাতা

www.pathagar.com

হয়। বিপুল মূলধন নিয়ে গঠিত অনেক ব্রিটিশ কোম্পানী[৪] তখন কলিকাতায় আসে। এ সব ব্রিটিশ কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতায় পুরানো এজেন্সী হাউসগুলোর কয়েকটি ছাড়া বাকি সব পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়। হিন্দু বণিকরা, যারা প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের এজেন্সী হাউসগুলোর দেওয়ানী, মুৎসুদ্দীগিরি ও দালালী করতেন, পরে এরাই আবার ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর বেনিয়ান ও এজেন্সী নিযুক্ত হলেন। এ ধরনের দেওয়ানী, দালালী, বেনিয়ানগিরি ও এজেন্টের কাজ করে হিন্দু বণিকরা প্রচুর অর্থের মালিক হন।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী, মুৎসুদ্দিগিরি, বেনিয়ানী এবং ব্যবসার মাধ্যমে কলিকাতার সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তা জমিদারী ক্রয়ে বিনিয়োগ হতে শুরু করলো এবং এই নব্য হিন্দু ধনীরা দলে দলে তথাকথিত নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হলো।[৫]

উল্লেখ্য যে, বিত্তশালী মুসলমানরা নিজেদের হাত থেকে ইংরেজদের কাছে শাসনভার চলে যাওয়ার অভিমানে এবং এক শ্রেণীর আত্মভিমানীর প্ররোচনায় ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি কিছুটা অসহযোগিতা প্রদর্শনের জের হিসাবে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখায় হিন্দু বণিক, সরকারি কর্মচারী ও বিত্তশালীরা জমির মধ্যস্বত্ব লাভের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। এটাই হলো বাংলাদেশে নতুন আর

৪. ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর মধ্যে মেসার্স র‍্যালি ব্রাদার্স, ম্যালকম এন্ড কোং, বেগ ডানলপ এন্ড কোং, মাটিন পিলার্স এন্ড কোং প্রভৃতি ছিল অন্যতম। দ্র: মুকুল, এম. আর. আখতার; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫ ।

৫. ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে এদেশের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। মুসলমান শাসনামলে হিন্দুরা মুসলমানদের অনুগত ভৃত্যে পরিণত ছিল। তারা মুসলমান জমিদারদের অধীনে বিভিন্ন চাকরি করে জীবন ধারণ করতো। ইংরেজ বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন এবং এর জন্য কিছু কড়া আইন তৈরি করেন। তিনি জানতেনঃ প্রাচীন বনেদি মুসলিম জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে প্রাপ্য টাকা জমা দিতে অভ্যস্ত নন। ফলে তাঁদের গাফিলতির দরুন এবং আইনের কড়াকড়ির কারণে, তাদের সব জমিদারী নিলামে উঠে এবং হিন্দুরা তা কিনে নিয়ে নতুন জমিদারে পরিণত হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

www.pathagar.com

এক ধরনের জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জমিদার শ্রেণী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা বলা যায়। 'কার ঠাকুর কোম্পানী' এবং রাণীগঞ্জ কোলিয়ারীতে মূলধন বিনিয়োগ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর এক সময় বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত জমিদারে পরিণত হন।

এমতাবস্থায়, সে আমলের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর বাংলাদেশে প্রায় কয়েক দশক পর্যন্ত অস্থিরতা আর অরাজাকতার পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নয়া সহযোগী হিসাবে স্থানীয়ভাবে বাঙালী শিক্ষিত হিন্দুদের মাঝ থেকে শহরভিত্তিক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিলো, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে জমিদারী ও জোতদারী প্রথার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য সমসাময়িককালেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার এবং চাকরীজীবী প্রভৃতি পেশায় লিপ্ত, যারা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু, তারা ইতোমধ্যে এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়।[৬]

এখানে স্মরণীয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বাংলার এই মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে মুসলমানেরা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন এবং সূফী মনীষীদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু হওয়ার ছ'শ বছরের মধ্যে এটাই ছিল বাংলার মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে দুঃসময়। মুসলমানদের হাত থেকে রাজসিংহাসন চলে যাওয়ার বছর অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার মুসলমানদের জন্য 'অন্ধকার কাল' হিসাবে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না।[৭]

'নীল দর্পণ' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় যে সমাজ সংস্কারক রেভারেন্ড জেলং-এর জেল ও জরিমানা হয়েছিল, তিনি ১৮৬৯ সালের ২১ শে জানুয়ারী বেঙ্গলে স্যোশাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের অধিবেশনে তৎকালীন বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এবং শোচনীয় সামাজিক

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

দুরবস্থার দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এ দেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এক সময় যাঁরা এত বড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন, আজ তাঁদের বংশধররা কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছেন। . . . বাংলাদেশের কোন গভর্নমেন্ট অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু মুসলমান দফতরী আর পিয়ন সব অফিসে ভরে গেছে। . . .[৮]

রেভারেন্ড জেলং-এর মন্তব্যে একথা বোঝা যায় যে, আলোচ্য শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ বাঙালী হিন্দুরা যেভাবে সানন্দে গ্রহণ করেছিল, বাঙালী মুসলমানরা সেভাবে করেননি। এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট মার্কসিস্ট গবেষক ও সমালোচক বিনয় ঘোষ যা বলেছেন, তা স্মর্তব্য। তিনি বলেছেনঃ ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে গোঁড়ামি, দম্ভ, রক্ষণশীলতা ও গর্ববোধ থাকা তখন ছিল স্বাভাবিক। বাংলার মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই গোঁড়ামি, দম্ভ ও রক্ষণশীলতা এবং স্বাভাবিক ইংরেজ-বিদ্বেষের জন্য সে সময় ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি। প্রথম যুগে ইংরেজদের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনও তাঁরা সুনজরে দেখেন নি। এই অসহযোগিতা ও গোঁড়ামির জন্যই তাঁরা শিক্ষা ও সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের পেছনে পড়ে গেছেন। মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাবে থাকার জন্য ইংরেজ শাসকরাও হিন্দুদের মত শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের দেননি।[৯]

বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে আরো মন্তব্য করেছেনঃ "প্রথম যুগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি মুসলমান-বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও প্রেরণা পেয়েছে, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের চাকরিও পেয়েছে। মুসলমানরা সেরকম সুযোগ ও উৎসাহ পাননি। নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অহংকার তাঁদের ছিল। ... ইংরেজদের নতুন জমিদারী ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার-জায়গীরদারেরা ধ্বংস হয়ে গেলেন তা নয়, বরং বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল

৮. দ্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

www.pathagar.com

মুসলমান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত নিঃস্ব প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দস্যুবৃত্তি (?) ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। সেই সময় এলো ওহাবী আন্দোলনের ডেউ। ধর্মান্দোলনের ঢেউ, কৃষক বিদ্রোহ, মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ইংরেজ বিদ্বেষের এই সম্মিলিত প্রকাশকে ব্রিটিশ শাসকরা ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদ বলে প্রচার করলেন।[১০]

বাঙালী মুসলমানদের এই মানসিকতা সম্পর্কে লর্ড এলেনব্যুরোর মন্তব্য হচ্ছেঃ ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের একটা জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।[১১]

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ১৮৬৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স এসোসিয়েশন-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে জনাব এ লতিফ বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সে সম্পর্কে আলোচনাকালে ইংরেজ বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেনঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে এদেশের মুসলমান লোকচক্ষে হেয়প্রতিপন্ন হয়েছে। শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মান লাভে তাঁরা শিক্ষিত হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পশ্চাৎগতির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।[১২]

এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত সৃষ্টি হলো বাঙালী মুসলিম ও বিত্তশালীরা অন্ততঃ তার অন্তর্ভুক্ত হলো না। আর এটাই হচ্ছে বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য। সে আমলের বাংলার এই নব্যসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী আদৌ ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল না। অথচ ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে পুরো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময় কলকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, তাদের কর্ণধারেরা বাঙালী

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১১. প্রবলেমস অব ইন্ডিয়া, এ. এল. সিল্‌ভন্‌কর, পৃ. ২২, প্রকাশকাল ও সময় অজ্ঞাত

১২. দ্র: মুকুল, এম. আর. আখতার; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদের দাবিদার হিসেবে যত কথাই বলেছে, তা আসলে বাঙালী হিন্দু-জাতীয়তাবাদের কথাবার্তা। সে আমলে এদের রচিত সাহিত্যের সর্বত্রই হিন্দুয়ানীর ডংকানিনাদ। এর ফলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের- 'আনন্দমঠ'-এর মূল সুরই হচ্ছে যবন- বিরোধী। তারা 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানের আড়ালে সামগ্রিকভাবে বাঙালী জাতির দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেতো।[১৩]

কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং ইংরেজ রাজশক্তিকে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সময় নানা ধরনের সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় চার বছর আগে ১৮৫৩ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম 'বেঙ্গল ল্যান্ড এসোসিয়েশন' গঠন করা হয়। অবিভক্ত বাংলার হিন্দু জমিদাররা নিজেদের বক্তব্য ও আব্দার সুষ্ঠুভাবে ইংরেজ সরকারের নিকট উপস্থাপন করার জন্য এই সমিতি গঠন করে। অতঃপর ১৮৫৬ সালে কলকাতার হিন্দু বিত্তশালী ও হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর উদ্যোগে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে আরো একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিতে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর সদস্য ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না।[১৪] এর পাশাপাশি পরোক্ষভাবে ইংরেজ রাজশক্তির মদদ যোগানো এবং ইংরেজদের ছত্রছায়ায় বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রী রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ১৮৬১ সালে কলকাতার 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনা পত্র প্রকাশিত হলে বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। একই ধারায় ১৮৬৭ সালে, বাংলা ১২৩৭ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন কলকাতার বেলগাছিয়া ভিলায় প্রস্তাবিত 'হিন্দু-মেলার' প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনায় বলা হয়ঃ এতদিন পর্যন্ত রাজশক্তির সহযোগিতাকে মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে যে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী লালিত-পালিত হয়েছে, এখন তাদের সেই পরাশক্তির সহযোগিতাকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তাই এখন থেকে 'আত্মনির্ভর' হওয়ার জন্যই এই 'হিন্দু-মেলার' জন্ম।[১৫]

---

১৩. উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে কবি রবীন্দ্রনাথসহ জনা কয়েক ব্যক্তিত্ব ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাকার ঈশ্বরের পূজারী

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

www.pathagar.com

এরপর বিশেষ করে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন প্রাক্তন পদচ্যুত আই সি এস সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী।

অবশেষে লর্ড এ. ও. হিউমের উদ্যোগে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে আয়োজিত এক বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান সারা উপমহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যায়, তৎকালীন ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড ডাফ্‌রিন পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠান গঠনে সমর্থন দেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সরকারী কর্মচারী এর সদস্যপদও লাভ করেন। মি. এ. ও. হিউম কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এমনকি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তিনজন ইংরেজ রাজপুরুষও ছিলেন।[১৬] উল্লেখ্য যে, ১৮৬৭ সালে স্থাপিত 'হিন্দু মেলা' রাজবিরোধী কার্যকলাপ কিংবা দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এটা গঠিত হয়েছিল রাজদণ্ডের ছত্রছায়ায়-সৃষ্ট বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং একই সাথে মুসলমানদের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য।

এই হিন্দু মেলার প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ" এবং গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে" সংগীত রচনা করেন। এই অনুষ্ঠানেই পঠিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্বোধনী কবিতা:

"জাগ জাগ সব ভারত সন্তান।
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান।"[১৭]

এর পরেই দেশে একই ধরনের সংগীত রচিত হওয়ার জোয়ার বয়। কিন্তু সর্বত্রই জাতীয়তাবাদের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করলে আরো দেখা যায় যে, সমসাময়িককালে রচিত প্রায় সব নাটকে একই ধরনের মনোভাব বিরাজিত। নাট্যকার হরলাল রায় রচিত 'বঙ্গের সুখাবসান (১৮৭৪) নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করার প্রচেষ্টাকে এখানে উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

www.pathagar.com

আসলে পশ্চিম ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত অবাঙালী হিন্দু রাজবংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের ভয়াবহ অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু প্রজাসাধারণের জীবন যখন অতিষ্ঠ, তখন ১২০১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন অনুচর নিয়ে বাংলার তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করলে স্থানীয় অধিবাসীর কেউই অস্ত্রহাতে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসার প্রেক্ষিতে রাজা লক্ষণ সেনের পলায়নই হচ্ছে ইতিহাস-ভিত্তিক তথ্য।[১৮]

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতও প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ঃ "সেন রাজাগণ বিদেশী ছিলেন বলে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। উপরন্তু তারা ঘোরতর ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী ও স্মার্ত সংস্কারপন্থী ছিলেন।"[১৯]

অথচ নাট্যকার হরলাল রায় 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকে অবাঙালী হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে দেশপ্রেমিক বীর হিসেবে উপস্থাপিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আলোচ্য নাটকে রাজা লক্ষণ সেনের মুখের সংলাপ লক্ষণীয়ঃ "বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই? যবনেরা জয় পতাকা তুলে, জয় বাদ্যে গগন প্রতিধ্বনিত করবে আর বঙ্গভূমি বিনা বাতাসে শুষ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে এবং কাপুরুষ লাক্ষণ্যসেন জীবিত থাকবে। . . . গুরুদেব, লাক্ষণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করবো।'[২০]

একইভাবে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তথাকথিত দেশাত্মবোধক (?) নাটক 'ভারত যবন'-এ মুসলমানদের প্রতি যে ঘৃণা ও আক্রোশ ফুটে উঠেছে, তা লক্ষণীয়। এই নাটকে-ভারত মাতার দুঃখে ভারত সন্তানেরা যবন (মুসলমান) বধ করে স্বাধীনতা (?) অর্জনের জন্য কিভাবে চেষ্টা করছে, তাই-ই উপস্থাতি হয়েছে। নাট্যকারের লিখিত বক্তব্য হচ্ছে:

"স্বাধিকারের সম কি আছে আর?
পামর যবনে করি কি ভয়?"[২১]

---

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৮ ইং কলিকাতা।

২০. দ্র: মুকুল, এম. আর. আখতার, পূর্বোক্ত, ৪৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, প্রায় একই সময়ে প্রখ্যাত নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী (১৮৭৯) এবং 'স্বপ্নময়ী' নামে চারটি নাটক রচনা করেন। প্রথম নাটকটি আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে রাজা পুরুর লড়াই-এর শৌর্যবীর্যের ঘটনা। বাকি তিনটি নাটক হচ্ছেঃ (১) 'সরোজিনী'-সম্রাট' আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে মেবারের রাজপুত রাজা লক্ষণ সিংহের লড়াই, (২) 'অশ্রুমতী'-সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে রাজা প্রতাপসিংহের লড়াই এবং (৩) 'স্বপ্নময়ী' -সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শুভ সিংহের বিদ্রোহ।

এতদসম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর মত স্মর্তব্য। তিনি বলেন, মুসলমান আমলের বিষয়বস্তু ভিত্তিক লিখিত নাটকেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দু রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই নাটকগুলোতে দেশাত্ববোধ বা জাতীয়তাবোধ রয়েছে তার মধ্যে হিন্দু-প্রবণতা লক্ষণীয়।[২২]

উনিশ শতকের এসব লেখকদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, এরই ফলে মানুষের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবে এবং জাতীয়তাবাদও প্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের শেষভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, সবচাইতে জনপ্রিয় 'সরোজিনী' নাটকের কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

"সরোজিনী।। মা চতুর্ভূজা! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর!

লক্ষণ। "বৎসে! মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত আর একটি নাটক 'স্বপ্নময়ী'র অন্যতম চরিত্র সুরজমল-এর সংলাপও লক্ষণীয়:

"সুরজমল।। যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়।"

এই 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অন্য এক জায়গায় বিশিষ্ট চরিত্র শুভ সিংহের সংলাপও প্রণিধানযোগ্য। সংলাপটি কবিতায় এরূপ ঃ

২২. দ্র: দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৭৮, কলিকাতা

www.pathagar.com

"----------দেব মন্দির সকল,
চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে
বেদমন্ত্র ধর্ম করিতেছে লোপ,
গো-হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে।"[২৩]

এর চাইতে নিকৃষ্ট মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য আর কি হতে পারে? ঠাকুর মহাশয় এখানে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চেয়েছেন যে, মুসলিম রাজশক্তিই শুধু অত্যাচারী নয়। বরং গোটা মুসলমান সমাজটাই এই নীতি অনুসরণ করেছে!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত এই 'স্বপ্নময়ী' নাটকের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য যা বলেছেন, তা হলোঃ বিধর্মী ঔরংগজীব হিন্দুদিগকে নানা দিক হইতে উৎপীড়ন করিতেছেন, এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে শুভ সিংহের বিদ্রোহ। অতএব, ধর্ম ইহার লক্ষ্য নয়, দেশ ইহার লক্ষ্য নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হিন্দু মেলার' ভিতর দিয়ে যে দেশাত্ববোধের উন্মেষ হইয়াছিল, তা এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানির মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া যাবে।[২৪]

হিন্দুমেলার (১৮৬৭ খৃঃ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে, হিন্দু ভক্তি-দর্শন প্রীতিতে যার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশ ঘোষ মূলত হিন্দু পৌরাণিক নাট্যকার। তিনি সর্বমোট ৭৭ টি নাটক ও প্রহসন রচনা করে গেছেন। তিনি ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম চার বছর অর্থাৎ ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যা রচনা করেন, তাঁর অধিকাংশ নাটকই হিন্দু-ধর্মীয় দর্শনভিত্তিক। এসব নাটকের সর্বত্রই হিন্দু ভক্তি দর্শনের জন্য তাঁর কণ্ঠস্বর সোচ্চার। বস্তুত তিনি হিন্দু ধর্মবোধ ও দেশাত্মবোধের সংমিশ্রণে 'মুক্তির সন্ধান' দেখতে পেয়েছিলেন বলে নিজেই দাবি করে গেছেন এবং এটাকেই তিনি জাতীয়তাবোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি হিন্দু রিভাইভালিজম-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছেঃ. . যদি নাটকের সার্বজনীন হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে।. . . হিন্দুস্তানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রেয় করিয়া নাটক লিখিত

২৩. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯
২৪. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম. খণ্ড, ১৯৬০ দ্র:

www.pathagar.com

হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয়নি।"[২৫]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ধর্মবোধ এবং হিন্দু পুরাণের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার দরুন গিরিশচন্দ্র সেন ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, তার সবগুলোতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বাহন হওয়া ছাড়া স্বাভাবিকভাবেই পরধর্মী-বিদ্বেষী হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর রচিত 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' (১৯০৪) নাটকে মুসলিম বিদ্বেষের যে সুর ঝঙ্কারিত, তা নিম্নোক্ত সংলাপে স্পষ্ট। নাটকের অন্যতম চরিত্র বৈষ্ণবীর সংলাপ হচ্ছেঃ". . . . এই তো, এ বাড়িতে মুসলমানেরা আমোদ করছে, ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী সুর লহরী শোনো . . . তলোয়ার হাতে আছে, যাও গিয়ে বধ করো।"[২৬]

উল্লেখ্য যে, এই 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটকটি এতো বেশি মুসলিম বিদ্বেষী ছিল যে, কলকাতার তৎকালীন সংখ্যালঘু মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। এ সম্পর্কে ১৯০৪ সালের ২৭শে মে তারিখে মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:

"গিরিশ বাবুর সৎনাম মহানাটক লইয়া গত শনিবারে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কুৎসাপূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা শহরের প্রায় ২/৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন। শহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, নাটক অভিনয় বন্ধও হইয়াছিল।"[২৭]

## বঙ্গভঙ্গ ও সে সম্পর্কে কিছু কথা

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গ করে পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটা পৃথক প্রদেশ গঠন করা হলে, বাঙালী হিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবী মহল শ্রেণীস্বার্থের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ সময় গিরিশচন্দ্রের ভেতর মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর কিঞ্চিৎ মোহমুক্তি

২৫. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পৌরাণিক নাটক প্রবন্ধ, দ্র:

২৬. দ্র: 'সৎনাম' নাটক

২৭. 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকা, ১৯০৪ সালের ২৭ শে মে সংখ্যা দ্র:

www.pathagar.com

ঘটে। যে গিরিশচন্দ্র ১৯০৪ সালে মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক রচনা করে চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে গিরিশচন্দ্রই মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে রচনা করলেন 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬) ও 'মির কাশিম' (১৯০৬) নাটক। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি সর্বপ্রথম মূল শত্রু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হলেন। তথাপিও সিরাজদৌল্লা নাটকের গানগুলোতে আশ্চর্যজনকভাবে দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই নাটকের সংলাপ ও গানের মর্মকথা প্রকটভাবে বিপরীতধর্মী। যেখানে সিরাজদৌল্লা নাটকের সংলাপগুলো স্বদেশ প্রেমের উদ্রেক করে, সেখানে নাটকের গানগুলো পরাশক্তি ইংরেজদের জয়গানে সোচ্চার। এই নাটকে সিরাজ হত্যার পর গানের নমুনা নিম্নরূপ ঃ

"উড়েছে কোম্পানীর নিশান
বাহাদুর কলির ঠাকুর, ভুবন কাঁপায় যার কামান,
. . . . . .
থাকবে না ডাকাতি, কুকি, আঁধারেতে চোরের উঁকি,
থাকবে না আর কুলনারীর মানের দায়ে লুকোলুকি।"

এতদসত্ত্বেও তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মির কাশিম' নাটক দুটির অভিনয় ও মুদ্রণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[২৮]

আলোচ্য ধারার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহলের মনমানসিকতা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী নীল চাষীদের সাফল্যজনক বিদ্রোহ, পাবনায় কৃষকদের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান, এমনকি 'সিপাহী বিদ্রোহ' প্রভৃতি কোন কিছুরই উত্তাপ এদের স্পর্শ করেনি। এটা অনেকটা "রোম নগরী যখন পুড়িতেছিল, সম্রাট নীরো তখন বাঁশি বাজাইতেছিলেন" এর মতো। সে যুগের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরী শঙ্কর সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকা সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এমনকি ইংরেজদর পক্ষে জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করে। ইংরেজদের বিজয় সংবাদ কলকাতায় পৌছলে ১৮৫৭ সালের ২০ শে জুন

২৮: দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪-৫৫

www.pathagar.com

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় ছিলোঃ যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লিখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন, তাহাদিগকে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ বৃক্ষের ফল ভোগ করুক।[২৯]

একই দিনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিলোঃ "আমাদিগের সৈন্যরা (ইংরেজ) দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে..... বৃটিশাধিকৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও.....।[৩০]

আলোচ্য ধারার পটভূমিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বছর থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই ৪৮ বছরকাল সময়ে ইংরেজ রাজত্বে, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস খুবই চাঞ্চল্যকর। ১৮৫৭ সালে কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 'দালালী' করেছে এবং ১৮৮৫ সাল নাগাদ শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারের সমীপে বিনীতভাবে দাবি-দাওয়া উত্থাপন ও আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বোম্বাই-এর নব্যসৃষ্ট গুজরাটি ও মারাঠি শিল্পপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করেছে। আবার এরাই ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দরুন স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বাঙালী হিন্দু যুব সমাজকে ইংরেজ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ইন্ধন যুগিয়েছে। আশ্চর্য এদের নীতিবোধ এবং মনমানসিকতা!

উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের আক্রোশ ও বিদ্বেষের কথা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষণে ইংরেজদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সার্বিক ক্ষতিসাধনের জন্য যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়, ইতিহাসের আলোকে তার কিছু কথা:

ইতিহাসের নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যেমনঃ সেনা, রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, কয়েক শ বছর ধরে বাংলায় যে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিলো; কূট ইংরেজরা এই চারটি বিভাগ থেকে অত্যন্ত দ্রুত এঁদের অপসারণ করায়, বাংলার সব শ্রেণীর মুসলমানরা সেদিন নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়।

২৯. দ্র: 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা', ২০শে জুন, ১৮৫৭ সালের সংখ্যা

৩০. দ্র: 'সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকা, পূর্বোক্ত

www.pathagar.com

**প্রথমত সৈন্য বিভাগ ঃ** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৭৬১-৭৩ সালে যখন তাদের শিখণ্ডী মীরজাফর আলীকে দ্বিতীয়বারের মত নবাবের গদিতে অধিষ্ঠিত করে, তখন এই মীরজাফরকে দিয়ে তারা দিন কয়েকের মধ্যে ৮০ হাজার নবাবী সৈন্য বরখাস্ত করিয়েছিল। এছাড়া অযোধ্যার নবাবকে সীমিত সংখ্যক সৈন্য রেখে বাকি সব সৈন্যকে বরখাস্ত করার জন্য ইংরেজরা বাধ্য করে। এদিকে গিরিয়া, উদয়নালা ও বক্সার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর নবাব মীর কাশিম মধ্য ভারতের দুর্গম এলাকায় পলায়ন করলে, তাঁর অধীনস্থ প্রায় ৪০ সহস্রাধিক সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এদের প্রায় সবাই ছিলো মুসলমান। এরা সবাই হঠাৎ করে বেকার হয়ে পড়ে। উপরন্তু ইংরেজ কোম্পানীর বাহিনীতেও বাংলার মুসলমানদের নিয়োগ তখন প্রায় নিষিদ্ধ। এর ফলে বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর মনে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব দেখা দেয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, এ সময় সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে নবাব বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সমস্ত মুসলিম অফিসারও চাকরিচ্যুত হয়ে বেকার অবস্থায় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে কৃষিকেই জীবনের উপজীবিকা হিসেবে বেছে নেয়। এছাড়া এঁদের জন্য জীবন ধারণের অন্য সব পথই তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩১]

**দ্বিতীয়ত রাজস্ব বিভাগ ঃ** লর্ড ক্লাইভের পর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার নয়া গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর ব্যাপী বাংলার গর্ভনর ছিলেন। বড়লাট হেস্টিংস নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে বাংলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এতদূর ক্ষিপ্ত হলেন যে, তিনি রাজস্ব আদায়ের পুরো দায়িত্বটাই রাতারাতি ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্যই ১৭৭২ সালে গঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় বোর্ড অব রেভেন্যু'। হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতিটি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করলেন। এর পরেই চালু হয় পাঁচসালা বা ৫ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত। ফলে রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত সমস্ত মুসলমান কর্মচারী অপসারিত হলো। ইংরেজ কালেক্টররা জেলায় গিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই নিলাম ডাকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালাভিত্তিক পত্তনি দিলো। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বিত্তশালী বাঙালী হিন্দু এবং সুবর্ণ শ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণ করলো, আর রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী অপসারিত হলো। ইংরেজ কালেক্টররা জেলায় গিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই নিলাম ডাকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের জন্য

৩১. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮

www.pathagar.com

পাঁচসালাভিত্তিক পত্তনি দিলো। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার বিত্তশালী বাঙালী হিন্দু এবং সুবর্ণ শ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণ করলো, আর রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী বেকার হয়ে পড়লো। এখানেই শেষ নয়। বছর কয়েক পরে অর্থাৎ বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস-এর আমলে ১৭৮৯ সালে, স্যার জন শোর ভূমি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন দাখিল করেন। স্যার জনের সুপারিশ ছিলো তিনটি, যথা :

১। ভূমি রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত জমিদারদের সাথে করতে হবে।
২। আদায়কৃত রাজস্বের দশ ভাগের নয় ভাগ পাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং এক ভাগ পাবে জমিদাররা। এবং
৩। জমিদারদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হবে দশ বছর ভিত্তিক।

১৭৯১ সালে দশসালা বন্দোবস্তের আইন পাস হলে রাজস্ব বিভাগ থেকে বাংলার মুসলমানদের অবস্থান প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এদিকে বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের প্রথম বছরে আদায়কৃত রাজস্বের চেয়ে ১৭৯০-৯১ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এর পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকায় দাঁড়ায়।[৩২]

এর পরের ইতিহাস আরো ভয়াবহ। লর্ড কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে ১৯৭৩ সালে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা সংক্রান্ত আইন চালু করেন। এই আইনের মাধ্যমে দুবছরের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়েই বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারী নিলাম হয়ে যায়, যার মালিক ছিল মুসলমানরা। নিলামে এসব জমিদারী ক্রয় করে কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বিত্তশালী ও সুবর্ণ শ্রেণীর 'মহাশয়েরা', যারা আগে ছিল মুসলমান জমিদারদের নায়েব, গোমস্তা, মুহুরী ইত্যাদি। হিন্দু জমিদারদের আমলে মুসলমানদের উপর শুরু হয় নতুন উদ্যোগে অবিচার আর অত্যাচার।[৩৩]

আঠার শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিরাজমান অবস্থার আজ বিশ শতকের শেষে লিখতে বসে আতঙ্কে শিহরিত হতে হয়। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৭৭৬ সালে, ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তরের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও সে দিন ইংরেজ বড় লাট

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮-৬৯ দ্র:
৩৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। পাঁচসালা, দশসালা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং গ্রামবাংলার নব্য জমিদার শ্রেণী তাদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল ও গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে প্রজাদের উপর যে অত্যাচারের স্টিম-রোলার চালিয়েছিল-তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিরল। বাংলার অধিকাংশ কৃষক মুসলমান বলে এর পুরো ধাক্কাটাই মুসলিম কৃষকদের সহ্য করতে হয়। প্রায় একই সময়ে মুসলমানদের জন্য আরো একটি নতুন বিপদ দেখা দেয় এবং তা হলোঃ নতুন বর্ণ হিন্দু জমিদারদের যোগসাজশে গ্রাম বাংলায় শুরু হয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। চাষীরা নীল চাষে অস্বীকার করলে, নীলকর সাহেবদের পাইক-পিয়াদা, বরকন্দাজ, লাঠিয়ালি সেই সব চাষীর বাড়িঘর লুট করতো, ঘর জ্বালিয়ে দিতো আর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের পথের ভিখারী করে ছাড়তো। এসব নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করেও কোন ফায়দা হতো না বরং বিচার তখন পরিণত হয়েছিল প্রহসনে।[৩৪]

এ সময়ের এই ভয়াবহ ও নজিরবিহীন অত্যাচারের একটা চিত্র পাওয়া যায়, তৎকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হারান চন্দ্র চাকলাদারের বর্ণনায়। তিনি লিখেছেনঃ . . . ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল দাস-মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবরা এদেশে প্রয়োগ করেছিল। . . . . . যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীলচাষে বাধ্য করা হতো, তার মধ্যে ছিল-হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুটতরাজ গৃহদাহ, অপহরণ ইত্যাদি।[৩৫]

নব-হিন্দু জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ রাজপ্রভুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আঠার শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত শতাধিক বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৪০ টির মতো কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এ সবের মধ্যে ফকির বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩), ত্রিপুরায় সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক-তাঁতীর সংগ্রাম (১৭৭০-৮০), পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), তিতুমীরের বিদ্রোহ

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯

৩৫. দ্র: ফিফ্‌টি ইয়ার্স এগো, ডন ম্যাগাজিন, জুলাই সংখ্যা, ১৯০৫ সাল

www.pathagar.com

(১৮২৭-৩১), ফারাইজী আন্দোলন (১৮৩১-৫৭) এবং সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) অন্যতম ছিলো। কিন্তু সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং সাফল্যজনক হিসেবে নীলচাষীদের বিদ্রোহকে (১৭৭৮-১৮৬০) আখ্যায়িত করা হয়।[৩৬]

১৮৪৮ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় সে আমলে বাংলার কৃষকদের প্রতিরোধ সম্পর্কে এক নিবন্ধে জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : . . . . . বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সাথে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অনেক জায়গায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।[৩৭] এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৬০ সালে আইন পাসের মাধ্যমে নীল চাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন ব্যাপারে পরিণত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যারা এই বঙ্গীয় এলাকায় কয়েক শ' বছর ধরে শাসক ছিলো, কিংবা শাসকদের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে বিরাজমান ছিলো, বাংলার সেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমস্ত শ্রেণীর লোক মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে বুভুক্ষু কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এ সময় প্রায়শই কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে মুসলিম প্রজাসাধারণের স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বঙ্গীয় এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী-এই দেশ, এই মাটি, এই ভাষা আর এই লোকাচারকে-আগেই নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে বাঙালী হিসেবে গর্বের পরিচয় দেয়ার যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো, সেটাই ছিল তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেনঃ প্রথম যুগে ব্রিটিশ সরকারের নীতি মুসলমান-বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, সে যুগের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের সরকারী চাকরি পেয়েছেন। শ্রী বিনয় ঘোষ আরো লিখেছেনঃ

৩৬. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০

৩৭. ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৪৮ সংখ্যা দ্র:

www.pathagar.com

মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অবিচার ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নতুন জমিদারী ব্যবস্থার ফলে শুধু যে-মুসলমান নতুন জমিদার-জায়গীরদারেরা ধ্বংস হয়ে গেলেন তা নয়, বরং বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত, নিঃস্ব প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ-দস্যুবৃত্তি (?) ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময় এলো ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ, ধর্মান্দোলনের ঢেউ, কৃষক বিদ্রোহ, মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ইংরেজ বিদ্বেষের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ শাসকেরা বৃটিশ-বিরোধী জিহাদ বা যুদ্ধ বলে প্রচার করলেন।[৩৮]

কৌশলে মুসলমানদের বাংলার রাজস্ব বিভাগ থেকে বিতাড়ন সম্পর্কে ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার যে সত্য ভাষণ করে গেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "ইংরেজরা বাংলাদেশ লাভ করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহের প্রধান তহশিলদাররূপে মাত্র। মোটা ঘুষ না দিয়ে তলোয়ারের জোরে আমরা (ইংরেজরা) এই পদ পেয়েছিলাম। কিন্তু আইনতঃ আমরা লাভ করেছিলাম মাত্র দেওয়ানের পদ অথবা প্রধান রাজস্ব আদায়কারীর পদ (১৭৬৫ সালের ১২ আগস্টের ফরমান)।" . . . সেই আঘাত হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শোর প্রবর্তিত সংস্কার, যার পরিণতি হলো ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই সংস্কারের ফলে আমরা অধিকার করলাম সেসব উচ্চ মুসলমান রাজ পুরুষদের আসন, যাঁরা রাজশক্তি ও প্রজার নিকট থেকে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহণকারী -এই দুয়ের মধ্যবর্তী ছিলেন আর যাদের নিযুক্ত কর্মচারীদের হাতেই ছিল ভূমিকর আদায় সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থাভার। ঢালী সমন্বিত মুসলমান তহশিলদারদের পরিবর্তে, আমরা জেলায় স্থাপন করলাম এক একজন ইংরেজ কালেক্টর। এঁদের আদালতের সাথে সংযুক্ত হলো-ধর-পাকড়, নিলাম ইত্যাদির ক্ষমতাযুক্ত আমলাদের মতো অস্ত্রহীন-বরকন্দাজ। . . .আর একভাবে বড় বড় মুসলমান ঘরের পক্ষে এটি বিশেষ ক্ষতির কারণ হলো- এই বন্দোবস্তের প্রবণতা হলো, যে সব হিন্দু কর্মচারী সরাসরি প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়-আদি করতেন, তাঁদের জমিদার বলে স্বীকার করার দিকে। . . .এর ফলে যে সমস্ত হিন্দু ভূমিকর আদায়কারী

৩৮. দ্র: বাংলার নবজাগৃতিঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা (১৯৭১, পৃঃ ৭৪)

www.pathagar.com

এতদিন নগণ্য পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা হলেন জমিদার। জমিদারীর মালিকানা স্বত্ব তাদের হলো। আর মুসলমান আমলে যে সব টাকা মুসলমানদের ঘরে যেত, তা গেল তাঁদের (হিন্দুদের) ঘরে।"[৩৯]

**তৃতীয়ত শিক্ষা ও বিচার বিভাগ ঃ** বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এলাকায় যেখানে এক সময় শিক্ষা ও বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের একচেটিয়া ছিলো, ইংরেজরা কোলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে, অল্পদিনের ব্যবধানে অত্যন্ত দ্রুত তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে লর্ড এলেনবারো সুস্পষ্টভাবে যথাযর্থই বলেছেনঃ ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের এক জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।[৪০]

লর্ড এলেনবারের এই মন্তব্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পরাশক্তি ইংরেজদের বশ্যতা যত সহজে এবং আগ্রহের সাথে বাঙালী হিন্দুরা মেনে নিয়েছিল, এদেশের সন্তান হিসেবে বাঙালী মুসলমানরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো এবং প্রায়শই বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথ অনুসরণ করেছিলো। এরই ফল হিসেবে ইংরেজ শাসনের আমলে বাঙালী মুসলমানদের বিরাট 'কাফ্ফারা' দিতে হয়। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে বঙ্গীয় এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলো। বাঙালী মুসলমানরা প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো থেকে বিতাড়িত হলো এবং বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক নব্য-সৃষ্ট মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে ইংরেজী শিক্ষায় 'বলীয়ান' হয়ে সে সব পদ দখল করলো।[৪১]

অপরপক্ষে, মুসলমানদের অদৃষ্টে এই সময় জুটেছে কেবল দফ্তরী, বেয়ারা, পিওন ও ড্রাইভারের চাকরি। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ বাংলার নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপস করে, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সরকারী চাকরির মধ্য-নিম্নস্তরের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সন্তুষ্ট করে। তাই শিক্ষিত হিন্দুরা সিভিলিয়ান, বিচারপতি, গেজেটেড পুলিশ অফিসার, গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা

৩৯. আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান্স গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। লন্ডন, ১৮৭১ প্রকাশিত

৪০. দ্র: এ. এল. সেলভেনকার, প্রবলেমস অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৭১

৪১. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১

www.pathagar.com

কাস্টমস অফিসার না হলেও ডেপুটি মাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ছোট আদালতের জজ, মুন্সেফ ইত্যাদি হয়েছেন। হিন্দু উকিল, মোক্তার ও কেরানীর সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অদৃষ্টে জুটেছে-দফতরী, বেয়ারা, পিওন, ড্রাইভার, কোচায়ন আর লশ্‌করের কাজই বেশি। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যেভাবে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলো, মুসলমানরা সেভাবে করেনি।[৪২]

বস্তুত বিখ্যাত ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ ডব্লিউ ইউলিয়াম হান্টার তাঁর লিখিত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে এক অপূর্ব মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ১৭০ বৎসর (১৭০০ খৃঃ) পূর্বে বাংলাদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল, আজ ধনী থাকাই তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।[৪৩]

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রেভারেন্ড জেলং সাহেবের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি সোশ্যাল সাইন্স এসোসিয়েশন-এর বার্ষিক অধিবেশনে ১৮৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারী যে ভাষণ দেন, তাতে তৎকালীন মুসলমানদের করুণ বাস্তব সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেন:. . . . এক সময় যারা এতবড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন, আজ তাদের বংশধরেরা কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছেন।. . . বাংলাদেশের কোনও গভর্নমেন্ট অফিসে উচ্চ পদস্থ মুসলমান কর্মচারী বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু মুসলমান দফতরী আর পিওন সব অফিস ভরে গেছে।. . .[৪৪]

বঙ্গীয় এলাকায় যখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালী হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতা পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়ে নানাভাবে ফায়দা গ্রহণে লিপ্ত তখন বাঙালী মুসলিম অবস্থাসম্পন্ন শ্রেণীর উপর একের পর এক বিপদ আসতে থাকে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে: ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে অফিস-আদালতে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন। অফিস-আদালতে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরুর প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ক্যাপ্টেন টি মেকান সিলেক্ট কমিটির কাছে এই মর্মে জোরের সাথে সুপারিশ করেন যে, অফিসের ভাষার পরিবর্তনটা যেনো খুব মন্থর গতিতে করা হয়। অন্যথায় বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪৫]

৪২. দ্র: বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, পূর্বোক্ত
৪৩. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার; পূর্বোক্ত
৪৪. বার্ষিক রিপোর্ট, সোশ্যাল সাইনস এসোসিয়েশন, ১৮৬৯ দ্র:
৪৫. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২

www.pathagar.com

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ক্যাপেটন টি মেকানের সুপারিশের প্রতি আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপ না করে, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫/৬ বছর সময়কালের মধ্যে ইংরেজ ভারতের সর্বত্র অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা চালু হয়ে যায়। ফলে, শিক্ষা, বিচার ও প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগ থেকে দলে দলে বাঙালী মুসলমানরা চাকরিচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হয়।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "এ পরিবর্তন অপর সম্প্রদায়ের (বাঙালী হিন্দু) জন্য খুব সুখকর হয়ে উঠলো। কারণ, তারা ইতোমধ্যেই ইংরেজী শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং হিন্দু কলেজের (পরবর্তীকালে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ) ছাত্ররা এই পরিবর্তনের পূর্ণ উপকার গ্রহণ করেছে। অপরপক্ষে মুসলিম আপার ক্লাস নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পারায় সর্বস্তরের অফিস-আদালত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়েছে যে, বঙ্গীয় এলাকার প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনী ছাড়াও রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা বিভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের চল্লিশ দশক নাগাদ বাঙালী মুসলমানদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৮৩৭ সালে অফিস-আদালতে এবং ১৮৪৪ সালে সরকারী সমস্ত বিভাগে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে চালু করায় এই প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হয়। ১৮৪৪ সালের ১৪ অক্টোবর সরকারীভাবে এ মর্মে নির্দেশ জারি করা হয় যে, অতঃপর সরকারের সমস্ত দফতরে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করতে হবে।[৪৭]

ইংরেজ সরকারের এই কূট-নির্দেশ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' এর মত। তাদের ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কেননা তখন পর্যন্তও সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে বাঙালী মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয়নি।

৪৬. দ্র: বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩

www.pathagar.com

কিন্তু অপরপক্ষে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূরক হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রিক সুবর্ণ শ্রেণী, নব্য জমিদার শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত বাঙালী হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী তখন তাদের কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এই শ্রেণী ইংরেজের সঙ্গে আঁতাত করে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজী শিক্ষার জন্য কোলকাতায় একটি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এই বৈদ্যনাথ বাবুকে এদেশে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজ মহলে তাঁর ছিল অসাধারণ প্রভাব। এছাড়াও হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'স্কুল অব সোসাইটি'। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাধাকান্ত দেব মহাশয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৪৪ সালের ইংরেজ শাসকের নির্দেশের মাধ্যমে নব্য ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবকরা দলে দলে সরকারী চাকরিতে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করলো। পক্ষান্তরে বাঙালী মুসলমানরা এক ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে আপতিত হলো। এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ডক্টর এ. আর. মল্লিক[৪৮] যা লিখেছেন, তা স্মতর্ব্য। তাঁর ভাষায় :. . . . . এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্য চিরতরে মুদ্রিত হয়ে গেলো। ১৮৪৫-৫২ খ্রিস্টাব্দে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকাতেও কোন মুসলমান লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আসল কথা হচ্ছে, এসব পরীক্ষার মান এতো উচ্চ ছিল যে, মক্তব-মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে মুসলমানরা সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। . . . . ১৮৫১-৫২ সনের তালিকায় ৭৭ টি নামের মধ্যে মুসলমানদের নাম ছিলো মাত্র একজনের।. . . . মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরিতে অথবা তারও উপরে আইন-আদালত এবং রাজস্ব বিভাগের চাকরিতে ১৮৫৬-৫৭ সালে ৩৩৬ জন লোককে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তার মধ্যে মুসলমান ছিলো মাত্র ৫৪ জন, ৯ জন খ্রিস্টান এবং বাকি সব হিন্দু। অন্যান্য বিভাগেও মুসলমানদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট নিয়োজিত মেডিকেল কলেজের ৪৯ জন সহকারী সার্জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিলো মুসলমান। শিক্ষা বিভাগের দ্বারও রুদ্ধ ছিলো মুসলমানদের জন্যে। কেবলমাত্র মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী শিক্ষার জন্য কিছু সংখ্যক মুসলিম নিয়োজিত ছিলো।[৪৯]

৪৮. ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। তিনি আওয়ামীলীগ মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন

৪৯. দ্র: ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; - ১৯৮২

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে পরাশক্তি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যে কটা নীতি গ্রহণ করেছিল, তার সব কটিই বাঙালী মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনলো। সংক্ষেপে নীতিগুলো নিম্নরূপঃ

১. ১৮৩৭ সালে অফিস-আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু;

২. ১৮৪৪ সালের ১৪ অক্টোবরে সরকারের সমস্ত বিভাগে শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ এবং

৩. ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চের জারিকৃত নির্দেশের লাখেরাজ সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রিকরণ পদ্ধতি বন্ধ ঘোষণা।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মাত্র ৮০/৯০ বছর সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়াও বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরকম এক নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় বঙ্গীয় এলাকায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানেরা অত্যন্ত দ্রুত পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। এখানে ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়কালে বিরাজমান অবস্থার একটা চিত্র উপস্থাপন করা হলো :

| | হিন্দু | মুসলিম | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৪৬ সালের ছাত্র সংখ্যা: | ৩৮৪৬ | ৬০৮ | ৮৭ | ৪৫৪১ |
| ১৮৫২ " " " | ৬৩৩৮ | ৭৩১ | ১৪৭ | ৭২১৬ |

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৮৪৬ সাল থেকে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে (পূর্বের হিন্দু কলেজ) একজন মুসলমান ছাত্রও ভর্তি হতে পারেনি।[৫০]

আরো স্মরণীয় ব্যাপার এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের বছরে অর্থাৎ ১৮৫৬-৫৭ সালে অবিভক্ত বাংলার সরকার পরিচালিত যে ৭০টি বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ইংরেজী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো, সে সব প্রতিষ্ঠানে মোট ৮১৭৫ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩৪৯ ছিলো মুসলমান। আর কোলকাতার আশেপাশে অবস্থিত সরকারের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত স্কুলে অধ্যয়নরত ২০,৬৪৭ ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিলো মাত্র ১,৫৮৬ জন।[৫১]

৫০. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৬

৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬

www.pathagar.com

এ সময়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ এ. আর. মল্লিক বলেনঃ হিন্দুরা সরকারের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করতো। বিভিন্ন সরকারী কাজকর্ম দেখে একথা প্রমাণ করা যায়। যেমন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান হিন্দু প্রধান অঞ্চলেই ছিলো। বাংলার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল স্থাপন করা হয়েছে অনেক পরে। পশ্চিম বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অনেক আগে।. . . মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল কলেজের মন্থর প্রসারের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা এতো পিছিয়ে পড়ে।[৫২] তৎকালীন নথিপত্র পর্যালোচনা করলে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ ও হিন্দুদের বিদ্বেষমূলক ক্রিয়াকর্মের আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, ১৮৪৭-৪৮ সালে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বছরে যে ৬১ দিন ছুটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তার মধ্যে মুসলমানদের উৎসবের জন্য একদিনও নির্দিষ্ট ছিল না। এমনকি বছরে দুইটি ঈদের দিনেও কোন ছুটির ব্যবস্থা ছিল না।

আরো উল্লেখ্য যে, এ সময় সরকারের শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য যে শিক্ষা কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল, তাতে ইউরোপীয়রা ছাড়া বাকি সমস্ত সদস্যই নিযুক্ত হয়েছিলো কোলকাতার হিন্দু বুর্জোয়াদের মাঝ থেকে। এই হিন্দু সদস্যরাই সেদিন ছুটির তালিকা প্রণয়ন করে তা সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন।[৫৩]

বঙ্গীয় এলাকায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো: ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিম শাসনামলের লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্তকরণ। এর ফলশ্রুতিতে শুধু যে বাঙালী সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তাই-ই নয়, বরং এইসব জমির আয় থেকে পরিচালিত মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হয় এবং তা একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়। বহু শতাব্দী ধরে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব মুসলমান ছাত্র বিনা বেতনে ও বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে লেখাপড়া করছিলো, তার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। এ অমানবিক ও নির্মম ব্যবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক ও সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ মুসলমানদের নিকট হইতে নানা ভুয়া অজুহাতে জমিদারী, তালুকদারী, লাখেরাজ সম্পত্তি ইত্যাদি কাড়িয়া লওয়ার ফলে দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস বন্ধ হইয়া যায়। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে সকল ওয়াকফ সম্পত্তির আয়ের টাকায় পরিচালিত হইত, সে সকল সম্পত্তির বেশির ভাগ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অপমৃত্যু ঘটে।[৫৪] এ সম্পর্কে বিখ্যাত গবেষক কাজী আব্দুল ওদুদের বক্তব্যও স্মরণীয়। তিনি বলেনঃ মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো দশসালা বন্দোবস্ত থেকে, আর তাদের সম্ভ্রান্তদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছালো সনদ দেখাতে না পেরে যখন তাঁদের বহু নিষ্কর জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলো।[৫৫]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসন আমলে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব আদায়ের পদগুলো ছিল মুসলমানদের হাতে এবং তাঁদের অধীনে কর্মরত হিন্দু কর্মচারীরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয় হয় এবং স্যার জন শোরের সুপারিশ মোতাবেক বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগের ফলে রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদগুলো থেকে মুসলমানদের অপসারণের ফলে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। অথচ রাজস্ব বিভাগের মধ্য ও নিম্ন পদগুলোতে বাঙালী হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থানের কোনই হেরফের হলো না। এঁরা কেবলমাত্র মুসলমান মনিবের পরিবর্তে ইংরেজ 'বস' লাভ করলো এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে সম্পাদশালী হয়ে উঠলো।

## লাখেরাজ সম্পত্তি সম্পর্কে কিছু কথা

এদেশের লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির ব্যাপারে এক বিরাট পূর্ব ইতিহাস আছে। মুসলমান রাজা-বাদশারা শত শত বছর যাবৎ এদেশ শাসন করেন। তাঁদের সময়ে সাধারণ মানুষের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁরা লাখেরাজ জমি মঞ্জুর করতেন। এতদসম্পর্কে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডক্টর এ. আর. মল্লিকের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ বহুদিন থেকে ভারতবর্ষের শাসনকর্তাগণ সাধারণ মানুষের বিদ্যাশিক্ষার জন্য লাখেরাজ জমি মঞ্জুর করতেন। দেবদেবীর

৫৪. দ্র: আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

৫৫. দ্র: শাশ্বত বঙ্গ, ব্রাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

www.pathagar.com

পূজার্চনা করার জন্যও তাঁরা ভূমির ব্যবস্থা করতেন। শাসনকর্তাগণ অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী থাকতেন। মুসলমান শাসনের দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদেরকে তাদের চাকরির ভাতা ছাড়াও প্রত্যেকের জ্ঞান-বুদ্ধি, সততা ও অন্যান্য গুণের ভিত্তিতে জায়গীর, আল্‌তামা, আইমা এবং মদদ-ই মা'আশ দেয়া হতো। (জায়গীর এবং আল্‌তামা সাধারণতঃ সিভিল এবং সামরিক অফিসারদের দেয়া হতো। আর আইমা এবং মদদ-মা'আশ দেয়া হতো জ্ঞানীগুণীগণকে। জায়গীর সাধারণভাবে দিলেও রাষ্ট্রীয় নিযুক্তির সময় উত্তরাধিকারীকেই দেয়া হতো।. . . আর মসজিদ, মাযার ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের জন্য ভূমি মঞ্জুর করা হতো।) এ ছাড়াও তাঁরা নানা প্রকার বৃত্তি ভোগ করতো। শুধু মুসলমানদের জন্যই এ সময় পনের প্রকারের আয়কর মওকুফের মঞ্জুরী ছিল, তিন প্রকারের ছিল হিন্দুদের . . .।"[৫৬]

উল্লেখ্য যে, পলাশীর যুদ্ধের প্রায় ১৫ বছর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তরবারির জোরে বঙ্গীয় এলাকার তহ্‌শিলদারী আদায়ের দায়িত্ব নেয়ার পর ভেবেছিল যে, জমির খাজনা আদায়ের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে কোম্পানীর প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও কিছু লভ্যাংশ লন্ডনস্থ কোম্পানীর হেড অফিসে পাঠানো সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ার ফলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম হিসেব করে বের করলেন যে, বাংলাদেশের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ জমি একেবারে নিষ্কর বা লাখেরাজ হয়ে রয়েছে। এরপর থেকেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নানা বাহানায় এসব জমি খাজনাযুক্ত করার জন্য এক অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। জমির প্রকৃত মালিক স্থিরকরণ-এর অসিলা এসব বাহানার অন্যতম। এ সবের মধ্যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নং এবং ৩৭ নং আইন; ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ৮ নং আইন; ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ নং এবং ১৩ নং আইন; ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২ নং আইন; ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ নং আইন; ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের কোর্টের নির্দেশ প্রভৃতি অন্যতম। ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে জারিকৃত এক সরকারী নির্দেশে বলা হয় যে, লাখেরাজ ভূমির মালিকানা নির্ধারণ এবং রেজিস্ট্রীকরণ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হলো। বোর্ডস কালেকশন নং ৭৪০৭৩ সূত্র মোতাবেক দেখা যায় যে, ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করা ২০ হাজার লোকের যুক্ত দরখাস্তের এ সময় আর ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি।[৫৭]

৫৬. দ্র: বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৮৯২

৫৭. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮

www.pathagar.com

এই চরম অমানবিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ডক্টর এ.এর মল্লিকের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: ". . . . মুসলিম লাখেরাজদের মধ্যে যারা পল্লী এলাকায় বাস করতো, তারা এ সমস্ত আইন সম্পর্কে অনেক সময় কিছুই জানতো না।. . . লাখেরাজ সম্পত্তি পূর্ব আইনানুসারে রেজিস্ট্রি করিয়ে না নিলে তা বৈধ বলে গৃহীত হতো না এবং তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হতো। ৬০-৭০ বছরের পূর্বের পুরুষদের ত্রুটির প্রত্যক্ষ শিকার হতো তারাই (লাখেরাজদার)। মূলতঃ দোষ ছিল কালেক্টরদেরই। তারা বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি বহুল পরিমাণে প্রচার করতে পারতো না এবং কর্মচারীর অভাবে সমস্ত রেজিস্ট্রেশনও শেষ করতে পারতো না।[৫৮]

এই যথেচ্ছাচার এবং চরম অন্যায়-অবিচারমূলক পদক্ষেপের জন্য তৎকালীন ভারত সরকারেরই একজন ইংরেজ সদস্য-স্যার চার্লস মেটকাফ, ১৮২০ সালে মন্তব্য করেন যে, . . . এ নীতি হচ্ছে অন্যায় অবিচারের চূড়ান্ত। কোন দেশেই এরকম নীতির নজির নেই, যেখানে সমস্ত জমিজমা যাদের প্রাপ্য তাদেরকে না দিয়ে অন্য এক গোষ্ঠী বাবুর হাতে তুলে দেয়া হলো, যারা নানা দুর্নীতি ও উৎকোচের আশ্রয় নিয়ে দেশের ধন-সম্পত্তি চুষে খেতে চায়।

. . . . এ অবস্থায় মুসলিম উচ্চবিত্তদের আয় কমে গেল এবং নব্য হিন্দু মধ্যবর্তীরা সরকারী সকল প্রকার চাকরি-বাকরি থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে দিল। রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের ফলে নেতৃস্থানীয় মুসলিম পরিবারগুলো বিনষ্ট হয়ে গেলো।[৫৯] সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে হিন্দুদের সাথে আঁতাত করে একদল অনুগত-ভৃত্যের সৃষ্টি করেছিল এবং বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতার স্পৃহা চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তারা একটার পর একটা বাঙালী হিন্দু-ঘেষা নীতি গ্রহণ করেছিল। বস্তুত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এদেশে ইংরেজদের আগমনের প্রথম দেড়শ বছর পর্যন্ত এঁদের নীতি মুসলিম বিদ্বেষ এবং হিন্দু-পক্ষপাতিত্বের মধ্যে উলঙ্গভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইংল্যান্ডেও তৎকালীন ভারতে নেতৃস্থানীয় ইংরেজদের বক্তব্য বিবৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এসব সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

---

৫৮. দ্র: বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

৫৯. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

সে সময়ে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের মানসিক অবস্থা কি ছিল, স্যার জন ম্যাকলের উক্তিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩ সালে লন্ডনে সিলেক্ট কমিটির নিকট, "মুসলমানরা এ সময়ে সন্তুষ্ট কিনা,-এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে স্পষ্টভাবে বলেন: আমি মনে করি, মুসলিম জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ঠিক সে রকম সন্তুষ্ট নয়। কারণ তাদের স্মৃতিতে কেবল বিলুপ্ত ক্ষমতার দহন আছে, যা হিন্দুদের স্মৃতিতে নেই। . . আমাদের সঙ্গে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই ভারতবর্ষে আমাদের প্রধান নিরাপত্তার অবলম্বন।[৬০]

একই সুরে কর্নেল থমাস মনরো নামক আর একজন ইংরেজ একই সিলেক্ট কমিটিতে বলেনঃ হিন্দুরা কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে অসন্তুষ্ট মুসলমানরা বহুল পরিমাণে শক্তিশালী হয়েও কোন ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না।[৬১]

ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরাশক্তি ইংরেজদের গৃহীত প্রতিটি নীতিই যেমন মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে, কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ডও তেমনি নিজেদের গোষ্ঠী ও শ্রেণীস্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্পূরক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তা মুসলমানদের জন্য আদৌ সুখকর হয়নি। ফলে, আলোচ্য সময়কালে বহুসংখ্যক কৃষক বিদ্রোহ ও সিপাহী বিপ্লব ছাড়াও শুধুমাত্র মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বঙ্গীয় এলাকায় হাজী শরিয়তউল্লাহ ও পীর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, পশ্চিম বাংলার বারাসতে তিতুমীরের বিদ্রোহ এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ওহাবী আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্ত রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে, ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ-একদিকে নেতৃত্বের অভাব এবং অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী ইংরেজদের ভয়াবহ দমননীতির ফলে উপমহাদেশে ওহাবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই সময় দিল্লী ও উত্তর ভারতীয় এলাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বঙ্গীয় এলাকায় ফরিদপুরের নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর হোসেন প্রমুখের ভিন্নধর্মী কর্মকাণ্ডে একটা পূর্ণ অবয়ব গ্রহণ করতে শুরু করে। প্রায় একশ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের

৬০. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯

৬১. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

সম্পূরক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা বর্ণহিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর মোকাবেলায় এঁদের কর্মপদ্ধতি ছিল সঠিক এবং সময় উপযোগী। এ সময় বাংলার মুসলমানরা মুক্তির একটা পথ অনুসন্ধান করছিলো।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে সিপাহী বিপ্লবের পরিসমাপ্তিতে দিল্লী ও আলীগড় অঞ্চলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খৃ:)-এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করে। শত বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল: শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা এবং দেশের ব্যবস্থায় মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[৬২]

বস্তুত এদেশে ইংরেজদের শাসনভার গ্রহণ করার প্রায় একশ বছর পরে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে এই-ই সর্বপ্রথম মুসলমান সম্প্রদায় বিদেশী শাসনের বাস্তবতাকে স্বীকার করতে শুরু করলো। ১৮৭০-৭১ সনে ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে দিল্লী এলাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ এবং প্রায় একই সময়ে বঙ্গীয় এলাকায় খান বাহাদুর মওলবী আব্দুল লতিফ খান এবং সৈয়দ আমীর আলীর মত উদারমনা সংস্কারপন্থীদের আবির্ভাব হয়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ডঃ আনিসুজ্জামানের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: . . . তবে অনতিবিলম্বে বাঙালী মুসলমানও নবোৎসাহে আধুনিক জগতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু সমাজের চেয়ে একটু পরবর্তী সময়ে হলেও একই পথ ধরে সামাজিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টায় তাঁরাও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৬৩]

এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৬৬ সালে নবাব আব্দুল লতিফ কর্তৃক কোলকাতায় একটি মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৭০ সালে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। ধর্মীয় বিধানসমূহ আলোচনার পর এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ হচ্ছে 'দারুল ইসলাম'-'দারুল হরব' নহে এবং এখানে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী।[৬৪]

---

৬২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬

৬৩. দ্র: ডঃ আনিসুজ্জামান; মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য; ১৯৬৪, ঢাকা, পৃঃ ৮৬

৬৪. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ আহমদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর থেকেই মুসলমানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি 'সিপাহী বিদ্রোহের কারণ', এই নামে উর্দু ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু এর ফলে ইংরেজ শাসকদের মুসলিম বিরোধী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ হিন্দুরা সিপাহী বিদ্রোহের সার্বিক দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলো, যদিও হিন্দু সিপাহীরা এতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলো।

এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় প্রখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামানের বক্তব্যে। তিনি বলেন: সিপাহী অভ্যুত্থানের সমস্ত দায়িত্বই কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে ও বিলেতে শাসক মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানেরা এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশটাই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।[৬৫]

বস্তুত স্যার সৈয়দ আহমদের সার্বিক প্রচেষ্টা ছিল মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করানো। এই লক্ষ্যে ১৮৬০ সালে তিনি উর্দু ভাষায় 'রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদের সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি ছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করে ড. আনিসুজ্জামান বলেন: ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ক্রোধ প্রশমিত করার পর স্যার সৈয়দ আহমদ এবারে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করলেন। তাঁর আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপাত করা এবং দেশের শাসন ব্যবস্থার অধিকার লাভ করা।[৬৬]

বস্তুত ১৮৭১ থেকে ১৯৭১-এর সময়ের দূরত্ব ঠিক একশ বছরের। ১৮৭১ সনে যেখানে বঙ্গীয় এলাকায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিশ্চিহ্নপ্রায় এবং সমস্ত বাঙালী

৬৫. দ্র: মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা
৬৬. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

মুসলমান অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেদিনের সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষাটাই ছিলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এরপর ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে যে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মাত্র ১০০ বছরের ব্যবধানে গাংগেয় বদ্বীপ এলাকায় এরাই ১৯৭১-এ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এদের জন্মভূমির নাম বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা, সাহিত্য কৃষ্টি, লোকাচার-সবকিছুর গার্জিয়ান এরা। জাতি হিসেবে এরা বাংলাদেশী, এদের প্রায় সবাই ধর্ম-বিশ্বাসে 'মুসলমান'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ-হিন্দুরা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ ১৪৮ বছর ধরে ইংরেজ রাজশক্তির সম্পূরক হিসাবে যেমন সাফল্যজনকভাবে ভূমিকা পালন করেছে, ঠিক সে রকম দক্ষভাবে না হলেও ১৮৭০ সাল থেকে পরবর্তী ৭৭ বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থে অত্যন্ত সন্তর্পণে ইংরেজদের বৈরী কোন কর্মকাণ্ডে নিজেদের আর জড়িত করেনি।

বস্তুত এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, মোগল্ সম্রাট আকবরের সময়ে থেকেই (১৫৪২-১৬০৫ খ্রিঃ) বঙ্গীয় এলাকাকে রাজনৈতিকভাবে উত্তর ভারতীয় এলাকার একটা বর্ধিত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত করা হয়। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে গঠিত এলাকাকেই প্রধানতঃ বঙ্গীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তাই মুসলিম সম্রাট ও নবাবদের আমলে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে সৃষ্টি হয়েছিল বংগীয় মুসলিমদের নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত। বাস্তবে এঁরা ছিলেন "আশরাফ" বা খান্দানীর দাবিদার। এদের অধিকাংশই উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতীয় এলাকা থেকে ভাগ্যের অন্বেষণে আগত অবাঙালী-মুসলমান। মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত সনদ মোতাবেক লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী এবং ঢাকা মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক পদ দখলকারী। কালক্রমে এসব মুসলমান নিজেদের বাঙালী বলে দাবি করলেও এদের মাতৃভাষা ছিল ফার্সী এবং নিম্নশ্রেণী ও বিধর্মীদের সাথে কথাবার্তার সময় এরা 'সেনাছাউনী ভাষা' উর্দু ব্যবহার করতেন। একথা চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হত যে, যেখানে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে কয়েক শত বছর বঙ্গীয় এলাকার পাঠান আমলে শত-সহস্র পীর, আউলিয়া ও ফকির উদারমনা সূফী দর্শনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে 'আশ্‌রাফ ও

www.pathagar.com

আত্‌রাফ'-এর কোন তফাত করতে দেয়া হয়নি এবং বহিরাগত মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে কোন শ্রেনীবিভাগ বিদ্যমান ছিল না, সেখানে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিভাগের অনুকরণের সৃষ্টি হলো আশরাফ আর আতরাফ তথা কুলিন ও 'অকুলিন-এর শ্রেণীবিভাগ। গ্রাম বাংলার মাটির সঙ্গে এবং বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সৃষ্টি, লোকাচার আর হাসি-কান্নার সাথে এই অবাঙালী মুসলমানদের কোন সম্পর্ক না থাকায় রাজদণ্ড ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের ভিত্তিটা নড়বড়ে হয়ে যায় এবং এঁদের মনে আস্থার অভাব দেখা দেয়। ফলে এঁদের অনেকেই বঙ্গীয় এলাকা ছেড়ে পুত্র-পরিজনসহ উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে চলে যায়। বাকিরা নিঃস্ব অবস্থায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করে কৃষিজীবীর পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়।[৬৭]

অতএব ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের ১১৩ বছর পর ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চ শ্রেণী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয় দেশান্তর হয়েছে না হয় নিশ্চিহ্ন প্রায়। আর কৃষক ও নিম্নশ্রেণী ইংরেজ ও হিন্দুদের অত্যাচারের জগদ্দল পাথরের নীচে নিষ্পেষিত। অনাহার, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যই তাদের নিত্য সঙ্গী। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন :. . . . বিদ্রোহের (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব) শেষের দিকে, বিশেষ করিয়া বিপর্যয়ের সূচনায়, বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব মুসলমানদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সংগ্রাম হইতে সরিয়া পড়ার পর হইতে হিন্দুরা ক্রমশ মুসলমানদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্কছেদ করিতে থাকে। ইহার উত্তরে মুসলমানরাও তাহাদিগকে আরও বেশি করিয়া পর ভাবিতে এবং সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করে। এ জন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা সেদিন সুনজরে দেখিতে পারে নাই।"[৬৮] এমনকি যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের (১৮৬৬ খ্রি: স্থাপিত) উত্তরসুরি হিসেবে ভারতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫ খ্রি: ডিসেম্বর) জন্ম হয়, সংস্কারপন্থী স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নেতাও সেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দেয়া তো দূরের কথা, তিনি মুসলমানদেরকে উহার ছায়া না মাড়ানোর জন্য সতর্ক করে দেন।

৬৭. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪-১১৬

৬৮. দ্র: বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

www.pathagar.com

আলোচ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে যথার্থই বলা যায় যে, ১৮৭০-৭১ সনে যখন কোলকাতায় মহামেডান লিটারারী সোসাইটির উদ্যোগে একটা সংস্কারপন্থী মনোভাবের মাধ্যমে বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়কে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে-এর চালিকা শক্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের প্রচেষ্টা সবেমাত্র শুরু হলো, তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যচিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত। কারণ, এদের পুনর্জন্মের সূচনা হয় ১১৩ বছর আগে পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের সময় থেকেই।

এ জন্যই দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে উপমহাদেশের অগ্রগতির মানদণ্ডে এ দুটো সম্প্রদায় (হিন্দু ও মুসলিম) বিরাট তফাতে দাঁড়িয়ে বহু ঘাত-প্রতিঘাত আর দুর্যোগের মাঝ দিয়ে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যখন ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে কেবলমাত্র হামাগুড়ি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইংরেজদের দালাল হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে, তখন এরই পাশাপাশি শতাধিক বছর ধরে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পূরক শ্রেণী পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থায় নানা প্রগতিশীল দর্শনের বুলি কপচিয়ে বাহবা কুড়াতে ব্যস্ত। এ সময় তাদের ভূমিকা ছিল সর্বভুকের ন্যায়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরের একদিকে যেমন এদেশে ইংরেজ আগমনের শতবর্ষ পূর্তির প্রেক্ষাপটে রক্তাক্ত সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের সন্তুষ্টি এবং এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ও দ্রুত ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যার ফলশ্রুতিতে হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের চাইতে অনেক অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এ সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন: বস্তুত ব্রিটিশের অধীনে প্রায় সমস্ত রকম চাকরিতে বাঙালীদের (বর্ণহিন্দু) অধিকার ছিল একচেটিয়া। ১৮৩০-৪০-এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা আমূল সংস্কারপন্থী হিসেবে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ, যারা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত, এমনকি যারা নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী, তারাও প্রত্যেকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী। ব্যবসায়, বাণিজ্যে এবং প্রশাসনে ১৮৫৬-৫৭ পর্যন্ত সরকারী কাজকর্মে শিক্ষিত বাঙালীদের প্রায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।[৬৯]

৬৯. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৭

www.pathagar.com

এতদসম্পর্কে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্যটি আরো চাঞ্চল্যকর। তিনি বলেছেনঃ সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল, এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।[৭০]

প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, সরকারের অর্থ, স্বরাষ্ট্র, জনশিক্ষা, রাজস্ব, মহাগাণনিক, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত এবং সরকারী সচিবালয়ের মোট ৭১৪ টি পদের মধ্যে ইউরোপীয়দের ১৮৬টি পদ বাদ দিলে, বাকী ৪২৮টি পদের মধ্যে ৩৯৫টি বাঙালী বর্ণহিন্দুদের দখলে। অর্থাৎ অবশিষ্ট বিরাট ভারতের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী মিলিয়ে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে তখন মাত্র ৩৩ জন।[৭১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি অনুধাবনের লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি নমুনা উপস্থাপিত হলোঃ ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকের আগে বিহার এবং উড়িষ্যায় কোন কলেজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। এতদঞ্চলের প্রথম দুটি কলেজ হচ্ছে যথাক্রমে পাটনা কলেজ এবং কটকের রাভেন্‌শ কলেজ। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সব কটি কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৫ জন, আর কটকের রাভেন্‌শ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষার্থী ছিলো মাত্র ২ জন। অন্যদিকে আসাম এলাকায় সর্ব প্রথম কলেজ স্থাপিত হওয়ার বছরটা হচ্ছে ১৯০০ খৃস্টাব্দ এবং এর ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসামের সমস্ত স্কুলে বাংলা ছাড়া আর কোন দেশীয় ভাষাই পড়তে দেয়া হতো না।

অপরপক্ষে, পাশাপাশি কোলকাতার চিত্রটি ছিল ভিন্নতর। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ২৪৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী নিয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সেখানে ১৯০০ সাল নাগাদ এই সংখা (অধিকাংশই বর্ণহিন্দু) দাঁড়ায় তিন হাজার। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে বি. এ. পরীক্ষার্থী ছিলো মাত্র ১৩ জন, ১৮৮১ সনে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭১২ জনে। এর

৭০. দ্র: রামতনু লাহিড় ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ২২৪-২৫

৭১. দ্র: মুকুল, এম. আর., আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৭-৩৮

www.pathagar.com

মধ্যে ২১৮ জন অবাঙালী। ১৮৬৩ সনে যেখানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পরীক্ষার্থী ছিলো মাত্র ৬ জন, ১৮৮১ সনে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪২৩ জনে। এর মধ্যে ৩৪৪ জনই ছিল-বাঙালী বর্ণ হিন্দু বাবুরা![৭২]

এই সময়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড, মনমানসিকতা ও চিন্তাধারা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেনঃ "হিন্দু সমাজের উদারতা ও সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের পুনরুভ্যুত্থান আন্দোলনে পরিণত হলো। হিন্দু প্রীতি ক্রমে হিন্দুত্ব প্রীতির ভিতর দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হলো। রামমোহন, ইয়ং- বেংগল, বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের যুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেল. . . ।[৭৩]

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক নাগাদ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষিত বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা যখন একদিকে বঙ্কিম, ভূদেব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের রিভাইভালিজমের মাধ্যমে উপমহাদেশের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এসেছেন এবং অন্যদিকে প্রাক্তন আই.সি. এস. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে নানা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে আবদার করতে শুরু করেছেন; সে সময় এদের মধ্যে বিরাজমান মন-মানসিকতা সম্পর্কে পশ্চিম বংলার বিশিষ্ট গবেষক সুপ্রকাশ রায়ের পরিচ্ছন্ন বক্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন: . . . ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দেয়া ভূমিস্বত্বের অধিকার বলে জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী (বর্ণহিন্দু) একদিকে কৃষক শোষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং অপরদিকে ইংরেজ সৃষ্ট নতুন সমাজের নেতৃত্ব লাভের জন্যই তাহাদের তথাকথিত রিনাসান্স আন্দোলন আড়ষ্ট-করিয়াছিল। এই "রিনাসান্স" আন্দোলন হইতেই শিক্ষিত "ভদ্রবেশী" হিসাবে মধ্যশ্রেণী নতুনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কেরানী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে যে ব্যয়বহুল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল, জমিদার

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮

৭৩. দ্র: বাংলার বিদ্বৎসমাজ, প্রকাশ ভবন, মার্চ ১৯৭৮,কলিকাতা

www.pathagar.com

শ্রেণীর সহিত মধ্যশ্রেণীও প্রাণপণে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীতে পরিণত হয়। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে এই ইংরেজী শিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেক্‌লে (১৮০০-১৮৫৯ খৃ:)। . . . তাঁহার লক্ষ্য ছিল, এদেশে এরূপ ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি করা, যে শ্রেণীটি উহার উন্নত ইংরেজী শিক্ষার গুণে ভারতবর্ষকে নহে, ইংল্যান্ডকে "স্বদেশ" ও ইংরেজদের পরামাত্মীয় বলিয়া মনে করিবে এবং কোন কালেই ইংরেজ শাসনের বিরোধী হইবে না। মেক্‌লের এই উদ্দেশ্য যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রত্যেকটি কৃষক-বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) ও নীল-বিদ্রোহের সময় কৃষকদের সংগ্রামের প্রতি মধ্যশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল সমর্থন হইতে। . . . ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বিহার ও বঙ্গদেশের উপর দিয়া কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গণসংগ্রামের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের শাসনকে ভগবানের আশীর্বাদ রূপে বরণ করিয়া ইংরেজী শিক্ষাদানের ভিত্তিতে নিজেদের নতুনভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং নতুন সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন এই সাহিত্য সৃষ্টি কার্যের প্রধান নায়ক এবং সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মধ্যশ্রেণীর (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী) এই "রিনাসান্স" পূর্ণ বিকশিত রূপ গ্রহণ করিল। . . . রিনাসান্সের মধ্য দিয়েই ভারতের "জাতীয় আন্দোলন"-এর আরম্ভ। . . . ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা ও আপসের নীতি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের "রিনাসান্স" আন্দোলনের অন্যতম অবদান। এই নীতিই রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর (হিন্দু) জাতীয়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক ইংরেজ" শাসনের মহিমা কীর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল।[৭৪]

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বঙ্গীয় এলাকা শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা যে কিরূপ ছিল, তা বর্ণনা প্রসঙ্গে ডক্টর আনিসুজ্জামান বলেনঃ উনিশ শতকের শুরু থেকেই হিন্দু-সমাজের সংস্কার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক

৭৪. দ্র: ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮০, কলিকাতা

www.pathagar.com

বিকাশের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এই কর্মপ্রচেষ্টা ও ভাবধারা পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে যখন যুক্ত হলো বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা ও অভাব-সংকটের তাড়ন, তখন সূচনা হলো রাজনৈতিক আন্দোলনের।[৭৫]

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানা গেল যে, রাজ্যহারা মুসলমানরা বঙ্গীয় এলাকায় ইংরেজ ও হিন্দুদের যৌথ রোষানলে পড়ে কিভাবে তিলে-তিলে অধোগতির দিকে অতি দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল এবং মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধান বঙ্গীয় এলাকায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যখন ব্রিটিশ বেনিয়াদের কারসাজিতে বাঙালী মুসলমানরা প্রশাসনের সুউচ্চ পদগুলো থেকে বিতাড়িত হলো, তখন ইংরেজদের তল্পীবাহী সম্পূরক শক্তি হিসেবে, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, নব্য-সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী; সে সব পদ দখল করলো। ফলে, রাজার জাতির ভাগ্যে তখন জুটলো কেবল অফিসের দফতরী, বেয়ারা, পিয়ন ও ড্রাইভারের চাকরি।

৭৫. দ্র: মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৪, ঢাকা

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

# বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

## বঙ্গভঙ্গ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## (১৯০৫-১৯২১ সন)

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ ছিল। কলা, বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগুলোর নাম হলো ঃ ১. ইংরেজী, ২. সংস্কৃত ও বাংলা, ৩. আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ, ৪. ফার্সী ও উর্দু, ৫. ইতিহাস, ৬. অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ৭. দর্শন, ৮. গণিত, ৯. পদার্থবিদ্যা, ১০. রসায়ন, ১১. আইন এবং ১২. শিক্ষা। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬০ জন। এর মধ্যে ২৮ জন ছিলেন কলা অনুষদের, ১৭ জন বিজ্ঞানের এবং ১৫ জন আইনের।[১]

কোন প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তা আমাদের অনেকের জানা নেই। যে বিশ্ববিদ্যালয় "প্রাচ্যের অক্সফোর্ড" হিসেবে খ্যাত, তা প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং পরবর্তীকালে বাংলার মুসলিম চেতনায় এর অবদানের কিছু কথা আলোচনার উদ্দেশ্যে এ নিবন্ধের অবতারণা। আর এটা জানার জন্য তৎকালীন উপমহাদেশের ইতিহাসের কিছু কথা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল থেকেই (১৫৪২-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গীয় এলাকা রাজনৈতিকভাবে উত্তর ভারতীয় এলাকাসহ এক বৃহত্তর অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সমগ্র বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে গঠিত এলাকাকেই প্রধানতঃ বঙ্গীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তাই মুসলিম সম্রাট ও নবাবদের

---

১. দ্র: D.U. Calendar, 1921-24,P. viii; D.U. Annual Report, 1921-22.

www.pathagar.com

আমলে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলিমদের নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ- মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের।[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান প্রদত্ত ফরমান হতে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আগমন হলে এক শ্রেণীর নিম্নবর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণ কোম্পানীর এজেন্ট বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি হিসেবে সর্বপ্রথম চাকরি করার সুযোগ পায়। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মাত্র ১৬ হাজার টাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর–এ তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করে এবং পরে ফোর্ট ইউলিয়াম দুর্গ স্থাপনের মাধ্যমে কলকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন হলে ইংরেজদের কেন্দ্র করেই বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। ১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের এবং ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হলে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা উভয় জায়গায়ই বর্ণহিন্দু জমিদার, সরকারী কর্মচারী এবং সুবর্ণ শ্রেণীর ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে।[৩]

এটা অতি বাস্তব সত্য যে, উপমহাদেশের গত এক শতাব্দীর ইতিহাসে এমন তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা খুবই চাঞ্চল্যকর। এগুলো হচ্ছে ঃ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারত ভেঙে পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের ফলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীন পতাকা-রক্তরাঙা লাল সূর্য।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সর্বপ্রথম কিভাবে উত্থাপিত হয়েছিলো, সে সম্পর্কে অধ্যাপক এম. কে. ইউ মোল্লার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ২৫ নভেম্বর আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত পত্রে সর্বপ্রথম আসামের সংগে ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম এলাকাকে সংযুক্তির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। সার উইলিয়াম এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, এর ফলে আসামের জন্য একটি পৃথক সিভিল সার্ভিস গঠন করা ছাড়াও প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত প্রদেশ অচিরেই খুবই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশে পরিণত হবে।[৪]

---

২. দ্র: মুকুল ; এম. আর. আখতার; কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী; সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৭ ঢাকা, পৃ. ১১৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৪. দ্র: "দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম", ঢাকা।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, এ ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার আগেই ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতার উচ্চ মহলে এ প্রশ্নে বাদানুবাদ শুরু হয়। ফলে, কলকাতার "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ১৮৯২ সনের ৯ এপ্রিল সংখ্যায় এবং "ঢাকা গেজেট" পত্রিকার ১৮ই এপ্রিল (১৮৯২) সংখ্যায় এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, "বাংলা প্রেসিডেন্সীর আর কোন এলাকাকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা এর ফলে চট্টগ্রাম এলাকার (ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রশ্ন অজানা ছিলো) জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে।"[৫]

এ প্রেক্ষাপটে আরো দেখা যায় যে, পদচ্যুত প্রাক্তন আই.সি.এস. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে সভাপতি হিসেবে ১৮৯৬ সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কাছে এ ব্যাপারে এক লিখিত প্রতিবাদ দাখিল করেন। এই বিরোধিতার পেছনে মূল কারণ ছিল একটি এবং তা হলো, পূর্ববঙ্গীয় এলাকায় অবস্থিত বর্ণহিন্দুদের জমিদারীর স্বার্থ।[৬]

এ সময়ে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে আসামে নয়া চীফ কমিশনার হিসেবে "স্যার হেনরী জন স্টেডমান কটনের" আগমন হলে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। হেনরী কটন প্রকারান্তরে হিন্দুদের মতামতকে প্রাধান্য দেন। হিন্দুদের প্রিয়ভাজন এই লোকটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ছয় বছরকাল আসামের চীফ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উপমহাদেশের ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন "জর্জ ন্যাথনিয়াল কার্জন" (১৮৫৯-১৯২৫)।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, "বঙ্গভঙ্গ' চিন্তার উদ্‌গাতা আসলে লর্ড কার্জন ছিলেন না। যে ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীর মাথায় সর্বপ্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল, তাঁর নাম স্যার এ্যানড্রু হেন্ডারসন ফ্রেসার (১৮৪৮-১৯১৯)। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেসার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি ১৮৭১ থেকে ১৮৯৮ সন পর্যন্ত এক নাগাড়ে ২৭ বছর মধ্য প্রদেশে

৫. দ্র: 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা, ১৮৯২ সনের ৯ই এপ্রিল সংখ্যা ও 'ঢাকা গেজেট' পত্রিকা, ১৮৯২ সনের ১৮ই এপ্রিল সংখ্যা।

৬. দ্র: মুকুল ; এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩

www.pathagar.com

চাকরির পর কিছুদিন কলকাতাস্থ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন এবং একই বছর (১৮৯৮) মধ্যপ্রদেশে চীফ কমিশনারের দায়িত্ব লাভ করেন। পরে ১৯০৩ সনে হেণ্ডারসন ফ্রেসার গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের অধীনে বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর লেফনেটেন্যান্ট গভর্নর পদে অধিষ্টিত হন।[৭]

তৎকালীন ভারতের বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিক 'টাইম্‌স অব ইন্ডিয়ার' অন্যতম সহকারী সম্পাদক (১৯০৭-১৯২২), পরবর্তীতে প্রধান সম্পাদক ল্যোভাট ফ্রেসার, তাঁর রচিত "ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এণ্ড আফ্‌টার" গ্রন্থে এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, "১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার হিসেবে স্যার এনড্রু ফ্রেসার সম্বলপুর জেলার কোর্টের ভাষা ওড়িয়ার পরিবর্তে হিন্দী করার অনুমতি চেয়ে গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে তিনি প্রসঙ্গত সুপারিশ করেছিলেন যে, প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। কিন্তু সরকারের তৎকালীন কৃষি সচিব বি. ফুলার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব জে. জি. হেওয়েট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা করে ফাইলে নোট দেন।[৮]

এই ফাইল সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে ল্যোভাট ফ্রেসার তাঁর রচিত "ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এন্ড আফ্‌টার" গ্রন্থে এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, "এই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটি নোটসহকারে গভর্নর জেনারেলের টেবিলে উপস্থিত হতে প্রায় ১৪ মাসের প্রয়োজন হওয়ায় লর্ড কার্জন কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইতোমধ্যে ইংরেজ ভারতের আওতায় বেরার অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হলে, সব কটি ইংরেজ শাসিত প্রদেশের সীমানা পুনঃ নির্ধারণের লক্ষ্য জরুরী আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। ফলে সে সময় এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এ্যান্ড্রু ফ্রেসার প্রদেশগুলোর সীমানা পুনঃ নির্ধারণকালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে বিভক্ত করার পক্ষে যৌক্তিকতা সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেন।[৯]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৮. দ্রষ্টব্য ঃ 'কার্জন কালেকশন, খণ্ড ২৪৭

৯. দ্রষ্টব্য ঃ 'ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এন্ড আফটার' গ্রন্থ

www.pathagar.com

এই উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে লেঃ গভর্নর ফ্রেসার-এর লিখিত নোট এবং আলোচ্য সম্মেলনে উপস্থিত উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাদের বক্তব্য গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের চিন্তাধারাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ফলে, তিনি ১৯০২ সালের ২৪শে মে তারিখে লন্ডনে ভারত সচিব লর্ড জর্জ ফ্রান্সিস হ্যামিলটনের (১৮৪৫-১৯২৭) নিকট প্রতিবেদনে একটা পরিচ্ছন্ন অবয়বে বঙ্গভঙ্গের বাস্তব প্রস্তাব পেশ করেন।

এরই ফলে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিসলে ১৯০৩ সালে ৩রা ডিসেম্বর বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বের প্রাদেশিক সরকারের কাছে সেই বিখ্যাত পত্র নং ৩৬৭৮ পাঠান। এ পত্রেই ইংরেজ শাসিত প্রদেশগুলোর সীমানা পুনঃ নির্ধারণ ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা বলা হয়। আলোচ্য পত্রে সামগ্রিক বিষয়ের প্রেক্ষিত বর্ণনা করা ছাড়াও প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের চিত্রও উপস্থাপিত করা হয়। পত্রে যে সব বিষয়ের অবতারণা করা হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ

ক. মাদ্রাজের উড়িষ্যা ভাষী এলাকা বাংলার সংগে সংযুক্ত করা হবে।

খ. ছোট নাগপুরের বিরাট অংশ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

গ. চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর লোকসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন থেকে সাড়ে ৬০ মিলিয়নে হ্রাস পাবে এবং বেঙ্গলের ২৪,৮৮৪ বর্গমাইল এলাকা আসাম প্রদেশের আওতাভুক্ত হবে। উপরন্তু প্রায় ৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশ চট্টগ্রামের মত একটি বন্দরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং আসামের প্রশাসনের জন্য একটি পৃথক সার্ভিস চালু করা সম্ভব হবে।[১০]

ইংরেজ শাকগোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের যুগান্তকারী এ প্রস্তাব কার্যকর করার আগেই কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু জমিদার, বুদ্ধিজীবী এবং মধ্য শ্রেণীর মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরেছিলো। সে আমলে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিস্‌লে কলকাতার বর্ণ-হিন্দুদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন, তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

১০. দ্রষ্টব্য ঃ স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিস্‌লের ১৯০৩ সনের ৩রা ডিসেম্বরের ৩৬৭৮ নং পত্র

www.pathagar.com

"বিক্রমপুরের 'বাবুগণ' এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে, অধঃস্তন সরকারি চাকরিতে তাঁদের এতদিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হলো, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু'পারেই যে সব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে, তাঁদের দু'সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগ করতে হবে। ভাগ্যকুলের রায়েরা, কোলকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা–এজন্য ভীত হয়েছে যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্যপথ খোলা হবে; কোলকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয়, শেষ পর্যন্ত কোলকাতা হাইকোর্টের ইখতিয়ার অনেকটা হ্রাস পাবে; চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন; আর কংগ্রেস রাজনীতিতে কোলকাতা এবং বাংলার (বর্ণহিন্দুদের) ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকল্পিত আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"[১১]

এখানে সংগত কারণে উল্লেখ্য যে, অদ্যাবধি বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের গবেষক ও ইতিহাসবিদরা যত মূল্যবান প্রতিবেদন ও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সে আমলে ১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় বর্ণহিন্দু জমিদার গোষ্ঠী। যদিও এঁরা আদতে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদার ছিলেন, তবুও নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে একমাত্র বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটি এঁরা মেনে নিতে পারেন নি।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক ডঃ সুমিত সরকারের বক্তব্য উল্লেখ্য। তিনি লিখেছেন ঃ এ সময় কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী বংলার লেঃ গভর্নর স্যার এ্যানড্রু হেন্ডারসন লিথ্ ফ্রেসারের (১৮৪৮-১৯১৯) সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেন। তখন বঙ্গভঙ্গের ফলে তাঁর জমিদারি একাংশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে এবং অপর অংশ বাংলা ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। নন্দী মহাশয়ের কণ্ঠে তীব্র অভিমানের সুর। তিনি বলেন ঃ আমার জমিদারীর একাংশের জন্য, যদি লেঃ গর্ভনর-এর রাজস্ব দপ্তর ঢাকায় স্থিত থাকে, তাহলে সেখানে আমাকে একদল মুহুরি রাখতে হবে, আবার কলকাতায়ও রাখতে হবে।[১২]

১১. দ্রষ্টব্য ঃ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিসলের ১৯০৪ সনের ৭ ফেব্রুয়ারীর রিপোর্ট

১২. দ্রষ্টব্য ঃ "দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল", পৃষ্ঠা ৪২, ১৯৭৩

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার মার্কসীয় গবেষক এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের (জন্ম ৩রা নভেম্বর, ১৯২০) মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন ঃ "বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গতি ও শক্তি সঞ্চার করে। ... জমিদার শ্রেণী ... যাদের পুরাতন ও নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারী ছিল ... এই ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তারা এ পর্যন্ত যে লাভবান হয়ে আসছিলেন, বাংলা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। কারণ, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ববাংলা সংযুক্ত হলে, পূর্ববাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। ... অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে এইসব ভাবনা যুক্ত হয়ে কোন কোন জমিদারকে, বিশেষ করে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীকে, স্বদেশী আন্দোলনে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য হলেও অগ্রচারীর ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করে। জনশ্রুতি যে, তাঁরা বিপ্লবীদেরও অর্থ সাহায্য করতেন।"[১৩]

### বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু জমিদারদের ভূমিকা

উল্লেখ্য যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য হিন্দু জমিদাররা বিপুল অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এ ব্যাপারে ১৯০৬ সালের বেঙ্গল পুলিশ রিপোর্ট-এ যাঁদের নাম দেখা যায়, তারা হলেন ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১. মহারাজা সূর্যকান্ত | ঃ | ১০ হাজার টাকা। |
| ২. মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী | ঃ | ৫ হাজার টাকা। |
| ৩. মহারাজা টি. পালিত | ঃ | ৫ হাজার টাকা। |
| ৪. মহারাজা গণকী রায় | ঃ | ৫ হাজার টাকা। |
| ৫. গজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ঃ | ৫ হাজার টাকা। |
| ৬. সন্তোষ বাদ্রার্স | ঃ | ৩ হাজার টাকা। |

১৩. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুল ; এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

www.pathagar.com

৭. দিঘাপাতিয়ার মহারাজ ঃ ২ ১/২ হাজার টাকা।

৮. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ১ হাজার টাকা।

৯. নাটোরের মহারাজা ঃ ১ হাজার টাকা।[১৪]

"বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের চাকরির সম্ভাবনা ও পরিধি যে সঙ্কুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশঙ্কায় হিন্দুরা শংকিত হয়ে পড়েছিল। কারণ আইন ব্যবসায়, সরকারি চাকরি, শিক্ষাক্ষেত্র ইত্যাদি ইতোমধ্যে জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে দ্রব্যমূল্য ছিল অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির পথে। সুতরাং বেকারত্বের ভয় বাস্তব"–বক্তব্যটি ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের।[১৫]

এখানে স্মর্তব্য যে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাস্তবে ১৯০২ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে প্রকাশ্যেই কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল এবং এ সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণের তথ্যাদিও পত্র-পত্রিকায় বের হচ্ছিল। ফলে, আলোচ্য সময়ে একদিকে যেমন গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ সফর করে উন্নত ধরনের প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বক্তৃতা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ এবং পূর্ববঙ্গীয় জমিদারগোষ্ঠী এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯০৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী লর্ড কার্জন ঢাকায় আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতাকালে বলেন ঃ বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হলে জনসাধারণ ব্যাপক সুবিধা অর্জন করবে। কেননা প্রশাসনের নিকটবর্তী হয়ে জনসাধারণ নিশ্চিতভাবে লাভবান হবে। নয়া প্রদেশের জন্য একজন লেঃ গভর্নর ছাড়াও আলাদা ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজস্ব কর্তৃত্ব গঠিত হবে। এই সময় ঢাকায় অবস্থানকালে লর্ড কার্জনের সঙ্গে নবাব সলিমুল্লাহর এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পর নবাব সলিমুল্লাহ প্রকাশ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

এই জনসভার দু'দিন পরে ১৯০৫ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী লর্ড কার্জন ময়মনসিংহের এক জনসভায় বলেন ঃ আমি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এ মর্মে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনাদের এলাকায় একটি উন্নত ধরনের সরকারী প্রশাসন চালু করাই হচ্ছে এর (বঙ্গভঙ্গের) একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলা তথা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সরকারি প্রশাসন চালু করাই হচ্ছে মঙ্গলজনক।[১৬]

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

১৫. দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃ. ১২১-১২৩, কলকাতা ১৯৮২

১৬. দ্রষ্টব্য ঃ 'স্পিচেস বাই কার্জন', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের লক্ষ্যে লর্ড কার্জন আনুষ্ঠানিকভাবে যে প্রস্তাব লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন, তাতে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে গঠিত প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম ছিলো "উত্তর-পূর্ব প্রদেশ"। ব্রিটিশ সরকার লর্ড কার্জনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেও নয়া প্রদেশের নামকরণ অনুমোদন করেনি। তৎকালীন ভারত সচিব বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাভের পর এ সম্পর্কিত যে সরকারি তারবার্তা গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে প্রেরিত এ তারবার্তায় বলা হয় ঃ একটি বিষয়ে আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, নয়া প্রদেশের নামকরণে "আসাম" শব্দ না থাকলে, আসামের চা শিল্পে লিপ্ত প্রতিনিধিরা যথাযথভাবেই আপত্তি উত্থাপন করবে। কেননা, বাজারে যেসব ভারতীয় চা বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে 'আসাম চা' হচ্ছে এক নম্বরে। সুতরাং নয়া প্রদেশ গঠনকালে "আসাম" নামটির বিলুপ্তি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। এ প্রেক্ষিতে আমার ধারণায় নয়া প্রদেশের নাম "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" হওয়া যথাযথ হবে।[১৭]

লর্ড কার্জন ভারত সচিবের এ তারবার্তা প্রাপ্তির পর হিন্দু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও জমিদারদের তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গভঙ্গ করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' সৃষ্টির ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন। এই নয়া প্রদেশের নতুন গভর্নর হলেন আসামের চীফ কমিশনার স্যার জোসেফ ব্যাম্পফিলডার ফুলার (১৮৫৪-১৯৩৫), এবং এই নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হলো ঢাকা শহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে থেকে যে রাস্তাটি বৃটিশ কাউন্সিলের দিকে গিয়েছে, বিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর ফুলারের স্মৃতি হিসেবে আজো এর নাম "ফুলার রোড।"

উল্লেখ্য, অবিভক্ত বাংলার যে ১৪টি জেলা ও ২টি দেশীয় রাজ্য নয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হলো, তা হচ্ছে ঃ ১. চট্টগ্রাম,২. নোয়াখালী, ৩. বাকেরগঞ্জ, ৪. ফরিদপুর, ৫. ত্রিপুরা, ৬. ঢাকা, ৭. ময়মনসিংহ, ৮. পাবনা, ৯. বগুড়া, ১০. রাজশাহী, ১১. মালদহ, ১২. দিনারপুর, ১৩. রংপুর,১৪. জলপাইগুড়ি ১৫. কুচবিচার ও১৬. পার্বত্য ত্রিপুরা।[১৮]

---

১৭. দ্রষ্টব্য ঃ কার্জন কালেকশন, ভল্যুম ১৭৫

১৮. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুল ; এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

www.pathagar.com

## বঙ্গভঙ্গ ও হিন্দু প্রতিক্রিয়া

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের" সৃষ্টি হলে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হন। কারণ তারা দেড় শতাধিক বছর ধরে ইংরেজ শাসকদের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে উপমহাদেশে সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে একটা পরিপক্ব সম্পূরক শক্তি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলেছিল। নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে তারা সর্বশক্তি নিয়ে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাদের এই মানসিকতার পরিচয়ের জন্য প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃতিটি পেশ করা হলো ঃ "…. বাঙালী জাতির (বর্ণহিন্দু) মনে তীব্র ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশ পেলো। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র আন্দোলন প্রসার লাভ করলো। ৬ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেংগলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে "এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়" বলে মন্তব্য করা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকা লিখলো, "গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালী জাতি (বর্ণহিন্দু) এই রকম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়নি।"[১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গ আসামের সংগে যুক্ত হওয়ার পরেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। উপরন্তু তখনো ইংরেজ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতায়ই। এ সত্ত্বেও হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেনি।

বস্তুত হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গবিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাতে দু' ধরনের চিন্তার অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল। এর প্রথমটি হচ্ছে রাজনৈতিক চিন্তাধারা। সে আমলে এই চিন্তার বহিঃপ্রকাশকে বলা হতো "স্বদেশী"। আর দ্বিতীয়টি এ দেশের উঠতি পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিলাতী পণ্য বর্জন। আন্দোলনের এই অংশের নামকরণ হয়েছিলো "বয়কট"।[২০]

যিনি সর্বপ্রথম 'স্বদেশী' আন্দোলন ও 'বয়কট' কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করে 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলনকে আরো তীব্র করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার মিত্র। ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় প্রথম বারের মত 'বয়কট' পরিকল্পনা প্রচার করেন। অবিভক্ত

১৯. দ্রষ্টব্য ঃ আধুনিক ভারত, ১ম খণ্ড ;

২০. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুল ; এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

www.pathagar.com

বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় বাঙালী বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'বয়কট' আন্দোলনের তাৎক্ষণিক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে, সুরেন্দনাথ ব্যানার্জী থেকে শুরু করে মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), আনন্দ্রমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ বহু নামী ব্যক্তিত্ব এ আদর্শ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এরই প্রেক্ষিতে মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে ১৯০৫ সালের ১৭ই জুলাই বাগেরহাটে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সর্বপ্রথম বিলাতী পণ্য বর্জন সম্পর্কিত 'বয়কট' প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ঘোষিত হয় ঃ "যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হবে, ততদিন ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রী বর্জন করা হোক।" দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেশবাসীর কাছে এ মর্মে আহ্বান জানানো হয় যে, "বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে পরবর্তী ছ' মাসের জন্য সমস্ত রকমের আনন্দানুষ্ঠান এবং উৎসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ বন্ধ করা হোক।" এ সময় কলকাতার রিপণ কলেজে দু'দিনব্যাপী (১৭ ও ১৮ই জুলাই) ছাত্র সমাবেশে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। উত্তেজিত বক্তারা এই প্রথম বৃটিশ পণ্য পোড়াবার কথাও উচ্চারণ করেন। এই ছাত্র সমাবেশে একটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[২১]

একই বছর ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দিনাজপুরে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ। এ সভায় গৃহীত অতিরিক্ত ২টি প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'আগামী এক বছর কাল জাতীয় শোক পালিত হবে' এবং 'জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সমস্ত সদস্য পদত্যাগ করবেন।'[২২]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এ সময় মফঃস্বল এলাকায় কত দূর ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বিশিষ্ট গবেষক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের বক্তব্য থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ তবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কোলকাতা যখন তপ্ত বাক্য উচ্চারণে ছিল নিবিষ্ট, মফঃস্বল বাংলায় তখন সৃষ্টি হচ্ছিল ইতিহাস। সেখানে, যেমন বরিশালে, কার্জনের কুশ-পুত্তলিকা দাহ করা হয়, আয়োজন হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের, অযুত কণ্ঠে যুদ্ধমন্ত্রের মত 'বন্দে মাতরম', বিভক্ত বাংলা পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পও গ্রহণ করা হয়।[২৩]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৫

২৩. দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা ১২৫, উচ্চারণ, কলকাতা

www.pathagar.com

স্বদেশী আন্দোলন অশ্বিনী কুমার দত্তের (১৮৫৬-১৯২৩)-এর ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসপন্থী গবেষক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার সংগে সংগেই অশ্বিনী কুমার এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর জনপ্রিয়তার ফলে এই আন্দোলন বরিশাল জেলায় যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছিল, সমস্ত বাংলায় আর কোথাও সে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সংঘটিত করে। অশ্বিনী কুমারের প্রচেষ্টায় বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন গণভিত্তিক সংগ্রামে পরিণত হয় এবং বরিশাল জেলা স্বদেশী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়।[২৪]

বরিশাল এলাকায় বঙ্গভবঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অশ্বিনী কুমার দত্তের সংগে চারণ কবি মুকুন্দ দাসও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ ব্যাপারে মুকুন্দ দাসের গানগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে গানটির জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, তার কয়েকটি লাইন নিম্নরূপ ঃ

"মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামনে চল,
সাহেবী চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দে মাতরম বাজাও ডঙ্কা,
জাগুক ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ
প্রেমময়ী প্রেম সলিলে।"[২৫]

## বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালী মুসলিম মানসিকতা

ইতিহাসের এ ধরনের এক চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে বাঙালী মুসলমানদের মনমানসিকতা ও কর্মকাণ্ডের আলোচনা একান্ত অপরিহার্য। প্রাপ্ত নথিপত্রের আলোকেও উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হওয়ায় সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয়েছিলো। কেননা, এর ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক

২৪. দ্রষ্টব্য ঃ আধুনিক ভারত, ১ম খণ্ড
২৫. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুন্দ দাস, 'মাতৃপূজা' যাত্রা-নাটক

www.pathagar.com

দুর্গতির কিছুটা লাঘব হওয়া ছাড়াও এ দেশীয় বাঙালী মুসলিম মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারা দ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। এজন্যই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঢাকা "মোহামেডান প্রভিন্সিয়্যাল ইউনিয়ন" নামে একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।[২৬] নয়া প্রদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশই ছিলো এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলমানও নয়া প্রদেশ গঠনের প্রতি সমর্থন দান করে।

এ সময় কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের সর্বাত্মক বিরোধিতার মুকাবিলায় বাঙালী মুসলমান শিক্ষিত সমাজ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে ১৯০৬ সালের ২৫শে নভেম্বর কলকাতার ৫১ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটে "মোহামেডান ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন" বা "মুসলিম সতর্ক প্রহরা সমিতি" গঠন করে। নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম যথাক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ঃ সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের দুঃখজনক প্রভাবকে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের আইনসংগত উপায়ে প্রতিরোধ করা।[২৭]

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে সামগ্রিকভাবে বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারা কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে গবেষক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "... এছাড়া কোলকাতার 'মোহামেডান সাহিত্য সভা' বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানালেন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম ও আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনগণের মনেও এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন "ইসলাম প্রচার", "মিহির", "সুধাকার" ও "হাফেয"- এ মুসলমান লেখকরা বলতে শুরু করলেন যে, তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, তা উগ্রভাবে ইসলামবিরোধী। ... কিন্তু সাধারণ মুসলমান কৃষিজীবী সম্প্রদায় কেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিমুখ হলেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে,

২৬. দ্রষ্টব্য ঃ দি মুসলিম ক্রনিকল, ২১ শে অক্টোবর, ১৯০৫

২৭. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুল ; এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৩

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ও ভূ-স্বামীগণ ছিলেন হিন্দু এবং তাঁরাই স্বদেশী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান প্রজা অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে তাদের ভূ-সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় হিন্দু-জমিদারগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ... অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। ১৯০৬-৭ সালে জামালপুরে মুসলমান প্রজাগণ হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন।"[২৮]

মুসলিম প্রতিরোধের এ প্রেক্ষাপটে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুদের আচরণে বিক্ষুব্ধচিত্তে লিখলেন ঃ "মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে নিয়মিত অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, ম্লেচ্ছর অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।"[২৯]

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট জানা গেল যে, পূর্ববঙ্গ জমিদারদের বল্গাহীন শোষণের মুকাবিলায় বিপুল-সংখ্যক মুসলিম কৃষক সমাজ বঙ্গভঙ্গের মাঝেই তাদের কিছুটা মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছিল। ফলে, তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করেছিলো। এর পাশাপাশি সদ্য ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন্ প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, তা-ও জানা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিল্প, বাণিজ্য এবং যাতায়াতের ভয়াবহ দুরবস্থার কথা বিস্তারিত আলোচনা না করে, শুধুমাত্র সংক্ষেপে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালের পরিসংখ্যান এখানে প্রদত্ত হলোঃ

**কলেজের সংখ্যা ঃ** পূর্ববঙ্গ ও আসাম–১১টি এবং অবশিষ্ট বঙ্গে ২৬টি, এম. এ. পর্যন্ত পড়ার কলেজ ঃ পূর্ববঙ্গ ও আসাম–শূন্যে এবং অবশিষ্ট বঙ্গে ৩টি, মেয়েদের হাইস্কুল ঃ পূর্ববঙ্গে–৩টি, অবশিষ্ট বঙ্গে জানা যায়নি। আসামে–শূন্য।[৩০]

২৮. দ্রষ্টব্য ঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত, ১ম খণ্ড

২৯. দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী ১২, পৃষ্ঠা ৯০৫-৯১৫

৩০. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুল, এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১০

www.pathagar.com

চাকরির ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও ১৯০৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের নিকট কলকাতার পুলিশের আই.জি-র নিকট প্রেরিত এক পত্রে দেখা যায় যে, এই নব-গঠিত প্রদেশের সমগ্র পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টরের পদে হিন্দুদের সংখ্যা যেখানে শতকরা ৯২.৬% ভাগ, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৭.৪% ভাগ। অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, নয়া প্রদেশের সর্ববৃহৎ ময়মনসিংহ জেলায় যেখানে মাত্র শতকরা ৭১.৩৬% ভাগ মুসলমান, সেখানে মাত্র শতকরা ৯.৪% ভাগ পদে মুসলিম কর্মচারী রয়েছে। বাকী সবাই অমুসলিম।[৩১]

এ ধরনের এক চরম নৈরাজ্যকর ঐতিহাসিক পটভূমিতে সদ্য ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের সমর্থনের হাত সম্প্রসারিত করেছিলো, তা বলার অবকাশ রাখে না। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নতুন সরকারি সিদ্ধান্তে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হয়ে পুনরায় 'যুক্ত বাংলা' ঘোষিত হয়।

## বঙ্গভঙ্গ রদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া

এক্ষণে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি প্রশ্নের অবতারণা প্রাসংগিক বলে মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ভাষাভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠী স্বার্থে পর্দার অন্তরালে যে সব অর্থবহ ঘটনা এ উপমহাদেশে সংঘটিত হয়েছে, সে সবের উপর কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে যখন ৩৫ সদস্যের উত্তর ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর (১৯০৫-১৯১০) সমীপে উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে যায়, তখন "বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী করা"র বিষয়টি কেন অন্তর্ভুক্ত হলো না? এবং কেনই বা বড়লাটের সঙ্গে আলোচনাকালে বাঙালী মুসলমানদের মূল দাবি বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গটি উত্তাপিত হয়নি?

বস্তুতঃ এ সময়কার প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্ণ-হিন্দুদের উদ্যোগে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং ময়মনসিংহের সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আগা খানের

৩১. দ্রষ্টব্য ঃ ইস্ট বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম জুডিশিয়াল প্রসিডিংস, ১৯০৬

www.pathagar.com

"দাবিপত্রে", "বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী" করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আগা খাঁর বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন ঃ এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙালী মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বিশেষত ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী এই দাবিপত্রের বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগা খাঁর বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।[৩২]

আগা খান এবং যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের 'বঙ্গভঙ্গ'-এর ঘোর বিরোধিতা করার কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে ঃ ইংরেজ ভারতের যে সব প্রদেশে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা সংখ্যালঘু রয়েছে, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই যুক্ত প্রদেশের নবাব ইমদাদুল মুল্‌ক এবং নবাব মোস্তাক হোসেন ভিকার-উল্‌-মুলকের খসড়া প্রস্তাব অনুসারে আলোচ্য 'দাবিপত্র" প্রণীত হয়েছিলো। এই দাবিকে একটা সর্বভারতীয় চরিত্রে দাঁড় করাবার জন্যই সেদিন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ১৮ মিলিয়ন মুসলমানের সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো।[৩৩]

মোদ্দাকথা এই যে, সেদিন এসব উর্দুভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন ছিল মুখ্য এবং নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগুরু[৩৪] বাঙালী মুসলমানদের স্বার্থ "বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী" করণের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত গৌণ। বাঙালী মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, সেদিন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ আর ময়মনসিংহের সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছাড়া জনস্বার্থে এ দাবি উত্থাপনের লক্ষ্যে আর কোন বিশিষ্ট নেতা সক্রিয় ছিলেন না।

---

৩২. দ্রষ্টব্য ঃ আধুনিক ভারত ; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮ ; কোলকাতা ১৯৮৩

৩৩. উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'হিন্দী' ভাষার মুকাবিলায় যুক্ত প্রদেশে ও বিহার অঞ্চলের মুসলমানদের মাতৃভাষা 'উর্দুকে' রক্ষা করার লক্ষ্যে আলোচ্য নেতৃবৃন্দ সেদিন এই মর্মে ধূলিঝড়ের সৃষ্টি করেছিলেন যে, বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের ভাষাও হচ্ছে উর্দু যার ফলে ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে 'রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন' সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে দর কষাকষির সময় বলতে সুবিধা হলো যে, ব্রিটিশ ভারতের ৬২ মিলিয়ন মুসলমানের উর্দু ভাষার জন্য রক্ষাকবচ চাই।

৩৪. ৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যার ১৮ মিলিয়ন ছিল মুসলমান

www.pathagar.com

বস্তুতঃ বাঙালী মুসলমানের পক্ষ থেকে সেদিন একথা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না যে, আগা খানের দাবিপত্রের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকলেও কেন্দ্রের কোটা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে স্থায়ীকরণই হচ্ছে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ 'বাঙালী মুসলমানদের' মূল দাবি এবং এ ব্যাপারে কোন আপোষ নেই। নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ স্থায়ী হলে প্রাদেশিক পর্যায়ে তো আর বাঙালী মুসলমানদের জন্য 'কোটার' প্রয়োজন হয় না। সে ক্ষেত্রে উপমহাদেশের রাজনীতি সেদিন একটা সুষ্ঠু অথচ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতো, এ কথা বলা যায়।

ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্ম হলেও এই প্রতিষ্ঠানের দাবি-দাওয়ার মধ্যে নবগঠিত বাঙালী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ স্থায়ীকরণের প্রশ্নটি একেবারেই অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, বরং সদ্য স্থাপিত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানটি যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, এ জন্যই আগাখানকে এর স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের প্রবর্তনে 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' সোপান রচিত হওয়ায় যে সব প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু, মূলতঃ তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হলেও বর্ণ-হিন্দুদের ক্রমাগত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মুকাবিলায় বাঙালী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কোন জোরদার ব্যবস্থাই গৃহীত হলো না। এরই জের হিসেবে লর্ড মিন্টোর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬) যখন ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ভারত সচিবকে সুপারিশ করলেন, তখন উপমহাদেশের অবাঙালী মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁদের গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার হওয়ায় আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করলেন না বলা যায়। আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগও মোটামুটিভাবে নীরব রইলো। আজ একথা চিন্তা করলে বিস্ময়কর মনে হয় যে, 'বঙ্গভঙ্গ রদ-' এর পক্ষে সুপারিশকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ব বাংলার মুসলিম জননেতা নবাব সলিমুল্লাহর সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বত্র ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের

www.pathagar.com

কোটার ব্যবস্থা করায় বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর তেমন কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। ফলে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নতুন সরকারী সিদ্ধান্ত (পুনরায় যুক্ত বাংলা) ঘোষিত হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমান সমাজের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান উচ্চ-বিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ায় তাদের মনে হতাশা দেখা দেয়।[৩৫] 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষিত হওয়ার ফলে উপমহাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত পট-পরিবর্তন হতে থাকে। এ ঘটনায় ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ 'হতভম্ব' হয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁর আস্থা বিনষ্ট হয় এবং "নিজ হাতে গড়া" এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আগ্রহে ভাটা পড়ে। এমনকি নবাব সলিমুল্লাহ ক্ষোভে ও দুঃখে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর "দিল্লী দরবার" চলাকালীন সময়ে তা পরিত্যাগ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, সেদিন সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ কোনরকম অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় যেখানে মুসলিম লীগের প্রতি নবাব সলিমুল্লাহর আগ্রহ কমেছিল; সেখানে মুসলিম লীগ থেকে আগা খাঁর সরে পড়ার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উত্তর প্রদেশের অবাঙালী মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থার লক্ষ্যে যে আগা খাঁ একদিন সিমলা ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দান করেছিলেন, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় আগা খাঁ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।

এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, সে সম্পর্কে ডঃ শীলা সেন-এর মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন ঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ... ঢাকার নবাব, আগা খাঁ প্রমুখ নেতবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে সরে এলেন এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবপন্ন তরুণ মুসলমান নেতারা মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। শীঘ্রই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতারা মুসলিম লীগ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন; এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী ওলামা সম্প্রদায় মুসলমান রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলেন। এইভাবে ক্রমশঃ মুসলিম লীগে নেতৃত্ব

৩৫. দ্রষ্টব্য ঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩

www.pathagar.com

ও সংগঠনের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা গেল, মুসলিম লীগে উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অবসান হলো এবং সাংগঠনিক ভিত্তি আরো সম্প্রসারিত হলো।[৩৬]

আলোচনা সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৎকালীন অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহের কথা বাদ দিলেও বর্তমান শতাব্দীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 'বঙ্গভঙ্গ-রদে'র ঘটনার ফলাফলগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসের 'বঙ্গভঙ্গ রদের' ঘোষণার পর দেশ-বিদেশে এ মর্মে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এর ফলে বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীর বিজয় সূচিত হয়েছিলো। এমনকি বহু পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত গ্রন্থেও এই বিজয়গাঁথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এতগুলো বছর পরে প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ বলে মনে হয়ঃ

১. ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী' করে 'বাংলা প্রেসিডেন্সীতে' এলাকা দেয়া হয়েছিলো যশোর-কুষ্টিয়া থেকে ছোট নাগপুর পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল, যার লোকসংখ্যা ছিল ৫৪ মিলিয়ন। কিন্তু ১৯১১ সালে ডিসেম্বরে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হলে "বাংলা প্রেসিডেন্সীর' আয়তন দাঁড়ালো চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত ৮৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার মতো। কারণ, ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষণাকালে উড়িষ্যা ও বিহার অঞ্চল কেটে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয় এবং এর রাজধানী স্থাপিত হয় পাটনায়।

২. ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী' হলে বাঙালী বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ এ মর্মে অভিযোগ করে যে, পুনর্গঠিত বাংলা প্রেসিডেন্সীতে অবাঙালীরা সংখ্যাগুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এরা বুঝতে পারলো না যে, ১৯১১ সালে যেভাবে বাংলাকে যুক্ত করে 'অবিভক্ত বাংলা' সৃষ্টি করা হলো, তাতে বাঙালী মুসলমানদের জনসংখ্যাই সংখ্যাগুরু হয়ে দাঁড়ালো।

৩. ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গে'র সময় ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতায়, কিন্তু 'বঙ্গভঙ্গ রদের' পর তা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকে ইংরেজ আমলের শুরু হিসেবে চিহ্নিত করলে ইংরেজদের মোট রাজত্বকাল হয় ১৯০ বছরের মতো। এর মধ্যে ১৫৪ বছর পর ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে, বাঙালী বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীরা রাজধানীর সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

৩৬. দ্রষ্টব্য ঃ মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল দিল্লী, ১৯৭৬

www.pathagar.com

৪. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার সময় পর্যন্ত ইংরেজ ভারতের সব রকমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতায় এবং রাজনীতিতে প্রধানতঃ নেতৃত্ব ছিল বাঙালী বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের "স্বদেশী আন্দোলন" চলাকালে সবার অলক্ষ্যেই অবাঙালী নওরোজী, তায়েবজী, গোখলে, তিলক, মেহতা, রানাডে, লাজপত ও সাভারকার প্রমুখের অভ্যুদয় হয়। ফলে, নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই যে ১৯১১ সালে বাঙালী বর্ণ-হিন্দুদের হস্তচ্যুত হলো, তা আজো পুনরুদ্ধার হয়নি।

৫. এ পর্যায়ে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঃ ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী' হওয়ার সময়ে ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাকালে টেবিলের একদিকে শেতাঙ্গ রাজপুরুষ এবং অন্যদিকে বাঙালী বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিদের দেখা যেত। কিন্তু ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্মের পর তা বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং তৃতীয় পক্ষের স্থান লাভ করে। ফলে, ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হলে এই 'তৃতীয় পক্ষ' কোটার রাজনীতি শুরু করে, যার ফলে ১৯১১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৬ বছরের মাথায় আলোচ্য "তৃতীয় পক্ষ" তৎকালীন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভক্ত বাংলাসহ পাকিস্তানের দাবি বাস্তবায়ন করে। তখন বাংলা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে বাঙালী বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীরা অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সীকে ভাগ করার দাবি উত্থাপন করেন। ফলে, বিভক্ত বাংলার শতকরা সাড়ে বাষট্টি ভাগ নিয়ে গঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান, যা আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত; আর বাকিটুকু হচ্ছে আজকের পশ্চিমবাংলা, যা স্বাধীন ভারতের একটা প্রদেশ মাত্র। অবাক লাগে যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" গঠনের আগেও যে বাংলা ফোর্ট ইউলিয়াম প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিলো ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল; ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তার আয়তন দাঁড়িয়েছে মাত্র ত্রিশ হাজার বর্গমাইলের মতো।[৩৭]

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সেই অবহেলিত বাঙালী জনগণ এখন স্বাধীন। তাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, আর রয়েছে এদের নিজস্ব পতাকা।

---

৩৭. দ্রষ্টব্য ঃ মুকুল ; এম. আর. আখতার ; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৭

www.pathagar.com

## প্রতিষ্ঠা

আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সময় এতে ছিল তিনটি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ। বর্তমানে এর অনুষদের সংখ্যা হলো সাতটি এবং বিভাগ ছিচল্লিশটি। কোন্ প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, উপরোক্ত আলোচনায় তার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯১১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে "বঙ্গভঙ্গ রদ"-এর নতুন সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তারা খুবই হতাশ হয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে মূলতঃ যে বিষয়টি ছিল, তা "ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি কমিশন রিপোর্ট, ১৯১৭", থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। সেখানে উল্লেখ আছে যে, "The chief determining factor in the decision of the Government to make Dacca the seat of a University was doubtless, the desire to accede to the demand for further facilities for the Muslim population who form a vast majority in Eastern Bengal.[৩৮]

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ১৯০৫ সালে "বঙ্গভঙ্গ" কার্যকর হওয়ায় এ অঞ্চলের বঞ্চিত ও অনুন্নত মুসলমানরা সামগ্রিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিল, যার ফলে তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন প্রদান করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, হিন্দুদের ক্রমাগত "বঙ্গভঙ্গ বিরোধী" আন্দোলন এবং তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের "বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী" করণের দাবির প্রতি অনীহা–১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নতুন সরকারী সিদ্ধান্তে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হয়ে পুনরায় 'যুক্ত বাংলা' ঘোষিত হয়। ফলে, বাংলার মুসলমান সমাজের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। চতুর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের এ মনোভাব আঁচ করতে পেরে তাদের সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, তৎকালীন

৩৮. Calcutta University Commission Report, Vol. IV, pt. II, pp. 131-32.

www.pathagar.com

বাংলার গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড লিটন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'স্নাতক ডিগ্রী' প্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানের যে বক্তব্য রাখেন, গুরুত্বের কারণে তা হুবহু তুলে ধরছি। তিনি বলেন ঃ "It is no use recalling the days when Dacca had just ceased to be the capital of Eastern Bengal and when the late Sir Robert Nathan and his Committee were busy designing the University of Dacca as a splendid Imperial compensation."

উক্ত সভায় তিনি আরো বলেন ঃ "I have already stated in public that in my opinion this University is Dacca's greatest possession, and will do more than anything else to increase and spread the fame of Dacca beyond the limits of Bengal or even of India itself." [৩৯]

উপরোক্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, 'বঙ্গভঙ্গ রদের' ফলে পূর্ববাংলার ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়া এবং ক্ষতিপূরণের কিছু ব্যবস্থা করা মাত্র।

এখানে স্মর্তব্য যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার পূর্ববাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আগ্রহী থাকলেও বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ এ পথে সর্বদা বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলে, 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসাবে খ্যাত এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় লাগে। আলোচনার ক্রমধারা রক্ষার জন্য এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের" বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

## লর্ড হার্ডিঞ্জ ও মুসলিম প্রতিনিধি দল

১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে "দিল্লী দরবার" চলাকালীন সময়ে "বঙ্গভঙ্গ রদ" ঘোষিত হওয়ায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ 'হতভম্ব' হয়ে পড়েন। এ খবর পূর্ববাংলার শোষিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। কেননা, 'বঙ্গভঙ্গ' হওয়ার ফলে সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে (১৯০৫-১৯১১) তাদের মধ্যে সার্বিক যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, "দিল্লী দরবারের" এক ঘোষণায় তা কর্পূরের মত উবে যায়। মুসলমানরা নিজেদের

৩৯. Chanccellor's Convocation Address, 22nd February, 1923.

www.pathagar.com

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও তাহ্যীব-তমদ্দুন রক্ষার্থে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ভারত সরকারের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ববাংলার মুসলমানদের অসন্তুষ্টির ব্যাপার আঁচ করতে পেরে ঢাকায় চলে আসেন এবং মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল, ১৯১২ সনের ৩১ জানুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন ঃ যদি 'বঙ্গভঙ্গ রদ' রহিত না করা হয়, তবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সব দিক দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, 'বঙ্গভঙ্গের আগেও এ অঞ্চল ছিল অনুন্নত, অবহেলিত। বিশেষভাবে মুসলমানরা ছিল নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিগৃহীত। বঙ্গভঙ্গের পরে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা খুবই কল্যাণবহ। এমতাবস্থায়, আমাদের দাবি, কমপক্ষে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক।[৪০] জবাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন ঃ That the Government of India realised that education was the true salvation of the Muslims and that the Government of India, as an earnest of their intentions, would recommend to the Secretary of State the constitution of a University of Dacca. On 2nd February, 1912, a Communique was published stating the decision of the Government of India to recommend the constitution of a University at Dacca.[৪১]

মুসলিম নেতৃবৃন্দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এতে বাধার সৃষ্টি করেন হিন্দু নেতারা। তারা বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার জন্য বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রকাশ করতে থাকেন। এমনকি ১৯১২ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি হিন্দু প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে ঃ "The creation of a separate University at Dacca would be in the nature of 'an

৪০. দ্রষ্টব্য ঃ M.A. Rahim; The History of the University of Dacca. pp. 4-5

৪১. দ্রষ্টব্য ঃ C.U. Commission Report, Vol. IV, Rt. II, p. 133

www.pathagar.com

internal partition of Bengal.[৪২] এমনকি তারা লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে এ অভিমতও প্রকাশ করেন যে ঃ "The Muslims of Eastern Bengal were in large majority cultivators and they would be benefited in no way by the foundation of a University."[৪৩]

হিন্দু নেতাদের এ বক্তব্যের জবাবে 'বঙ্গভঙ্গ' থাকাকালীন সময়ে এতদঞ্চলের জনগোষ্ঠীর যে সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়, তার কথা উল্লেখ করে লর্ড হার্ডিঞ্জ যা বলেন, তা স্মর্তব্য। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন ঃ "When I visited Dacca I found a wide-spread apprehension, particularly among the Muhammadans, who form a majority of the population, lest the attention which the partition of Bengal secured for the eastern provinces should be relaxed, and that there might be a setback in educational progress. It was to allay this not very unreasonable that I stated to a deputation of Muhammadan gentlemen that the Government of India were so much impressed with the necessity of promoting education in a province which had made such good progress during the past few years that we have decided to recommend to the Secretary of State the constitution of a University at Dacca and the appointment of a special officer for education in Eastern Bengal."[৪৪]

---

৪২. Ibid., p. 112.

৪৩. Ibid.

৪৪. Ibid. vol. I, pt. I, p. 151

Dr. R.C. Majumdar, in his article 'Daccar Smrityi' has referrd to the opposition by Sir Asutosh Mukherjee, Gurudas Banerjee and others. Dr. Majumdar writes : "Lord Harding told Sir Asutosh that he was detemined to establish Dacca University inspite of all opposition and the Viceroy wanted to know at what price he was prepared to withdraw his opposition to it. Sir Ashutosh thought of using this occasion for a bargain in favour of Calcutta University, of which he was the Vice-Chancellor. He asked for Professorship for his University. The Viceroy accepted his demand and Sir Asutosh agreed to stop his opposition. This aggreement between the Viceroy and Sir Asutosh was named as the 'Dacca University Pact.'

*দেখুন ঃ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ২৪-২৯*

www.pathagar.com

ঢকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তদানীন্তন ভারত সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তা যথাসময়ে লন্ডনের 'ভারত সচিব' কর্তৃক গৃহীত হয়। এরই ফলে ভারত সরকার ১৯১২ সনের ৪ঠা এপ্রিলের এক পত্রে বাংলা সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আর্থিক খতিয়ানসহ একটি পরিপূর্ণ স্কিম প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেন। এই পত্রে বাংলার মুসলিমদের স্বার্থ ও প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্য রাখার জন্য যে বিশেষ নির্দেশ ছিল, তা প্রণিধানযোগ্য। চিঠিতে এই মর্মে ১২ টি নির্দেশও ছিল যে".... the desirability of making accessible to the Mussalmans of Eastern Bengal a University in which they could have a voice (there being only six muslim members on the Calcutta University Senate out of a total of 100, excluding ex-officio members.)[৪৫]

ভারত সরকারের এ পত্রে এ মর্মে একটি নির্দেশও ছিল, যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং মুসলমান ছাত্ররা নিজেদের ধর্মীয় তাহযীব ও তমদ্দুন রক্ষায় সফল হয়। সেই লক্ষ্যে বলা হয় ঃ "There might be a faculty of Arabic and Islamic Studies in the University."[৪৬]

### নাথান কমিটি ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম

ভারত সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলা সরকার ১৯১২ সনের ২৭ মে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করেন, যার প্রধান ছিলেন ব্যারিস্টার আর. ন্যাথনিয়েল। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ। যথা ঃ জি. ডব্লিউ, কুচলার, ডি.পি.আই, বাংলা; ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, এডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট; নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী; নবাব সিরাজুল ইসলাম; আনন্দ চন্দ্র রায়, উকিল ও জমিদার, ঢাকা; মুহাম্মদ আলী, আলীগড়; এইচ. আর. জেম্‌স, প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা; ডব্লিও. এ.টি. আর্চবোল্ড, অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ; সতীশচন্দ্র আচার্য, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা; ললিত মোহন চ্যাটার্জি, অধ্যক্ষ, জগন্নাথ কলেজ; সতীশচন্দ্র আচার্য, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা;ললিত মোহন চ্যাটার্জি, অধ্যক্ষ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা; সি.ডুব্লিউ

৪৫. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট, vol. IV, pt. II, pp. 122-23

৪৬. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

পেক, প্রফেসর, প্রেসিডেন্সী কলেজ; শামসুল ওলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ, তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা মাদ্রাসা, ডি. এস. ফ্রেসার, আই.সি.এস। মিঃ ফ্রেসার এই কমিটির 'সচিব' নিযুক্ত হন।[৪৭]

নাথান কমিটি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বাংলা সরকারের কাছে পেশ করেন, যার কিছু রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. "The University of Dacca should be a state University maintained by the Government and staffed by Government officers. The Director of the Public Instruction would be the official visitor, with full powers to inspect all colleges and departments.

২. The University of Dacca should be unitary teaching and residential University. The college was to be a unit of University life combindign teaching and residential hostel for students .....

৩. There should be the Department of Arabic and Islamic Studies in the proposed University at Dacca.....[৪৮]

এতদ্ব্যতীত, নাথান কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৪৫০ একর জমি বিশিষ্ট একটি মনোরম এলাকারও সুপারিশ করেন, যা ছিল নিম্নরূপ ঃ "... The civil station of Government of Eastern Bengal and Assam at Ramna. The site also included Dacca College, the New Government House, the Secretariate, the Government Press, a number of houses for officers and other minor buildings adjacent to it.[৪৯]

জনসাধারণের মতামত যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে নাথান কমিটির এই রিপোর্ট সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়। অতঃপর ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে 'ভারত সচিব' কর্তৃক এই রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে স্কিমটি পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং ১৯১৫ সনে সংক্ষিপ্তভাবে

৪৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্ট, কলকাতা-১৯১৪
৪৮. The Report of the Nathan Committee, 1912
৪৯. Ibid.

www.pathagar.com

হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। ফলে, ১৯১৬ সনের ভারত সরকার বাংলা সরকারের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সর্বনিম্ন খরচের সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করার নির্দেশ দেয়। এই সংশোধিত পরিকল্পনাটি ভারত সরকার ও ভারত সচিব কর্তৃক গৃহীত হয়।[৫০]

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে থাকায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে সরকারের সদিচ্ছার প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বিষয়টি ১৯১৭ সনের ৭ মার্চ তারিখে রাজকীয় আইন পরিষদে উত্থাপন করেন এবং ২০ মার্চ তারিখে তিনি সরকারের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচিরে প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন, যাতে তিনি বলেন ঃ "The Eastern Bengal had been assured of a University as a 'Compensation' for the territorial readjustment, and that serious doubts were entertained when the war broke out lest the University question were indefinitely shelved or postponed. He suggested that 'a small beginnign should be made all at once.'[৫১]

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ হতে মিঃ শংকরণ নায়ার বলেন ঃ "The Government were definitely pledgd to the establishment of the University of Dacca....."

মিঃ শংকরন নায়ারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী আশ্বস্ত হন; ফলে, তিনি রাজকীয় আইন পরিষদে পেশকৃত প্রস্তাবটি তুলেন। এই আইন পরিষদের সমাপনী অধিবেশনে ১৯১৭ সনের ২৩ এপ্রিল "Lord Chelmsford অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশ্বাসও দেন ঃ "The promise made by Lord Hardinge that the University would be founded at Dacca."'[৫২]

৫০. "The cost of the reduced scheme was estimated at Rs. 11,25000." For Dacca scheme, see, Government Communique of November 26, 1927

৫১. M.A. Rahim ; op. cit.; p. 10

৫২. Ibid.; p. 11

www.pathagar.com

## কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

১৯১৭ সনের ৬ জানুয়ারী তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে লর্ড চেমসফোর্ড তাঁর চ্যান্সেলরের ভাষণে বলেন ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ নানাবিধ অসুবিধা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটা কমিশন গঠন করা হবে। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে একটি বাস্তব ও গঠনমূলক প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করবে। অতঃপর এই কমিটির কাছে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি তাদের বিজ্ঞ মতামত ও পরামর্শের জন্য দেয়া হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যাদের নিয়ে গঠিত হয়, তারা হলেন ঃ চেয়ারম্যান, ডঃ এম. ই. সাড্‌লার, ভাইস চ্যান্সেলর, লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়; মেম্বর ঃ ডঃ জে, ডব্লিউ গ্রেগরী, অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়; সি.পি.জে, হার্টস, একাডেমিক রেজিস্ট্রার, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক রামসে মুয়ের, ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়; স্যার আশুতোষ মুখার্জী, বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট; ডব্লিউ হরনেল, ডি.পি.আই., বেঙ্গল; ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক, গণিত;এম.এ.ও. কলেজ, আলীগড়; জি. এন্ডারসন, সহকারী সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার। জি. এন্ডারসন এই কমিশনের সচিব নির্বাচিত হন।[৫৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নাথান কমিটির রিপোর্টটি যথাযথভাবে পর্যালোচনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে বিজ্ঞ সুপারিশটি করেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কমিশনের রিপোর্টে এই মর্মে বলা হয় যে, "The Commission was fully convinced in this respect, and astted : Even if the establisment of the University of Dacca had not been promised by the Government of India, the whole policy of the University reorganisation in Bengal, which we advocate, would have led us to recommend the establishment of a University in that town either immediately or at an early date. .... The Commission also noted that, Dacca Division and Tippera district supply 7097 out of total number of 27,290 students in the University of Calcutta. So Dacca is theerefore, already in the centre of great student population."[৫৪]

৫৩. Hundred Years of the History of the University of Calcutta, p. 263

৫৪. Calcutta University Commission Report, vol. IV, pt. II. pp. 132-33.

www.pathagar.com

নাথান কমিটির পেশকৃত সুপারিশের সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের এই সূত্রে মূল মতানৈক্য দেখা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি কেবলমাত্র আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে, না পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সেটা "Teaching and affiliating 'প্রতিষ্ঠানের মত হবে? ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল ঃ "Dacca University should combine the affiliating function with its teaching and residential character."[৫৫]

জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যখন রাজশাহীতে আসে, তখন একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল তাঁদের সাথে সাক্ষাতের সময় এই দাবি করেন যে ঃ পূর্ববাংলার সমস্ত কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে 'এফিলিয়েটেড' বা সংযুক্ত থাকবে। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এ সম্পর্কে যা বলেন, তা-ও স্মরণীয়। তিনি এ মর্মে জোর দাবি করেন যে, "The Colleges of the Eastern Bengal should be affiliated to the Dacca University. তিনি এর কারণ সম্পর্কে বলেন ঃ "For the people of Eastern Bengal I strongly feel that the interests of their higer education would continue to suffer as before, if their colleges are not treated separately."[৫৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে 'Teaching-cum-affiliating' বিশ্ববিদ্যালয় না হতে পারে, সেজন্যে হিন্দু নেতারা বিরোধিতা করতে থাকেন। অবশ্য কিছুসংখ্যক উদার মনোভাবাপন্ন নেতা এর স্বপক্ষে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত কনের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর হীরালাল হালদার এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন, "ঢাকাতে যদি এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ অনেকখানি কমে যাবে।" তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ "A single University is no longer sufficient for the requirement of a province like Bengal."[৫৭]

নাথান কমিটির সাথে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ মত পোষণ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সরকার শাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে না, বরং তা হবে স্বায়ত্তশাসিত।

যাহোক, অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মতামত ও সুপারিশ সাপেক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে

---

৫৫. M.A.Rahim ; op. cit.; p. 12

৫৬. Ibid., p. 13

৫৭. Calcutta University Commission Report, vol. IV, pt. II, pp. 136-37

www.pathagar.com

আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়। কমিশন এ মর্মে জোর দাবি উত্থাপন করেন যে, 'Without a certain degree of freedom we do not think that the University of Dacca can even become a living and healthy organisation.[৫৮]

ভারত ও বাংলা সরকার এবং নাথান কমিটি এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তা সব জাতি ও শ্রেণীর ছাত্রদের জ্ঞান আহরণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা-জ্ঞান আহরণের জন্য সেখানে একটি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ খোলা হবে। এ প্রেক্ষিতে কমিশন যে বক্তব্য তুলে ধরেন, তা স্মরণীয়। তাঁরা বলেন ঃ "We do not forget that the creation of the University was largely due to the demand of the Muslim community of Eastern Bengal for greater facilities for higher education.[৫৯]

এখানে প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উচ্চ শিক্ষার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল। অধিকাংশ কলেজ কলকাতা বা তার আশেপাশেই অবস্থিত ছিল। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তৎকালীন বৃহত্তর বাংলায় সর্বমোট ৪৪টি উচ্চ শিক্ষার বিদ্যা কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মত ৭টি পেশাদারী কলেজসহ আরো ১৩টি কলেজ কলকাতায়ই অবস্থিত ছিল। এছাড়া বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে অবস্থিত ছিল ১৯টি কলেজ। তন্মধ্যে মাত্র ৯টি কলেজ ছিল পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে। যথা ঃ ১. ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৮৮৯ খ্রিঃ); ২. চিটাগং কলেজ, চিটাগং, (১৮৬৯ খৃঃ); ৩. ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা, (১৮৯৯ খ্রিঃ); ৪. ঢাকা কলেজ, ঢাকা (১৮৪১ খৃঃ); ৫. জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা. (১৮৮৪ খ্রিঃ); ৬. হিন্দু একাডেমী, পরবর্তীতে ব্রজলাল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা, (১৮৯৬ খৃঃ); ৭. ভিক্টোরিয়া কলেজ, নড়াইল, যশোর, (১৮৮৬ খ্রিঃ); ৮. এড্ওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, (১৮৯৮ খৃঃ); এবং ৯. রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী (১৮৭৩ খ্রিঃ)। এতদ্ব্যতীত ঢাকায় একটি 'ল' কলেজ এবং একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছিল।[৬০]

---

৫৮. Ibid.

৫৯. M.A Rahim ; op. cit.; pp. 17-18

৬০. C.U. Commission Report, vol. IV, pt.II, pp.136-37.

www.pathagar.com

উচ্চ শিক্ষার জন্য গোটা আসামে মাত্র ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। যথা ঃ ১. মূরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট (১৮৬৩ খৃঃ); ২. কটন কলেজ, গৌহাটি। এছাড়া গৌহাটিতে একটি 'ল' কলেজও প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৬১]

পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ কলেজের নামেই বোঝা যায়, এগুলো হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে, এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ও আধিপত্য ছিল। এজন্য দরিদ্র মুসলিম ছাত্ররা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষার ফায়দা খুব কমই পেয়েছিল।[৬২]

১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হলে এ অঞ্চলের ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর সামনে কিছুটা আশার আলো জ্বলে ওঠে। ১৯০৫ হতে ১৯১১ সন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সেখানে বলা হয় ঃ "The period form 1905 to 1911 the educational progress made by the Mussalmans of Eastern Bengal was marked. The Government of Eastern Bangal and Assam adopted necessary steps for the encouragement of the education of the Mussalmans and among these measures the following were the most important :(1) The introduction of Urdu teching into the selected primary schools; (2) Provision for liberal grants in aid; (3) Reservation of scholarships and free studentship; (4) provision for extended hostel accomodation, and (5) appointment of larger proportion of Mussalmans to educational services.[৬৩]

৬১. বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৯ সালে ময়মনসিংহের 'আনন্দমোহন কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২০ সালে সিরাজগঞ্জে 'ইসলামিক কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬২. দৌলতপুরের হিন্দু একাডেমী, যা বর্তমানে সরকারী বি.এল, কলেজ নামে খাত ; এখানে হিন্দুদের আধিপত্য ১৯৪৭ পর্যন্ত এত বেশি ছিল যে, কলেজের মুসলিম ছাত্র, যারা আরবী পড়তো, আরবী ক্লাসের সময় কলেজ এলাকার বাইরে এক গোল পাতার চালাঘরে গিয়ে ক্লাস করতে হতো।

৬৩. Quoted from Review of progress of Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12, vol. I,para 362

এখানে সংগত কারণে লড হার্ডিঞ্জের অভিমতটিও উল্লেখের দাবিদার। ১৯১২ সনে তাঁর সংগে একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁদেরকে বলেন ঃ "Significant educational progress was made in the province of Eastern Bengal and Assam. Since 1906 it has made great strides forward. In that year there were 1698

www.pathagar.com

উপরোক্ত তথ্য হতে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, বহু উত্থান-পতন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হওয়ায় সামগ্রিকভাবে বাংলার মুসলমানরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল। কেননা, এর ফলে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক দুর্গতির কিছুটা লাঘব হওয়া ছাড়াও এ দেশীয় বাঙালী মুসলিম মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারা দ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, যা বর্ণহিন্দুদের পক্ষে বরদাশ্‌ত করা আদৌ সম্ভব ছিল না। ফলে তারা 'বঙ্গভঙ্গ রহিত' করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে এবং শেষমেষ এ ব্যাপারে সফলতাও লাভ করে। বাংলার মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক, তা তাদের আদৌ কাম্য ছিল না। যার জন্য 'বঙ্গভঙ্গ রহিত' হওয়ার পর বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যখন আন্দোলন করছিলেন, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতো ঃ "Dacca University' is 'Mecca University'; 'Fucca (hollow) University'. এমনকি তারা এ-ও বলেছিলোঃ "A good college (Dacca College) was killed to create a bad University."[৬৪]

---

collegiate students in Eastern Bengal and Assam, and expenditure on collegiate was Rs. 1,54,358. Today with the same number of institutions the corresponding figures are 2560 students and Rs. 3. 83, 619. nor has the improvement been confined to colleges, Education classes and schemes were formed with reference to local conditions. From 1905 to 1910-11 the number of pupils in public institutions rose from 6,99,051 to 9,36,653 and expenditure from provincial revenues rose form 11,06,510 to Rs. 22,05, 339 while the local expenditure direct and indirect rose from 47,81,833 to Rs. 73,05,260. (See, The Prioneer Mail, February 23, 1912)

৬৪. দেখুন ঃ (ক) আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), "আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়", পৃ. ৬ এবং ৫৯

(ক) Educated Hindus said that three Jews, Vice-Chancellor Hartog, Viceroy Lord Hardinge and Secretery of State E. Montague, had contaminated the University and it would not function. *(দেখুন ঃ সৈয়দ মোস্তফা আলী, আত্মকথা, পৃ. ১১৫)*

(খ) Mable Hartog wrote that the 'Peoples' Association' launched hostile criticism against P.J. Hartog and the University.

*(দেখুন ঃ Mable Hartog, P.J. Hartog, A Memoir, P. 91)*

www.pathagar.com

যাহোক, শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলার মুসলমানরা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সক্ষম হয় এবং ১৯২১ সনের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নেয়, তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে আজ বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করেছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি, যশ ও মান। তাই তো একে বলা হয় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড।'

## প্রথম ভাইস-চান্সেলর, রেজিস্ট্রার ও শিক্ষকবৃন্দ নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯২০ এর ধারা মতে, ভারতের গর্ভনর জেনারেল মিঃ P.J. Hartog C.I.E-কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে ১৯২০ সনের ১ ডিসেম্বর তারিখে নিয়োগ করেন। তাঁর এই নিয়োগ ছিল পাঁচ বছর মেয়েদের।[৬৫] মিঃ P.J.Hartog যুক্তরাজ্য থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে আসেন এবং ১০ই ডিসেম্বর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে মিঃ ভাইস-চ্যান্সেলরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন মিঃ H.E. Stapleton I.E.S.; যিনি ছিলেন বাংলা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন স্পেশ্যাল অফিসার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মহৎ অবদান ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর ব্যতীত এই কমিটিতে যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ ১. W.W. Hormell, D.P.I.; ২. স্যার নীলরতন সরকার, ভাইস-চ্যান্সেলর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;[৬৬] ৩. নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, বংগীয় আইন পরিষদের সভাপতি। অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর এই দায়িত্ব পালন করেন নবাবজাদা কে. এম. আফজাল খান বাহাদুর।[৬৭]

---

৬৫. Mr. P.J. Hartog had a distinguished record as Academic Registrar of the University of London for 17 years and had also served as member of the Calcutta University Commission. He was given a salary of Rs. 4000/= p.m. and free furnished quarters. (See, History of the University of Dacca, p. 26)

৬৬. স্যার নীলরতন সরকারের অবসর গ্রহণের পর স্যার আশুতোষ মুখার্জী যিনি পরবর্তী ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

৬৭. History of the University of Dacca, op.cit., 27

www.pathagar.com

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের খ্যাতিমান অফিসার খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার হিসেবে ১৯২১ সনের ১২ এপ্রিল নিয়োগ প্রাপ্ত হন।[৬৮] Mr. J.H. Lindsay, I.C.S.; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোষাধ্যক্ষ (অবৈতনিক) নিয়োজিত হন।[৬৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের জন্য সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে দশটি কমিটি গঠিত হয়। এ সমস্ত কমিটিতে লন্ডনের কিছু বিশেষজ্ঞও রাখা হয়। ইংরেজী বিভাগের জন্য যাঁরা সর্বপ্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ ১. Mr. C.L. Wrenn, (যিনি মাদ্রাজের পাচাপায়ার কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন।) তিনি ইংরেজী বিভাগের প্রথম রিডার ও বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। ২. রায় বাহাদুর এস. এন. ভাদ্‌রা (বি.ই.এস), (প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ,); ৩. মিঃ এ.কে. চান্দা, (আই.ই.এস), (ভাইস-প্রিন্সিপাল, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)[৭০] ৪. মি. পি. কে. গুহ, (প্রফেসর, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ); ৫. মি. মাহমুদ হাসান, এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাশ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. ইউ. সি. নাগ এবং বসন্ত কুমার রায়–এঁরা সকলে ইংরেজী বিভাগের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও মি. এফ. সি. টার্নার, (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ) ইংরেজী বিভাগের অবৈতনিক লেকচারার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৭১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিশেষ বিভাগ তথা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের সময় নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর যে উক্তি করেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ Arabic and Islamic Studies Department were to form one of the corner-stones of the University, we have so far failed to find in India any scholar able to satisfy the severe theological and literary reqruirements of Eastern Bengal ..... The Professor of Arabic and Islamic Studies should be an Indian Mussalman .....[৭২]

---

৬৮. He was given a salary of Rs. 800/ 50-1000/ ; E.C. meeting, 10 April, 1922, Resolution No. 53

69. M.A. Rahim ; op. cit., 27

৭০. এঁরা দুজনই ইংরেজী বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক ও অবৈতনিক রিডার ছিলেন। *(প্রাগুক্ত)*

৭১. Dr. S.K. De, Lecturer of Calcutta University, was appointed Reader in English in Dacca University. E.C. Meeting, April 3, 1923

৭২. Vice-Chancellor's Address at the first meeting of the Court,17 August, 1921.

www.pathagar.com

যাহোক, অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শামসুল ওলামা আবু নসর ওহীদ (হেড মওলানা, ঢাকা সিনিয়র মাদ্রাসা)। এতদ্ব্যতীত এ বিভাগে আরো যাঁরা যোগদান করেন, তাঁরা হলেন ঃ ১. মওলানা আবদুল ওহাব, রিডার হিসেবে,২. মওলানা মুনাওয়ার আলী এবং ৩. মওলানা খলীল ইব্ন মুহাম্মদ আরব– উভয়ই লেকচারার হিসেবে বিভাগে যোগদান করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগে যাঁরা সর্বপ্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ ১. খান বাহাদুর ফিদা আলী খান, রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান;[৭৩] ২. ফখরুল মুহাদ্দিস বুরহান উদ্দীন, (প্রফেসর, বি.এম. কলেজ, বরিশাল), ফার্সী ও উর্দু বিভাগের লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৭৪]

বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে যাঁরা সর্বপ্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ ১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি.আই.ই; এম.এ., (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা) বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক; ২. শিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, রিডার এবং লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন ; ৩. রাধা গোবিন্দ বসাক এবং ৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (এম.এ. বি.এল, কলকাতা)।[৭৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের জন্য যে সকল শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ ১. প্রফেসর জি.এইচ. ল্যাংগলী, প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান;২. হরিদাস ভট্টাচার্য, এম.এ, (প্রাক্তন প্রফেসর, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা) রিডার হিসেবে বিভাগে যোগদান করেন। এ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন ; ৩. উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৪. এস.সি. রায়;৫. উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ৬. মন্মথ নাথ মুখার্জী ; এছাড়া সহকারী লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন ৭. কাজেম উদ্দীন এবং ৮. ক্ষিরোদ চন্দ্র মুখার্জী।[৭৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগেও খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়। এঁরা হলেন ঃ ১. ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, পি.এইচ.ডি (কলকাতা),

৭৩. মি. খান এর আগে ঢাকা কলেজের প্রফেসর ছিলেন

৭৪. M.A. Rahim op. cit., p. 28

৭৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের রিসার্চ এ্যাসিস্টান্ট হিসেবে কার্যরত ছিলেন।

৭৬. Dacca University Calender and Annual Reports 1921-24

www.pathagar.com

প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান ; ২. জনাব এ. এফ. রহমান, বি.এ. (অক্সন), প্রাক্তন প্রফেসর, এম. এ. ও কলেজ, আলীগড়, রিডার ; ৩. পরেশচন্দ্র মুখার্জী ; ৪. শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জী এবং ৫. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়া সহকারী লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন; ৬. নীলমনি আচার্য।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যে সব শিক্ষক প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ

১. বিদ্যানাথ আয়ার, প্রাক্তক অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়; ২. দেবেন্দ্রনাথ ব্যনার্জী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা; এবং কে, বি সাহা, প্রাক্তন অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; এঁরা সবাই লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন।[৭৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে যে সমস্ত নামকরা অধ্যাপক সর্বপ্রথম যোগদান করেন, তাঁরা হলেন ঃ

১. প্রফেসর বি.এম. সেনগুপ্ত, প্রাক্তন প্রফেসর, ঢাকা কলেজ, বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর;[৭৮] ২. নলিনী মোহন বসু এবং ৩. নরেশ গাংগুলী এ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। এ ছাড়াও এ বিভাগে সহকারী লেকচারার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন; ৪. ধীরেন্দ্রনাথ গাংগুলী এবং ৫. জয়ত্রীময় ঘোষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের জন্য যে সমস্ত খ্যাতিমান শিক্ষক প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ

১. সি. ডব্লিউ.এ. জেন্‌কিনস, (প্রাক্তন প্রফেসর, ঢাকা কলেজ); বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর। এ বিভাগে রিডার হিসেবে দু'জন যোগদান করেন; ২. সুরেন্দ্রনাথ

---

৭৭. Dr. S.G. Panandikar of Bombay was appointed Professor and Head of Economics and politics on 29 September, 1921. He left on 1 July, 1923. J.C. Sinha, Minto Professor of Economics in the Calcutta University, was appointed Reader and Head of the Department from 12 Novebmer, 1923. *(See, M.A. Rahim, op. cit., p. 29.)*

৭৮. প্রফেসর বি.এম. সেনগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি পরিত্যাগ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে সেখানে যোগদান করেন। (দেখুন ঃ প্রাগুক্ত)

www.pathagar.com

ঘোষ, এম.এ. এবং ৩. সত্যেন্দ্রনাথ বোস, এম.এস.সি. (কলকাতা); ৪. ভবানীচন্দ্র গুহ, লেকচারার এবং সহকারী লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন; ৫. কাজী মোতাহার হোসেন, এম. এ. (কলকাতা); ৬. মনমোহন চ্যাটার্জী; ৭. হরিপ্রসন্ন মুখার্জী ; ৮. শশাংক শেখর মুখার্জী এবং উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে যে সমস্ত কৃতী শিক্ষক প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ

১. ডক্টর জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, ডি.এস.সি. (কলকাতা), প্রাক্তন লেকচারার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর; ২. ডক্টর এ.সি.সরকার, প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা, রিডার; ৩. রাজেন্দ্রলাল দেব, লেকচারার; ৪. রতিকুমার চক্রবর্তী; ৫. ভোলানাথ সাহা; ৬. যোগেশচন্দ্র শর্মা এবং ৭. সুরেন্দ্র কুমার বসাক এ বিভাগে সহকারী লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে প্রথম যে সমস্ত খ্যাতনামা অধ্যাপক যোগদান করেন, তাঁরা হলেন ঃ ১. ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডি.এল. (কলকাতা), প্রাক্তন প্রফেসর, ইউনিভারসিটি 'ল', কলকাতা; বিভাগীয় প্রধান ও প্রফেসর; এছাড়া এ বিভাগে কয়েকজন খণ্ডকালীন শিক্ষকও নিয়োজিত হন।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এডুকেশন' বা শিক্ষা বিভাগে প্রথম যে সব শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তাঁরা হলেন ঃ ১. সি.এম.পি. ওয়েস্ট, অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা; রিডার এবং বিভাগীয় প্রধান। এছাড়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সকল শিক্ষক এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।[৭৯]

এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অফিসার হিসেবে যিনি প্রথম যোগদান করেন, তিনি হলেন খ্যাতনামা ডাক্তার এস.কে. গুপ্ত, এম,ডি, (কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড সার্জারী, শিকাগো); তাঁর দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তদারকি করা।[৮০]

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে যে সব শিক্ষক অধ্যাপনার জন্য এখানে নিয়োগপ্রাপ্ত হন; তন্মধ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের ৩ জন এবং ফার্সী ও উর্দু বিভাগের ২ জন, বাংলা ও সংস্কৃত

৭৯. M.A. Rahim, op. cit., p. 30

৮০. M.A. Rahim, op. cit., p. 30

www.pathagar.com

বিভাগের ১ জন, ইতিহাস বিভাগের ১ জন এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১ জন, মোট ৮ জন ছিলেন মাত্র মুসলমান শিক্ষক। কয়েকজন ইউরোজপীয় ছাড়া ৫৪ শিক্ষকের মধ্যে বাকি আর সবাই ছিলেন হিন্দু। কাজেই, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নে অধিকাংশ হিন্দু বুদ্ধিজীবী নেতারা এর বিরোধিতা করলেও ফায়দা গ্রহণের বেলায় তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রথম অবস্থান

১৯২১ সনের ১ জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোন ভবন তৈরি সম্ভব ছিল না। তাই তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগের অবস্থানগত বিন্যাস যেভাবে করা হয়, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্মলগ্নে উত্তরাধিকার সূত্রে ঢাকা কলেজের পুরাতন বিল্ডিংগুলো পায়। তাছাড়া রমনা এলাকায় অবস্থিত অধিকাংশ বিল্ডিংও পায়, যা তৈরি হয়েছিল 'বঙ্গভঙ্গের পর' পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকায়। প্রায় ৬০০ একর জমির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় যে বিল্ডিংগুলো পায়, তার মধ্যে পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনটি অন্যতম। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, কলা বিভাগের ছাত্রদের ক্লাসরুম ও মুসলিম ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে এখানেই করা হয়। এ সময় মনোরম গভর্নমেন্ট হাউজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের সভা-সমিতির নিমিত্তে ব্যবহৃত হতো।[৮১] এতদ্ব্যতীত রমনা গ্রীনের বিভিন্ন সাইজের প্রায় শতাধিক সুরম্য ভবনের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের অধিকারী হয়, যা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর বলেছিলেন ঃ "The University of Dacca occupied a site more splendid than that of any modern University in Great Britain."[৮২]

৮১. One wing of the building was used for Medical Clinic, hospital and Psychology laboratory).

৮২. M.A. Rahim, op. cit., p. 32

www.pathagar.com

পুরাতন ঢাকা কলেজের মূল ভবনটি (কার্জন হলসহ), নিউ ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং ইউনিভার্সিটি ক্লাব সমন্বয়ে দ্বিতল অট্টালিকাশোভিত; যা লাল ইটের তৈরি এবং মুসলিম স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শনে ভাস্বর। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগকে ঢাকা কলেজের এই পুরাতন বিল্ডিং-এ স্থিত করা হয়। রসায়ন বিভাগ এবং এর পরীক্ষাগারকে অন্য একটি লাল ইটের তৈরি ভবনে স্থান দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন হলের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন ঃ ঢাকা হল, মুসলিম হল, জগন্নাথ হল ইত্যাদি। 'ঢাকা হল' যা ইতিপূর্বে ঢাকা কলেজের হিন্দু হোস্টেল ছিল এবং লাল ইটের তৈরি দ্বিতল মনোরম ভবন, সেখানে ১৬০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে একটি লাইব্রেরী ও একটি কমনরুমও ছিল। কার্জন হলটি ঢাকা হলের প্রভোস্টের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। হল ইউনিয়নের পক্ষ হতে যাবতীয় সভা-সমিতি এখানেই অনুষ্ঠিত হতো। এ সময় জগমোহন পালের দানকৃত অর্থে জগন্নাথ হলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সাময়িকভাবে ৬নং বাংলোটিকে 'জগন্নাথ হলের' আবাসিক ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সে সময় 'মুসলিম হল' অবস্থিত ছিল পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনের উপর তলায়। এখানে ৬১টি আবাসিক কক্ষ, লাইব্রেরী, পাঠকক্ষ, কমনরুম ইত্যাদি অবস্থিত ছিল।

পূর্ববাংলা ও আসাম সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য যে সব ভবন তৈরি করা হয়েছিলো, তার অধিকাংশই অবস্থিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সি.এফ.সি. টার্নার 'ঢাকা হলের' প্রথম প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োজিত হন। আর 'মুসলিম হল' ও জগন্নাথ হলের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে সি.এ.এফ. রহমান এবং ডক্টর নরেশ চন্দ্র সেন।[৮৩]

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও কিছু কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপর্বে এর যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা Court গঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন। Ex-Officio সদস্য ছাড়া অন্য সদস্যদের

৮৩. Dacca Unversity Annual Report, 1921-22

www.pathagar.com

কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, সকল ডীন, প্রফেসর ও রিডার এই Court এর Officio সদস্য ছিলেন। এঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০ জন। এতদ্ব্যতীত আরো ২৭ জন Ex-Officio সদস্য ছিলেন, যাঁরা হলেন ঃ বেঙ্গল একিসকিউটিভ কাউন্সিলের ৪ জন সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (স্যার আশুতোষ মুখার্জী), ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার (এম.টি. ইমারসন), বাংলার ডি.পি. আই (ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ), আসামের ডি.পি. আই (জে.আর. কানিংহাম), কৃষি ডাইরেক্টর, শিল্প ডাইরেক্টর, সিভিল সার্জন, ঢাকা; সুপরিন্টেন্ডি ইঞ্জিনিয়ার, ইস্টার্ন সার্কেল, এ.ডি.পি. আই, মুসলিম এডুকেশন (জে.এ.টেলর); চেয়ারম্যান, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, চেয়ারম্যান, ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড; ইনেস্পেক্টর, গার্লস স্কুল, ঢাকা সার্কেল (মিস এম.ভি. আইরন্স) ; কলকাতা, চিটাগং ও সিলেট মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ; প্রিন্সিপাল, ইডেন গার্লস হাইস্কুল (মিসেস রাজকুমারী দাস); প্রিন্সিপাল, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ; ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশন, বরিশাল ; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ এবং প্রেসিডেন্ট, ঢাকা স্বারস্বত সমাজ। মহামান্য চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবস্থাপক পরিষদে যে সব সদস্যকে মনোনীত করেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। এঁরা হলেন ঃ মহামান্য নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব খাজা হাবীবুল্লাহ, নবাব খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ, নবাবজাদা কে. এম. আফজাল, খান বাহাদুর খাজা মুহাম্মদ আজম, পি.সি. মিত্র, এ.কে. ফজলুল হক, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রায় সরোদা প্রসাদ রায় বাহাদুর, পি.কে. বোস, বার-এট-ল। এছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্যদেরকে সদস্য মনোনীত করা হয়।[৮৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৫ জন সদস্য নির্বাচিত করেন এবং ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হন বিভিন্ন সংগঠন থেকে। আসাম গভর্নমেন্ট ১০ জন সদস্যকে মনোনীত করেন। এতদ্ব্যতীত মহামান্য চ্যান্সেলর ৬ জন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন, তারা হলেন ঃ স্যার জে.সি. বোস, ডি.এস.সি; এম.এ.এইচ, হায়দারী, হায়দারাবাদ ; আশুতোষ মুখার্জী ; স্যার পি.সি. রায়; স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা ; প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল ব্যবস্থাপক পরিষদ ; এবং ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডি.এস-সি, (প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, মুসলিম

৮৪. Clause 2 of Statute provided for 15 Muhammadans and 15 non-Muhammedans. The court was composed of 158 members. (See. M.A. Rahim. op. cit.; p. 33-34)

www.pathagar.com

ইউনিভারসিটি, আলীগড়)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরা ২৯ জন সদস্য নির্বাচিত করেন। তন্মধ্যে ১৪ জন ছিল মুসলিম এবং বাকি ১৫ জন অমুসলিম।[৮৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সর্বপ্রথম বার্ষিক সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ আগস্ট, মংগলবার ১৯২১ সনে। স্থান ছিল 'ইউনিভার্সিটি কোর্ট হাউস' (পুরাতন গভর্নমেন্ট হাউস) এবং সময় ছিল ৩-৩০ মিনিট। এ সভায় ১১৩ জন সদস্য উপস্থিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লরেন্স জন লুম্‌লি ড্যানডাস এতে সভাপতিত্ব করেন।

এ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে ২ জন মুসলিম এবং ২ জন অমুসলিম সদস্যকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম সদস্যরা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং খান বাহাদুর কাজী আলাউদ্দীন আহমদকে এবং অমুসলিম সদস্যরা মি. পি. কে. বোস এবং রায় বাহাদুর সারদা প্রসাদ সেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন।

এ সভায় দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার একজন ছিলেন স্যার আর. নাথান, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন প্রকল্পের অন্যতম রূপকার এবং নাথান কমিটির চেয়ারম্যান[৮৬]; অপর মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিমের নয়নমণি 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনের মহান নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের পথিকৃৎ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। তাঁর জন্য যে শোক প্রস্তাব গ্রহীত হয়, তা প্রণিধানযোগ্য। তাতে বলা হয় ' "That on this solemn occassion of the inauguration of this University this meeting of the Court places on record its great appreciation of the services of the late Nawab Sir Salimullah Bahadur, G.C.I.E., in conception and initiation of the scheme of the founding of this University."[৮৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপক পরিষদের এই প্রথম সভায়

৮৫. Clause 2 of Statute provided for 15 Muhamadans and15 non-Muhammedans. The court was composed of 158 members. (See. Ibid.)

৮৬. Minutes of the First Court Meeting, 17 August, 1921. The resolution was moved by Nawab K.M. Yusuf and Dr. N.C. Sen Gupta

৮৭. এই শোক প্রস্তাব পেশ করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা। (দেখুন ঃ প্রাগুক্ত)

www.pathagar.com

মহামান্য চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে এ অঞ্চলের মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন বলে অভিহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার মুসলমানদের বারবার দাবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ "I have been reminded on many occasions during the term of my office, of the disappointment which has been caused by the long though unavoidable delay, which has taken place in giving effect to the promise made by His Excellency Lord Hardings in 1912. Indeed the address of welcome which I received from the Bengal Provincial Muhammadan Association on my first arrival at this city contained but a solitary prayer, namely, for the speedy establishment of the proposed University at Dacca.[৮৮]

মাননীয় চ্যান্সেলর তাঁর বক্তৃতায় আরো উল্লেখ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায় 'প্রথম মহাযুদ্ধ'। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিমটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশমালা তৈরির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়, তাতেও কিছু বিলম্ব হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যার দুটি দিকের প্রতি ইংগিত করে মহামান্য চ্যান্সেলর যে বক্তব্য রাখেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "First difficulty : The University is at present entirely dependent upon public revenues. Mentioning about the inelastic revenue of Bengal, he observed, "The result has been strict economy to the detriment of the University. Not a rupee can be assigned to the University without it being voted by the Legislative Council.[৮৯]

অন্য সমস্যাটির উল্লেখ প্রসঙ্গে মহামান্য চ্যান্সেলর বলেন ঃ "Our next defficulty has been in satisfying the expectations of the Muhammadan community. Inspite of our best endeavours we have so far been able to secure only a small number of Muhammadan for the teaching staff. He hopped that the Muslim students, who represented barely nine percent of University

৮৮. Chancellor's Address at the First Court Meeting, August 17, 1921

৮৯. Ibid

www.pathagar.com

students in Bengal and were attracted to executive service would come to this University in larger numbers and equip themselves to undertake teaching."[৯০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাংলার অবহেলিত মুসলমানরা যে উন্নতির সোপানে আরোহণ করবে, এ ব্যাপারে মহামান্য চ্যান্সেলরের কোন সন্দেহ-ই ছিল না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মুসলিম হলের কথা উল্লেখ করে সেদিন তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তা স্মরণীয়। তিনি বলেন ঃ

"In the Muslim Hall, under the guidance of an able and sympathetic Muhammadan gentleman of Bengal, Mr. A.F. Rahman, the community possesses the seed form which will surely spring a vigorous and a spreading tree."[৯১]

মহামান্য চ্যান্সেলরের এ উক্তি সেদিন হয় তো অনেকের কাছে অপ্রিয় ও অবাস্তব মনে হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে, তা দিবালোকের মত সত্য এবং অমলিন। আজ 'বাংলাদেশ' বলে পৃথিবীর মানচিত্রে যে অঞ্চলের পরিচয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে, হয় তো তা আজো ভারতের একটা অংশ হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকতো।

মহামান্য চ্যান্সেলরের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর Mr. P.J. Hartogও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকে বাংলার অনুন্নত ও অবহেলিত মুসলমানদের উন্নতির মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম সভায় বলেন ঃ "Dacca University scheme intended to provide extended opportunities of education to the Muslim community."[৯২]

আগেই আলোচিত হয়েছে যে, পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলে এ দেশের মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজ্যহারা বাংলার মুসলমানরা শেতাঙ্গ বণিকদের হাত থেকে তাদের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবার আশায় যখন বারবার বিপ্লব করেছে এবং পরাজিত হয়েছে; তখন এ দেশের হিন্দুরা নতুন প্রভুর বিশেষ আনুগত্য করে ফিরায় তাদের ভাগ্য,

৯০. Chancellor's Address at the First Court Meeting, August 17, 1921

৯১. Ibid.

৯২. Vice-Chancellor's Address at the First Meeting of the Court, 17 August, 1921

www.pathagar.com

আর হয় জমিদার–শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে যারা সব চাইতে বেশি অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল সেই সুবিধাভোগীরাই শিক্ষার জোরে দখল করলো অধিকাংশ চাকরি-বাকরি। যেহেতু মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা শুরু করে অনেক পরে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষমতাসম্পন্ন যোগ্য লোক মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ বাস্তব সত্যটি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরও অকপটে স্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ

"But I wish publicly to state my desire to increase the number of the Muslims in the teaching staff without relaxing the standard of University teachign .... I fully understand and sympathetic with anxieties of the Muslim community in this matter."[৯৩]

বাংলার মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল একে কখনো সুনজরে দেখতে পারেনি। তাই যখন যেখানেই সুযোগ পেয়েছে,তারা এ মহান প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর Mr. P.J. Hartog এর বক্তৃতায়। নাথান কমিটির সুপারিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃ পুনঃ ব্যয়ের খাতে (Recurring expenditure) ১৩ লাখ টাকার প্রস্তাব থাকলেও বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পি.সি.মিত্র তা বাতিল করে মাত্র ৫ লাখ টাকা করেন। ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের উদ্ধৃতিটি হুবহু তুলে ধরছি। তিনি বলেন ঃ "The Minister for Education had directed the University to retrench and restrict expenditure so as to manage with a recurring grant of 5 lacks."[৯৪]

মন্ত্রী মহাশয়ের এ নির্দেশে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ "With this inadequate grant it was difficult to set up residential cum-teaching University combined 10th a tutoriwal system and providing special facilities to Muslim students so that their numbers might increase."[৯৫]

---

৯৩. Ibid.

৯৪. Ibid.

৯৫. Ibid

www.pathagar.com

মাননীয় মন্ত্রী জেনে-শুনেই এ আঘাতটি করেছিলেন। কেননা, তিনি চাইতেন না যে, বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হোক। তাঁর ব্যয় সংকোচনের এই নির্দেশ যে কয়টি বিভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তার মধ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ছিল অন্যতম। কেননা, এ বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ তখনও শেষ হয়নি।[৯৬]

মন্ত্রীর ন্যায় তাঁর দোসররাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপর্বে এর ক্ষতি করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করেননি। এ প্রসংগে Mr. Hartog বলেন ঃ "The rumour spread by the non-cooperationsists that the fees at this University were to be Rs. 60 a month for undergraduates as against the real figure of only Rs. 8, and this discouraged admission in the session 1921."[৯৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে বর্ণবাদী শিক্ষিত হিন্দুদের যে বিরোধিতা, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমানদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বহির্প্রকাশ মাত্র। এর সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ধারা এ নিবন্ধের প্রথম দিকে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়েও আগে আলোকপাত করা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও শিক্ষিত হিন্দুরা ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ করতো।[৯৮]

বর্ণহিন্দুদের সমালোচনার জবাবে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ১৯২২ সনের ১৩ ফ্রেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কোর্ট মিটিংয়ে যে বক্তব্য পেশ করেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন ঃ "He felt proud of the achievements of the Dacca University in a year and spoke of its progressive type of syllabuses, effective tutorial system, better laboratory and library facilities and personal contacts between the teacher and students..... the Dacca University, though opent to all, was created in response to the demand of the Muslim community and it was intended as an organ to raise them from their backward position in regard to education."[৯৯]

---

৯৬. Ibid

৯৭. Ibid

৯৮. দেখুন ঃ এ নিবন্ধের ৬৪ নম্বর পাদটীকা

৯৯. Minutes of the Court. 13 February, 1922.

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পেশ করার চেষ্টা করা হলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপর্বে ক্ষমতাসীন সরকার সার্বিক সাহায্য মহানুভূতি প্রদর্শন করলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কারা এর বিরোধিতা করেছে! এতদসত্ত্বেও বাংলার মুসলমানদের প্রাণের দাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ১ জুলাই, ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার জন্মলগ্ন থেকে আজো জ্ঞানের যে উজ্জ্বল দীপশিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছে, তাতে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে তার সুনাম সুযশ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে পট-পরিবর্তন ঘটে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিলো, তাতে 'পূর্ববাংলা' মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পাকিস্তানের একটি অংশ তথা 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়। এর আরো পরে, অর্থাৎ ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর, বাংলার এই অঞ্চল নতুন পতাকা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে দুনিয়ার মানচিত্রে তার স্থান করে নিয়েছে। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত যে বাংলাদেশ, তার পিছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান কি, সে সম্পর্কে কিছু জানা এদেশের সবার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

স্মর্তব্য যে, বাংলার এই অংশের শোষিত মুসলমানরা দু'-দু'বার পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছে। প্রথমে তারা স্বাধীনতা অর্জন করে ব্রিটিশ বেনিয়াদের গোলামী থেকে এবং পরবর্তীতে শোষক পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে। এ দুটি স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান আমাদের যথাযথভাবে জানা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বাংলাদেশের মুসলিম চেতনায়

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এ প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে। সেদিন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, অনেক বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে মাত্র ৩টি ফ্যাকাল্টি ও ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৭৭ ছাত্র-ছাত্রী ও তিনটি আবাসিক হল নিয়ে ১৯৯০ সন পর্যন্ত তা প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের যে কোন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনীয়। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি হলো ১১টি, বিভাগ ৪৬টি, ইনস্টিটিউট্স এবং সেন্টার ফর এডভান্স্ড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ২৩টি[১], শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১২৫০ জন; তন্মধ্যে প্রায় ৪৫০ জন ডক্টরেট বা উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি বা এ ধরনের উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন। ১৯২১ সনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০০-এর মত, আজ তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। এর মাঝে প্রায় দশ হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন আবাসিক হলে অবস্থান করে। বর্তমানে আরো দুটি হল-শহীদ জিয়াউর রহমান হল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের সংখ্যা হলো ১৪টি। এর মধ্যে রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল এবং অতি সম্প্রতি নির্মিত বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট।

তা' ছাড়া বিদেশী ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানকল্পে "ইন্টারন্যাশনাল হল" নামে পরিচিত আরো একটি আবাসিক হল আছে। ১৯২১ সনে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক 'রেকারিং গ্রান্ট' ছিল পাঁচ লাখ টাকা এবং 'ক্যাপিটাল গ্রান্ট' ছিল চার লাখ টাকা, আজ তার বার্ষিক বাজেট প্রায় দশ কোটি টাকার মত।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' এ প্রবাদ বাক্যটি সত্য ও বাস্তব। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারে না। ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন মুসলমানরা সুদূর স্পেনে ইসলামের পতাকা সমুন্নত করেছিল

১. এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যবলী ৪র্থ অধ্যায়ের সংযোজিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিল জ্ঞানের দীপশিখা; ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কর্ডোভা ও গ্রানাডার মত বিশ্ববিদ্যালয়। আজকে জ্ঞান-গরিমায় সারা বিশ্বে যাদের আধিপত্য বিদ্যমান, তাদেরকে একদিন জ্ঞান দান করেছিল আজকের পৃথিবীর ভাগ্যহত মুসলমানদের পূর্বসূরিরা। উত্থান-পতন জাতির জীবনে নদীর জোয়ার-ভাটার মত। ভারতবর্ষে যারা এক নাগাড়ে সাড়ে সাত শ' বছর রাজত্ব করলেন, তাঁরা ব্রিটিশের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে অতি দ্রুত অধোগতির দিকে এগিয়ে গেলেন। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে বঙ্গীয় এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রিটিশ বেনিয়াদের কারসাজিতে বাঙালী মুসলমানরা প্রশাসনের সুউচ্চ পদগুলো থেকে বিতাড়িত হয়, ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-সৃষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সে সব পদ দখল করে নেয়।

বস্তুত ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী উচ্চ শিক্ষার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কারণ, সে আমলে যতগুলো কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই কলকাতা ও তার আশপাশে অবস্থিত ছিল। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তৎকালীন বৃহত্তর বাংলায় উচ্চশিক্ষার মোট ৪৪টি কেন্দ্র ছিল; যার মধ্যে মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মত সাতটি পেশাদারী কলেজসহ আরো ১৩টি কলেজ কলকাতায়ই অবস্থিত ছিল। এছাড়া বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে যে কলেজগুলো স্থাপিত ছিল, তার নয়টি মাত্র পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে ছিল। যেমন ঃ ১. ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৮৮৯ খ্রি.); ২. চিটাগং কলেজ, চট্টগ্রাম, (১৮৬৯ খ্রি.); ৩. ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা, (১৮৯৯ খ্রি.) ; ৪. ঢাকা কলেজ, ঢাকা, (১৮৪১ খ্রি.) ; ৫. জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা, (১৮৮৪ খ্রি.) ; ৬. হিন্দু একাডেমী, (পরে ব্রজলাল কলেজ), দৌলতপুর, খুলনা, (১৮৯৬ খ্রি.) ; ৭. ভিক্টোরিয়া কলেজ, নড়াইল, যশোর, (১৮৮৬ খ্রি.) ; ৮. এড্ওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, (১৮৯৮ খ্রি.) ; ৯. রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, (১৮৭৩ খ্রি.)। এতদ্ব্যতীত ঢাকায় একটি ল' কলেজ এবং একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ছিল।[১]

এ সময় উচ্চ শিক্ষার জন্য গোটা আসামে মাত্র ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। যথা ঃ মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট (১৮৬৩ খ্রি.) ; ২. কটন কলেজ, গৌহাটি।

১. Calcutta University Commission Report, Vol. pt, I.pp.143-75

www.pathagar.com

এছাড়া গৌহাটিতে একটি ল' কলেজও প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৯ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২০ সালে সিরাজগঞ্জে ইসলামিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ কলেজের নামেই বোঝা যায়, এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হিন্দুগণ। ফলে, এ সব প্রতিষ্ঠানে তাঁদের প্রাধান্য ও আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। এজন্য দরিদ্র মুসলিম ছাত্ররা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষার ফায়দা খুব কমই পেতো।

বস্তুত ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হলে এ অঞ্চলের ভাগ্যহত মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে কিছুটা আশার আলো জ্বলে ওঠে এবং ১৯০৫ হতে ১৯১১ সন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে তারা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সনে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫টি এবং এসব কলেজই এফিলিয়েটড ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ১৯৫৩-৫৪ সনে এ কলেজের সংখ্যা উন্নীত হয়ে ৬৫ টিতে দাঁড়ায়। ১৯৫৪ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে রাজশাহী বিভাগের ১৮টি কলেজ তার সাথে সংযুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিভাগের কলেজগুলো তার সাথে সংযুক্ত হয়।[২] জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত নিম্নোক্ত কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। যথা ঃ

| ক্রম: | কলেজের নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | ঢা:বি: পরিবারভুক্ত হয় |
|---|---|---|---|
| ১. | ঢাকা কলেজ, ঢাকা; | ১৮৪১ | ১৯৪৭-৪৮ |
| ২. | ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা; | ১৯২৬ | " |
| ৩. | জগন্নাথ কলেজ ঢাকা ; | ১৮৮৪ | " |
| ৪. | হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা | ১৯৩৯ | " |
| ৫. | রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর | ১৯১৮ | " |

২. M.A. Rahim,The History of the University of Dacca, p. 257

www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬. | আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯০৯ইং | ১৯৪৭-৪৮ইং |
| ৭. | গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | ১৯৪৩ | " |
| ৮. | সাদাত কলেজ, করোটিয়া,টাংগাইল | ১৯২৬ | " |
| ৯. | বি.এম. কলেজ, বরিশাল | ১৮৮৯ | " |
| ১০. | ফজলুল হক কলেজ, চাখার, বরিশাল | ১৯৪০ | " |
| ১১. | শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা | ১৯৪৯ | ১৯৫১-৫২ |
| ১২. | নটরড্যাম কলেজ, ঢাকা | ১৯৫২ | ১৯৫২-৫৩ |
| ১৩. | বাংলা কলেজ, মীরপুর, ঢাকা | ১৯৬২ | ১৯৬২-৬৩ |
| ১৪. | সেন্ট্রাল উমেনস্ কলেজ, ঢাকা | ১৯৫৬ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ১৫. | শেখ বুরহানউদ্দীন কলেজ, ঢাকা | ১৯৮৫ | ১৯৬৯-৭০ |
| ১৬. | সলিমুল্লাহ কলেজ, ঢাকা | ১৯২৫ | ১৯৪৯-৫০ |
| ১৭. | তিতুমীর কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৮ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ১৮. | টি এন্ড টি কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৫ | " |
| ১৯. | নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৮ইং | ১৯৬৮-৬৯ইং |
| ২০. | তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা | ১৯৬১ | " |
| ২১. | লালমাটিয়া গার্লস কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৬ | " |
| ২২. | সিদ্ধেশরী কলেজ, ঢাকা | ১৯৬২ | ১৯৭০-৭১ |
| ২৩. | বদরুন্নেছা উমেনস্ কলেজ, ঢাকা | ১৯৪৮ | " |
| ২৪. | কলেজ অব মিউজিক, ঢাকা | ১৯৬৩ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ২৫. | ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা | ১৯৫৭ | ১৯৭০-৭১ |
| ২৬. | ফজলুল হক গার্লস কলেজ, ঢাকা | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ২৭. | আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | " |
| ২৮. | আবূ যর গিফারী কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | " |
| ২৯. | ইউনিভারসিটি উমেন্স ফেডারেশন ক: ঢাকা | ১৯৬২ | " |
| ৩০. | হাবিবুল্লাহ্ বাহার কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৯ | ১৯৭৩-৭৪ |
| ৩১. | সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৬ | ১৯৭৪-৭৫ |
| ৩২. | কাপাসিয়া কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৫ | ১৯৬৯-৭০ |
| ৩৩. | ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | ১৯৭০-৭১ |
| ৩৪. | কালিয়াকৈর কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৮ | ১৯৭৩-৭৪ [৩] |

৩. Ibid.

www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৫. | তুলারাম কলেজ, ঢাকা | ১৯৪৫ | ১৯৪৯-৫০ |
| ৩৬. | সাভার কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | ১৯৭২-৭৩[৪] |
| ৩৭. | জামালপুর কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | ১৯৬৯-৭০ |
| ৩৮. | নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৫ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৩৯. | সোনারগাঁও কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৯ | ১৯৭৪-৭৫ |
| ৪০. | নরসিংদী কলেজ, ঢাকা | ১৯৪৯ | ১৯৫১-৫২ |
| ৪১. | দেবেন্দ্র কলেজ, ঢাকা | ১৯৪২ | ১৯৪৭-৪৮ |
| ৪২. | তেরোশ্রি কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৫ | ১৯৭০-৭১ |
| ৪৩. | ঘিউর কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | ১৯৭০-৭১ |
| ৪৪. | মূরাপারা কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৬ | ১৯৭৪-৭৫ |
| ৪৫. | ইয়াসিন কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৮ | ১৯৭০-৭১ |
| ৪৬. | নাজিম উদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৪৮ | ১৯৪৯-৫০ |
| ৪৭. | বঙ্গবন্ধু কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৫০ | ১৯৫৮-৫৯ |
| ৪৮. | রাজবাড়ী কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬১ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ৪৯. | রামদিয়া এস. কে. কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৪২ | ১৯৪৯-৫০ |
| ৫০. | কে. এম. কলেজ, ভাঙ্গা ফরিদপুর | ১৯৬৫ | ১৯৭০-৭১ |
| ৫১. | বোয়ালমারী কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৬ | ১৯৭০-৭১ |
| ৫২. | পাংশা কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৫৩. | কামারখালি কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৭০ | ১৯৭৩-৭৪ |
| ৫৪. | নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৪৮ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ৫৫. | মুমিনুন্নেসা উমেন্স কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৫৯ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ৫৬. | ময়মনসিংহ কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৪ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ৫৭. | গৌরীপুর কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৪ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ৫৮. | গফরগাঁও কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৫০ | ১৯৫১-৫২ |
| ৫৯. | সরিষাবাড়ী কলেজ, জামালপুর | ১৯৬৭ | ১৯৬৯-৭০ |
| ৬০. | নজরুল কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৭ | ১৯৭০-৭১ |
| ৬১. | আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর | ১৯৪৬ | ১৯৬৬-৬৭ |
| ৬২. | শহীদ স্মৃতি কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৭ | ১৯৭০-৭১ |

৪. Cf. M.A. Rahim, op. cit.; pp. 258

www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬৩. | শেরপুর কলেজ, জামালপুর | ১৯৬৪ | ১৯৬৬-৬৭ |
| ৬৪. | কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৬৫. | পাকুন্দিয়া কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৫ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৬৬. | হাজী আসমত কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৪৭ | ১৯৪৮-৪৯ |
| ৬৭. | নেত্রকোণা কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৪৯ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ৬৮. | হোসেনপুর কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৭০ | ১৯৭৩-৭৪ |
| ৬৯. | মোহনগঞ্জ কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৭০. | তেলিগাতী কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩[৫] |
| ৭১. | পূর্বধলা কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৭২. | আত্রাবাড়ী কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৭৩. | কুমুদিনী কলেজ, টাংগাইল | ১৯৪৩ ✓ | ১৯৪৭-৪৮ |
| ৭৪. | এম.এম. আলী কলেজ, টাংগাইল | ১৯৫৭ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ৭৫. | নাগরপুর কলেজ, টাংগাইল | ১৯৬৬ | ১৯৬৯-৭০ |
| ৭৬. | ভূঁয়াপুর কলেজ, টাংগাইল | ১৯৪৮ | ১৯৬৫-৬৬ |
| ৭৭. | ধানবাড়ী কলেজ, টাংগাইল | ১৯৬৭ | ১৯৭০-৭১ |
| ৭৮. | গোপালপুর কলেজ, টাংগাইল | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৭৯. | ঘাটাইল ব্রাহ্মশ্মশান গণ-মহাবিদ্যালয় টাংগাইল | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৮০. | উমেন্‌স কলেজ, বরিশাল | ১৯৫৭ | ১৯৬৪-৬৫ |
| ৮১. | বরিশাল কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৩ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ৮২. | সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৬ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ৮৩. | পিরোজপুর কলেজ, বরিশাল | ১৯৫৭ | ১৯৬৪-৬৫ |
| ৮৪. | ঝালকাঠি কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৪ | ১৯৬৬-৬৭ |
| ৮৫. | ভোলা কলেজ, বরিশাল | ১৯৬২ | ১৯৬৪-৬৫ |
| ৮৬. | গৌরনদী কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৪ | ১৯৬৭-৬৮ |
| ৮৭. | মঠবাড়িয়া কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৮৮. | আবুল কালাম কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৮৯. | স্বরূপকাঠি কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৫ | ১৯৭০-৭১ |
| ৯০. | পটুয়াখালী কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৫৭ | ১৯৬৪-৬৫ |

৫. ৪. Cf. M.A. Rahim, op. cit.; pp. 258-259

www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯১. | পটুয়াখালী নাইট কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৯২. | পটুয়াখালী মহিলা কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৬৬ | ১৯৬৯-৭০ |
| ৯৩. | আদর্শ কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৯ | ১৯৭০-৭১ |
| ৯৪. | সেন্ট্রাল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ১৯৬৯ | ১৯৭৩-৭৪ |
| ৯৫. | শ্রীপুর কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৯৬. | দোহার নওয়াবগঞ্জ কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৫ | ১৯৭০-৭১ |
| ৯৭. | রামেরকান্দা কলেজ, ঢাকা | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৯৮. | রায়পুর কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৭ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৯৯. | মনোহরদী কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০০. | শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ, ঢাকা | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০১. | ভিজু মেমোরিয়াল কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৬ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০২. | মানিকগঞ্জ মহিলা কলেজ, ঢাকা | ১৯৭২ ✓ | ১৯৭৪-৭৫ |
| ১০৩. | কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ, ঢাকা | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০৪. | সিংগাইর কলেজ, ঢাকা | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০৫. | সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৬ | ১৯৬৯-৭০[৬] |
| ১০৬. | বরহামগঞ্জ কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৪ | ১৯৬৯-৭০ |
| ১০৭. | পূর্ব মাদারীপুর কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০৮. | চর-ভদ্রাসন কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০৯. | জাহিদা-সাফির উমেন্স কলেজ, জামা: | ১৯৬৭ | ১৯৭০-৭১ |
| ১১০. | নান্দিনা কলেজ, জামালপুর | ১৯৬৬ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১১. | ফুলপুর কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১২. | বাজিতপুর কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৪ | ১৯৭০-৭১ |
| ১১৩. | কাটিয়াদি কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১৪. | মাদারগঞ্জ এ.এইচ,জে. কলেজ, জামাল: | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১৫. | ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৮ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১৬. | আলমগীর-মনসুর মেমোরিয়াল ক: ময়ম: | ১৯৭২ ✓ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১৭. | শ্রীবর্দি কলেজ, জামালপুর | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১১৮. | আবদুর রহমান কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |

৬. ৪. Cf. M.A. Rahim, op. cit.; pp. 259-260

www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১৯. | ইসলামপুর কলেজ, জামালপুর | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২০. | আবদুল খালেক মেমো: কলেজ জামাল: | ১৯৭৩ ✓ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২১. | বি.সি.আর.জি. কলেজ টাংগাইল | ১৯৬৭ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২২. | মীর্জাপুর কলেজ, টাংগাইল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২৩. | পাতারহাট আর.সি. কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৬ | ১৯৭০-৭১ |
| ১২৪. | চর-ফেশন কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৮ | ১৯৭০-৭১ |
| ১২৫. | শাহবাজপুর কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৮ | ১৯৭০-৭১ |
| ১২৬. | রাজাপুর কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭০-৭১ |
| ১২৭. | ভাণ্ডারিয়া কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২৮. | কলসকাটি কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২৯. | ধামূরা কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩০. | ফজিলাতুন্নেসা মহিলা কলেজ, বরিশাল | ১৯৭২✓ | ১৯৭৪-৭৫ |
| ১৩১. | শেরে বাংলা কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩২. | হিমায়েত উদ্দীন কলেজ, বরিশাল | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩৩. | মাটিভাংগা কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৭ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩৪. | আমতলী কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩৫. | বাউফল কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৬৬ | ১৯৭০-৭১ |
| ১৩৬. | গলাচিপা কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩৭. | বরগুণা কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৬৯ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১৩৮. | মহরুদ্দীন বিশ্বাস কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৭০ | ১৯৭২-৭৩[৭] |

উপরে বর্ণিত কলেজগুলো ছাড়াও আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারভুক্ত হিসেবে ১২টি ল' কলেজ আছে; যথা ঃ

| ক্রম: | কলেজের নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | ঢা:বি: পরিবারভুক্ত হয় |
|---|---|---|---|
| ১. | সেন্ট্রাল ল-কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৩ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ২. | সিটি ল-কলেজ, ঢাকা | ১৯৫৭ | ১৯৫৭-৫৮ |
| ৩. | ঢাকা ল-কলেজ, ঢাকা | ১৯৭২ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৪. | ধানমণ্ডি ল-কলেজ, ঢাকা | ১৯৭৩ | ১৯৭৫-৭৬ |

৭. ৪. Cf. M.A. Rahim, op. cit.; pp. 260-61

www.pathagar.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫. | নারায়ণগঞ্জ ল-কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | ১৯৭২ ✓ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৬. | খোন্দকার নূরুল হোসেন ল-একা: মানি: | ১৯৭২ ✓ | ১৯৭২-৭৩ |
| ৭. | বাংলাদেশ ল-কলেজ, ঢাকা | ১৯৭৪ | ১৯৭৪-৭৫ |
| ৮. | মোমেনশাহী ল-কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৬৭ | ১৯৬৭-৬৮ |
| ৯. | ফরিদপুর ল-কলেজ ফরিদপুর | ১৯৭২ ✓ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১০. | বরিশাল ল-কলেজ, ফরিদপুর | ১৯৬৩ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ১১. | ভোলা ল-কলেজ, বরিশাল | ১৯৭২ ✓ | ১৯৭২-৭৩ |
| ১২. | পটুয়াখালী ল-কলেজ, পটুয়াখালী | ১৯৭৩ ✓ | ১৯৭৩-৭৪ |

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দাবি পূরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত ২১টি কনস্‌টিটিউয়েন্ট বা প্রয়োজনীয় কলেজ আছে, যাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

| ক্রম: | কলেজের নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | ঢা:বি: পরিবারভুক্ত হয় |
|---|---|---|---|
| ১. | ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা | ১৯৪৬ ✓ | ১৯৪৬-৪৭ |
| ২. | স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ. ঢাকা | ১৯৬৩ | ১৯৬৩-৬৪ |
| ৩. | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মন: | ১৯৬২ | ১৯৬২-৬৩ |
| ৪. | শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল | ১৯৬৮ | ১৯৬৮-৬৯ |
| ৫. | ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা | ১৯৬১ | ১৯৬১-৬২ |
| ৬. | আই.পি.জি.এম. এন্ড রিসার্চ, ঢাকা | ১৯৬৬ | ১৯৬৬-৬৭ |
| ৭. | বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ঢাকা | ১৯৬২ | ১৯৬২-৬৩ |
| ৮. | রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল ফর দি ডিসএবেল্‌ড | ১৯৭৩ ✓ | ১৯৭৩-৭৪ |
| ৯. | কলেজ অব নার্সিং, ঢাকা | ১৯৭০ | ১৯৭৭-৭৮ |
| ১০. | ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্‌টিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন, ঢাকা | ১৯৭৭ ✓ | ১৯৭৭-৭৮ |
| ১১. | টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা | ১৯০৯ ✓ | ১৯২১-২২[৮] |
| ১২. | টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ | ১৯৪৮ | ১৯৪৮-৪৯ |
| ১৩. | টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফর উইমেন, ময়ম: | ১৯৫২ | ১৯৫২-৫৩ |

৮. Cf. M.A. Rahim, op. cit.; pp. 261-62

www.pathagar.com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৪. | টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা | ১৯৬৪ | | ১৯৬৪-৬৫ |
| ১৫. | কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, ঢাকা | ১৯৫৪ | | ১৯৫৪-৫৫ |
| ১৬. | বাংলাদেশ এডুকেশন একস্‌টেনশন এন্ড রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট, ঢাকা | ১৯৫৯ | | ১৯৫৯-৬০ |
| ১৭. | কলেজ অব ফাইন আর্টস এন্ড ক্রাফ: ঢাকা | ১৯৬৩ | | ১৯৬৩-৬৪ |
| ১৮. | কলেজ অব হোম ইকোনমিক্‌স, ঢাকা | ১৯৬১ | | ১৯৬১-৬২ |
| ১৯. | কলেজ অব টেক্‌স্টাইল টেক্‌নোলজি ঢা: | ১৯৭৮ | ✓ | ১৯৭৮-৭৯ |
| ২০. | কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, ঢাকা | ১৯৭৮ | ✓ | ১৯৭৮-৭৯ |
| ২১. | কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং জয়দেবপুর, ঢা: | ১৯৭৯ | ✓ | ১৯৭৯-৮০[৯] |

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে দেখানোর চেষ্টা করা হলো যে, ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনুন্নত ও অবহেলিত বাংলার মুসলিম সমাজ কত দ্রুত অজ্ঞতার অভিশাপ পরিহার করে, জ্ঞানে-গুণে গরীয়ান ও মহীয়ান হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে শত-সহস্র জ্ঞান-প্রদীপ আজ প্রজ্জ্বলিত, যা থেকে এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বত-ই উপকৃত ও লাভবান হচ্ছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯২১-১৯৭৩ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫,৩০৬ জন গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি করেছে।[১০] বর্তমানে এ সংখ্যা বহুগুণে বেশি। সামনের আলোচনায় একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হবে এবং দেখানো হবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কতজন এখান থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী তথা পি.এইচ.ডি. ও ডি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে যাঁরা নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি বা সমমানের উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ ও জাতির

৯. Cf. M.A. Rahim, op. cit.; pp. 262

১০. Ibid. p. 172

www.pathagar.com

খেদমতে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের পরিচয় পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় দুঃখ প্রকাশ করছি।

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৫০৪ জন 'রিসার্চ স্কলার' পদের গবেষণা কাজের জন্য পি.এইচ.ডি ও ডি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং অনেক রিসার্চ ফেলো তাদের গবেষণা কাজের জন্য এম.ফিল ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েছেন, যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মৌলিক অবদানের পরিচয় বহন করে।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অবস্থার চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার জন্য সন-ওয়ারী ক্রমধারা অনুসারে যারা পি.এইচ.ডি ও ডিএস.সি ডিগ্রী লাভ করেন, তাঁদের নাম ও থিসিসের বিষয়টি উল্লেখ করার চেষ্টা করবো ঃ

**সময়পর্ব ঃ ১৯২১-১৯৪৭ সন পর্যন্ত পি.এইচ.ডি ও ডি. এসসি ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ও থিসিস ঃ**

১. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, পি.এইচডি; (কলা), ১৯২৫;
বিষয় ঃ Buddhist Iconography.

২. এ. এন. কাপান্না ঃ ডি,এস.সি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩০ ; বিষয় ঃ The Velocity of lonic Reactions.

৩. এসসি দে; ডি,এসসি; (বিজ্ঞান) ১৯৩০; বিষয় Reaction on Hydrazides and Heterocyclic compounds derived from them.

৪. কালিপদ বসু; ডি. এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩০ ; বিষয় ঃ Published works

৫. বি.কে. রায়; পিএইচ.ডি. (কলা); ১৯৩০ বিষয় ঃ Morphology of the old English Noun and Verb traced from pro-ethnic Indo-Germanic.

৬. বি.এস. শ্রীকাণ্ড ; ডিএস.সি; (বিজ্ঞান), ১৯৩১ ; বিষয় ঃ Reaction at the Surface of hot metallic felaments.

৭. নির্মল কুমার সেন ; ডি,এস.সি ; (বিজ্ঞান), ১৯৩১ ; বিষয় ঃ Chemical Composition of Jute Seeds Corhorus Capsularies.

৮. বিনয়েন্দ্র নাথ রায়; পিএইচ.ডি ; (কলা) ১৯৩৩ ; বিষয় ঃ Theory of consciousness in Neo-Realism.

www.pathagar.com

৯. আর.জি. বসাক ; পিএইচ.ডি ; (কলা) ; ১৯৩৩ ; বিষয় ঃ History of North-Eastern India, 320-750 A.D

১০. অরুণ কুমার দত্ত ; ডিএসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৩ ; বিষয় ঃ Application of Spectors-copy to Chemical Problems.

১১. যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ;পিএইচ.ডি; (কলা) ; ১৯৩৩; বিষয় ঃ Malik Ambar.[১১]

১২. এন.কে. ভট্টশালী; পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৩৪; বিষয় ঃ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.

১৩. এন.এন. চৌধুরী ; পিএইচ.ডি ; (কলা) ; ১৯৩৫ ; বিষয় ঃ Studies in the Apabhramsa Texts of the Dakaranva.

১৪. কামাখ্যা রঞ্জন সেন; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৫ ; বিষয় ঃ Studies of Variation in the Physical Properties of Cotton.

১৫. পি.সি.দত্ত ; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৬ ; বিষয় ঃ Colour and Chemical Constitution.

১৬. পি.সি. লাহিড়ী; পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৩৬; বিষয় ঃ Concept of Rit and Guna in Sanskrit Peties in their historical development.

১৭. পুলিন বিহারী সরকার; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৬; বিষয় ঃ Chemistry of Jute Lignin.

১৮. ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র; ডি. এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৭ ; বিষয় ঃ Studies on the proteins on Vibraio Cholerae and Related Organisms.

১৯. তারপদ বন্দোপাধ্যায়; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ১৯৩৭; বিষয় ঃ Studies of the photoactive properties of Sols.

২০. বিপিনচন্দ্র কর; ডি. এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৮ ; বিষয় ঃ Studies on the properties of Inorganic Cataclysts which partially stimulate paraxidases.

---

১১. Dacca University Examination Results, 1922-47; Recepients of Doctorate Degree of Dacca University, 1925-47; Minutes of Executive Council, Proccedigs of Academic Council, Annual Reports, 1921-47

www.pathagar.com

২১. বাধবচন্দ্র নাথ; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৮; বিষয় ঃ Investigation on the Constitution of Artostenone.

২২. সুনীল বিহারী সেনগুপ্ত; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৮; বিষয় ঃ Studies in the fluorescence of dye-stuffs.[১২]

২৩. পি.বি. ভট্টাচার্য, পি.এইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৯ ; বিষয় ঃ Phycico Chemical Studies of gels of Silica, Alumina and ferrie hydroxide and red soils of India.

২৪. এস.এম. দাসগুপ্ত, পি.এইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৯; বিষয় ঃ Studies in the absorption of Carotene under various dietary condition and its effects on the Reichert and Iodine values of butter fats.

২৫. শান্তিলাল বন্দোপাধ্যায়; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৯; বিষয় ঃ The Magnetic Anisotropy of Crystals in relation to their structure.

২৬. এস.এম.মিত্র; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৯; বিষয় ঃ Studies of fluorescence and their optical phenomena.

২৭. রজব আলী মীর্জা; পি.এইচ.ডি; (কলা); ১৯৩৯; বিষয় ঃ The Bringand Poets of Arabia.

২৮. জে.এস. ঘোষ; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৩৯ ; বিষয় ঃ (a) Synthesis of heterocyclic Compounds, (b) Quinoline derivatives, (c) Influence of fused Benzene Ring on the formation of heterocyclic compounds.

২৯. আবদুল হালিম;পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৩৯; বিষয় ঃ History of the Lodi Sultans of Delhi.

৩০. পি.সি. রক্ষিত; পি.এইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৯; বিষয় ঃ Studies in Ascarbic Acid.

৩১. এস.এন. সরকার; ডি.এস-সি; (বিজ্ঞান); ১৯৩৯; বিষয় ঃ Enzemes of some wood rotting polypores.

৩২. আর. সি. হাজরা; পি.এইচ,ডি; (কলা); ১৯৪০; বিষয় ঃ Studies in Puranic records on Hindu rites and customs in relation to the Dharmasastra.[১৩]

---

১২. Ibid

১৩. Ibid

www.pathagar.com

৩৩. জে. এন. চক্রবর্তী ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪০; বিষয় ঃ Mechanical analysis of lateritic sails.

৩৪. পি.সি. ব্যানার্জী ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান), ১৯৪০; বিষয় ঃ Use of Vanadous Sulphate as a reducing agent in Volumetric analysis.

৩৫. এস.কে. ভট্টাচার্য; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৪১ ; বিষয় ঃ Studies on Iodination of various unsaturated organic compounds.

৩৬. দুর্গাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৪১ ; বিষয় ঃ Special Functions.

৩৭. কে. এম. চক্রবর্তী ; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৪১; বিষয় ঃ Chemistry of Clerodendron infortunatum.

৩৮. এইচ. কে. ব্যানার্জী ; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৪১; বিষয় ঃ Cataclytic formation of methane from carfon monoxide and hydrogen.

৩৯. এস.আর, দাসগুপ্ত; পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৪২; বিষয় ঃ A study of Alexander's space, time and deity.

৪০. ধীরেন্দ্র লালদাস; পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৪২; বিষয় ঃ The absolutism of F.H. Bradley.

৪১. কুমুদরঞ্জন কর; পিএইচ.ডি. (বিজ্ঞান); ১৯৪২; বিষয় ঃ Studies on Induced Dichroism in Colloids and Diazo compounds.

৪২. বি.এন. ভট্টাচার্য; পিএইচ. ডি; (কলা); ১৯৪২; বিষয় ঃ The place of Nature in some British Idealistic systems of thought.

৪৩. হরিনাথ দে; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৪৩; বিষয় ঃ Experimental study of some cromium cmpounds.

৪৪. পি.সি. রায় চৌধুরী ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৩; বিষয় ঃ Experimental study of some cromium compounds.

৪৫. এম.সি. চাকলাদার; পিএইচ. ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৩; বিষয় ঃ Study in Soil moisturn.[১৪]

১৪. Ibid

www.pathagar.com

৪৬. এন.কে. দে; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৩; বিষয় ঃ Studies in Vitamin A and caretene.

৪৭. এস.সি. ভট্টাচার্য ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৪ ;
বিষয় ঃ Studies in the Santaleb series.

৪৮. বি.সি. দেব; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৫; বিষয় ঃ Studies on Laterite and Red Soils of India.

৪৯. অক্ষয়ানন্দ বসু; ডি. এসসি; (কলা) ১৯৪৬; বিষয় ঃ (i) Paramagnetism of single crystals of Iron group of elements at low temperatures, (ii) Magnetic moments of S-state Ions, etc. (iii) Diamagnetism of some organic compounds, etc.

৫০. এস.বি. চৌধুরী; পিএইচ. ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৬; বিষয় ঃ The Geography of ancient ethnic settlement of Northern India.

৫১. টি.এল. রামাচার; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৭; বিষয় ঃ Studies on Photo-Chemical activity of vaxadic acid complexes.

৫২.এ.বি. বিশ্বাস; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৭; বিষয় ঃ Physico-Chemical studies on complex acid and its comple formation with weak organic acid.

৫৩. এস.আর.সেন; পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৪৭; বিষয় ঃ Restrictionalism in India.

৫৪. এস.কে. গুহ; ডি. এসসি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৪৭; বিষয় ঃ Studies on some thioindigoid Azine and Azonium Dyes-a correction of colour with constitution.

৫৫. এম.ডি. সুলায়মান; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৭; বিষয় ঃ Studies in Colloidal constituents of some Indian Laterite red soils.[১৫]

৫৬. মোহাম্মদ এছহাক; পিএইচ.ডি; (কলা) ; ১৯৪৭; বিষয় ঃ India's Contribution to the Hadith Literature.

৫৭. রামেশ্বর মুখার্জী; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৭; বিষয় ঃ Studies on Protein Metabolism in relation to cattle nutrition.[১৬]

১৫. Ibid

১৬. Ibid

www.pathagar.com

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত মোট ৫৭ জন ব্যক্তিত্ব উচ্চতর-শিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা কাজের জন্য পিএইচ.ডি. এবং ডি.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম ১৯২৫ সনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। পিএইচ.ডি ও ডি.এস.সি ডিগ্রী প্রাপ্ত মোট ৫৭ জনের মধ্যে মাত্র চার জন মুসলমান ; অবশিষ্ট সবাই হিন্দু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম যে মুসলমান পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন, তাঁর নাম রজব আলী মীর্জা। তিনি ১৯৩৯ সনে এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

আলোচ্য পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশের মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান চির স্মরণীয়-চির অম্লান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে যাদের পরিচয় বলতে কিছুই ছিল না, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে তারা জ্ঞান-গরিমা, শৌর্য-বীর্যের পথে দৃপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাকেন্দ্রের খতিয়ান থেকে বুঝাবার চেষ্টা করা হলো বাংলাদেশের মুসলিম সন্তানরা কত দ্রুত তাদের নিম্নতম শিক্ষালয় থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও কলেজের সোপান অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এসে সমবেত হয়েছিলো। এ সময়ের মধ্যে যে সমস্ত মুসলমান ছাত্র গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নিয়ে বের হয়েছিলেন, তাঁরা সমাজের ও দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। উচ্চ-শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা বুঝতে পেয়েছিলেন, তাঁদের জাতীয় ও ধর্মীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষা দান ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। তাই অনেকেই সরকারী লোভনীয় চাকরির মায়া পরিত্যাগ করে ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান এবং মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতাকে নিজেদের পেশা হিসেবে বেছে নেন। বাংলার মুসলিমদের কানের কাছে অজ্ঞতার ঘুম ভাঙানো গান যাঁরা গেয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রী প্রাপ্ত।

আমরা সামনের আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করবো পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ

www.pathagar.com

১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্টের পর হতে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কত জন পি.এইচ.ডি বা ডি.এস.সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েছেন ঃ

১. বি.সি. গুহ্; ডি.এস.সি ; (বিজ্ঞান); ১৯৪৮

বিষয় ঃ Magnetia Properties of Paramagnetic Crystals at low temperature.

২. এইচ.এম. সেনগুপ্ত ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৮;

বিষয় ঃ On the bending of elastic plates with elliptic,etc.

৩. রামেশ্বর দাস; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৪৮;

বিষয় ঃ Studies on Leaf phosphotases.

৪. সুরেশ মোহন ভট্টাচার্য ; পিএইচ.ডি; (কলা) ; ১৯৪৮;

বিষয় ঃ Alamkara Section of Agnipurana.

৫. সুধীর চন্দ্র সেন; পিএইচ.ডি ; (কলা) ; ১৯৪৮;

বিষয় ঃ Organic Reagants in Inorganic Analysis.[১৭]

৬. ভূপাল চন্দ্র রায় সরকার ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৫০;

বিষয় ঃ Studies on Caretene in green fodder.

৭. আশুতোষ মুখার্জী ; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৫০

বিষয় ঃ Principal magnetic susceptibilities of Single Crystals of Rare Earth Salts at Low Temperature.

৮. সাব্‌রা মোহন মুখার্জী ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৫০

বিষয় ঃ Studies in Seismology.

৯. কাজী মোতাহার হোসেন ; পিএইচ.ডি ; (কলা); ১৯৫০

বিষয় ঃ Balanced Incomplete Block Designs.

---

১৭. Minutes of the Executive Council (Syndicate) and Proceedings of the Academic Council, 1948-71; Annual Reports, 1948-71 ; Recepients of Doctorate degrees of the Dacca University, 1948-71.

www.pathagar.com

১০. মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় ; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৫১

বিষয় ঃ Studies on Soil Phosphorus : The fixation of Phosphates on Indian Red and Laterite soil.

১১. কৃষাণ দাশ চৌধুরী ; পিএইচ.ডি ; (বিজ্ঞান); ১৯৫২;

বিষয় ঃ Studies of Absorption, Conductivity of polarised Fluorescence of Dye Stuff on solution.

১২. এস.এ. সাব্‌জওয়ারী ; পিএইচ.ডি ; (কলা) ; ১৯৫৩;

বিষয় ঃ The Philosophical History of Urdu Language.

১৩. আব্‌দুল্লাহ্ ফারুক ; পিএইচ.ডি; (কলা) ; ১৯৫৪ ;

বিষয় ঃ The Marketing of Rice of East Pakistan.

১৪. আবদুল খালেক, পিএইচ.ডি ; (বিজ্ঞান) ; ১৯৫৪;

বিষয় ঃ A Study of Jute seeds.

১৫. এস.এ.কিউ. হোসাইনী ; পিএইচ.ডি ; (কলা) ; ১৯৫৫;

বিষয় ঃ Bahman Shah, Founder of Bahmani Kingdom.

১৬. উপেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার ; এল.এল.ডি ; ১৯৫৫;

১৭. এম.ডি. আতিকুল্লাহ ; পিএইচ.ডি (কলা) ; ১৯৫৭ ; ১৯৫৫;

বিষয় ঃ On Configuration and non-isopporphism of some Incomplete Block Designs.[১৮]

১৮. মিসেস নীলিমা ইব্রাহীম ; পিএইচ.ডি ; (কলা) ; ১৯৫৭ ;

বিষয় ঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটক

১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য ; পিএইচ.ডি; (কলা) ; ১৯৫৯;

বিষয় ঃ বাউল লোকসাহিত্য

২০. আবদুল করিম; পিএইচ.ডি; (কলা) ; ১৯৫৯ ;

বিষয় ঃ Social History of Muslims of East Bengal down to 1538.

১৮. Ibid

www.pathagar.com

২১. মুঈনউদ্দীন আহমদ খান ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬১

বিষয় ঃ Faraidi Movement in Bengal.

২২. এম.আর. তরফদার ; পিএইচ. ডি. ; (কলা) ; ১৯৬১ ;

বিষয় ঃ Husain Shahi Rule in Bengal.

২৩. আবদুল হক ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬১ ;

বিষয় ঃ The influence of Persian Poetry on Urdu Poetry (down to 1857).

২৪. রকিব উদ্দীন আহমদ ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬২ ;

বিষয় ঃ The progress of the Jute Industry and Trade.

২৫. ফরিদ উদ্দীন আহমদ ; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৬২ ;

বিষয় ঃ Agriculture and Rural Economy of East Pakistan.

২৬. এ.এম. চৌধুরী ; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান) ; ১৯৬২ ;

বিষয় ঃ The Structure Determination of Orthodinitre bonzons.

২৭. এ.টি.এম, আনিসুজ্জামান; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬৩ ;

বিষয় ঃ ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারা

২৮. গোলাম সাকলায়েন ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬৩ ;

বিষয় ঃ বাংলা মর্সিয়া সাহিত্য।

২৯. এস.এস.এম.এ. খোরাসানী ; পিএইচ.ডি ; (বিজ্ঞান) ; ১৯৬৩;

বিষয় ঃ Investigations on Antimony analysis.s.[১৯]

৩০. এম.ডি. মুইজ উদ্দীন ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬৩ ;

বিষয় ঃ Life and works of Qaim Chandpuri.

৩১. সিসিল এফ. মুয়াদ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ; ১৯৬৪;

বিষয় ঃ The position of the composer in European society form middle of 18th. to middle of 19th. century.

---

১৯. Ibid

www.pathagar.com

৩২. হানিফ কোরায়েশী ফারুক ; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৬৪ ;

বিষয় ঃ Social Analysis of Urdu Poetry during 1857 and after.

৩৩. এম.ডি. আতিকুল্লাহ্ ; ডি.এসসি ; (বিজ্ঞান); ১৯৬৬ ;

বিষয় ঃ Contribution of the theory of analysis of Variance.

৩৪. এম.জেড. হুদা; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৬৭;

বিষয় ঃ Indo-pak contribution to persain literateure.

৩৫. আহমদ শরীফ; পিএইচ.ডি.; (কলা); ১৯৬৭;

বিষয় ঃ Saiyid Sultan, His works and Time.

৩৬. এম.ডি. সদরুল হক ; পিএইচ.ডি. ; (কলা) ১৯৬৭;

বিষয় ঃ Nassakh, his life and works.

৩৭. আবেদা হাফিজ; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৬৭;

বিষয় ঃ Tarikh-i-Shuai.

৩৮. আস্কার ভি, রোয়েক; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৬৮;

বিষয় ঃ Application of foreign made Objective tests for selecetion and guidance of students in Pakistan and countries other than U.K.

৩৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৬১;

বিষয় ঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, (১৮৫৭-১৯২০)

৪০. এম.ডি. হাবিবুল্লাহ্; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৭০;

বিষয় ঃ Employee centred supervision and productivity in the Jute industry of Pakistan.[২০]

৪১. অসিত রঞ্জন মজুমদার; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); ১৯৭০;

বিষয় ঃ Study of fees nuclear process from scatterirg of deuterons and Alfa practices.

২০. Ibid

www.pathagar.com

৪২. আব্দুল জলিল মিয়া; পিএইচ.ডি.; (কলা); ১৯৭০;

বিষয় ঃ The Concept of Unity as the Basis of Religious Experiences.

৪৩. সৈয়দ ইউসুফ হাসান; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৭১;

বিষয় ঃ Bengal men Urdu upto 1947.

৪৪. এম.ডি. আহসান; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান) ; ১৯৭১;

বিষয় ঃ Some problems of Fermi age in Beryllium and Beryllium Oxide.[২১]

উপরে উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সন অর্থাৎ মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণামূলক মৌলিক কাজের জন্য যাঁরা সর্বোচ্চ পিএইচ.ডি. এবং ডি.এসসি, ডিগ্রী লাভ করেছেন; তাঁদের সংখ্যা ৪৪ জন। এই চুয়াল্লিশ জনের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং বাকী ৩০ জন মুসলমান। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্তি একমাত্র 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণেই লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

এবার আমরা চেষ্টা করবো ১৯৭২ হতে ২০০২* সন পর্যন্ত (অর্থাৎ স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর হতে আজ পর্যন্ত) কতজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. বা ডি.এসসি ইত্যাদি ডিগ্রীপ্রাপ্ত হয়েছেন, সন-ওয়ারী তাঁদের নাম ও থিসিসের বিষয়বস্তু ক্রমধারানুসারে বর্ণনা করা হবে। এঁরা হলেন ঃ

১. ওয়াকিল আহমদ; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৭২;
বিষয় ঃ বাংলার লোকসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান[২২]

২. মিসেস ওলিভ লেমন মাররিল; ডি.ই-ডি; ১৯৭২;

বিষয় ঃ On Secondary School Teachers.

---

২১. Ibid

২২. Minutes of the Syndicate, Proceedings of the Academic council, Annual Reports, Recepients of Ph. D. degrees of the Dacca University, 1972-48.

* এই পরিসংখ্যানটি পরিবর্তনশীল।

www.pathagar.com

৩. মিসেস বেভারলি মায়র জাহমা; ডি.ই-ডি; ১৯৭২;

বিষয় ঃ On objective test in Schools.

৪. ললিত মোহন শর্মা রায়; ডি.ই-ডি; ১৯৭২;

বিষয় ঃ On Enrolment Projections in Schools.

৫. আবদুল কাইউম ; ডি. ই-ডি; ১৯৭২;

বিষয় ঃ Bibliogrophy of quality books in Urdu for Primary school children in Pakistan.

৬. ইক্‌রামুল ইসলাম ; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান); ১৯৭৩;

বিষয় ঃ A Study of Fluctuations in the Total cross section of some Neutrons.

৭. এম.ডি. শফী চৌধুরী ; পিএই.ডি. ; (বিজ্ঞান) ; ১৯৭৩;

বিষয় ঃ Nuclear Spectroscopic Studies with (d.p.) and (t.p.) reactions.

৮. মিসেস লুৎফুন্নেসা বেগম; ডি. ই-ডি; ১৯৭৩;

বিষয় ঃ An Evaluation of the Teacher Education Programme.

৯. এ.এম. এম.ডি. শরফুদ্দীন; পিএইচ.ডি; (কলা); ১৯৭৫;

বিষয় ঃ (A) Critical edition of Abu Jafar Ahmad; (B) Nasar al-Daoad's Kitab al-Amwal, with English Translation, notes and Introduction.

১০. এম.ডি. আজিজুর রহমান, পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); ১৯৭৫;

বিষয় ঃ Some Protons capture reactions.

১১. এম.ডি. জহিরুল আলম; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); ১৯৭৫;

বিষয় ঃ Studies of the Biology, Ecology, Epidemiology and control of Rice-cutting catterpillar, Mythimna unipancta (Howorth), Nactuidac, lepidoptera in Bangladesh.[২৩]

২৩. Ibid

www.pathagar.com

১২. এ.এস.এম. নূরুল হক ভুঁইয়া; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান) ১৯৭৬;
বিষয় ঃ Studies in Metal sulphides.

১৩. দেলোয়ার হোসেন; ডি.এসসি; (বিজ্ঞান); ১৯৭৭;
বিষয় ঃ On the problems of Nuclear structure and scattering and Atomic Scattering.

১৪. এ.এস.এম. আনোয়ারুল করিম; পিএইচ.ডি. (কলা); ১৯৭৭;
বিষয় ঃ বাউল একটি লৌকিক অধ্যাত্মবাদী সাধনা

১৫. রফিকুল ইসলাম; পিএইচ.ডি.; (কলা); ১৯৭৭;
বিষয় ঃ কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও কাহিনী

১৬. এম.এ. আউয়াল; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান), ১৯৭৭;
বিষয় ঃ Proton Induced resonance reactions.

১৭. এম.ডি. মাকসুদ আলম; ডি. ই-ডি; ১৯৭৭;
বিষয় ঃ Cost projections for Bachelor of Education and Master of Arts Education degree programmes in West Pakistan for the years 1969 to 1988.

১৮. আবদুর রশীদ আহমদ ; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); ১৯৭৭;
বিষয় ঃ Unemployment among the educated youth in Bangladesh.

১৯. এস.ডি. আনোয়ার হোসেন; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান); ১৯৭৮;
বিষয় ঃ Infinite horizontal rolls under the effect of vertical horijontal temperature gradients.

২০. সৈয়দ আকরাম হোসেন; (কলা); ১৯৭৯;
বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ

২১. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, (কলা); ১৯৭৯;
বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক

২২. নাজমা জেসমীন চৌধুরী; পিএইচ.ডি. ; (কলা); ১৯৭৯;
বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি [২৪]

২৪. Ibid

www.pathagar.com

২৩. এম.ডি. লুৎফর রহমান; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান); ১৯৭৯;

বিষয় ঃ Structure Studies on polyceharides of fruits of Dillenia Indica Linn.

২৪. সাইদুর রহমান, পিএইচ.ডি.; (কলা); ১৯৭৯;

বিষয় ঃ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সমকালীন কবিতা, ১৯৪৭-৭১

২৫. আর.জে. শামসুল আলম; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); ১৯৭৯;

বিষয় ঃ Cytogenetics of seventeen composites in Bangladesh.

২৬. এস.এম. মুজিবুর রহমান; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); ১৯৭৯;

বিষয় ঃ Energy band structure calculations of Akali clorides.

২৭. মালিক সৈয়দ রাসূল ; ডি. ই-ডি; ১৯৮০;

বিষয় ঃ A comparative study of the Development of Educational Administration in East Pakistan and West Pakistan.

২৮. এম.ডি. মিজানুর রহমান, পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান); ১৯৮০;

বিষয় ঃ Gama-Spectros Copie Studis in 45 45 46 57 71-Sc. II II.

২৯. মিসেস দিলরুবা আফরোজ; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); ১৯৮০;

বিষয় ঃ Factors related to the decline of Memory.

৩০. মিসেস কাজী আনোয়ারা খাতুন; ডি. ই-ডি; ১৯৮০;

বিষয় ঃ Development of Vocational Interest Inventory for Secondary School certificate level students in Dacca city.

৩১. এম.ডি. ইমদাদুল হক; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান) ; ১৯৮১;

বিষয় ঃ Studies on the toxins isolatedfrom V. Cholorac and E. Coli.[২৫]

৩২. মোঃ সানাউল্লাহ্; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ শিক্ষা, ১৯৮১;

৩৩. মিসেস সাহেরা খাতুন; পিএই.ডি. বিষয় ঃ গণিত, ১৯৮১;

২৫. Ibid

www.pathagar.com

৩৪. মোঃ আবদুল কুদ্দুস; পিএইচ.ডি. বিষয় ঃ গণিত, ১৯৮১;

৩৫. মোঃ বদিউজ্জামান; পিএইচ.ডি.; বিষয় ঃ বাংলা, ১৯৮১;

৩৬. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ বাংলা, ১৯৮১;[২৬]

৩৭. মোঃ সিরাজুল করিম; পিএইচ.ডি. ; বিভাগ ঃ বিজ্ঞান, ১৯৮২;

৩৮. সৈয়দ আহমেদ; পিএইচ.ডি. বিভাগ ঃ শিক্ষা, ১৯৮২;

৩৯. কে.এন.এইচ. মোঃ সিরাজুল হক; পিএইচ.ডি.; (কলা); বিভাগ ঃ বাংলা ১৯৮২

৪০. এ.কে. শফিক আহমেদ খান; পিএইচ.ডি; (বিজ্ঞান); বিভাগ ঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৮২

৪১. শাহাদত আলী; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান) ; বিভাগ ঃ প্রাণিবিদ্যা; ১৯৮২

৪২. তোফাজ্জল হোসেন; (বিজ্ঞান); বিভাগ ঃ পদার্থবিদ্যা ; ১৯৮২

৪৩. মনোরঞ্জন সরকার; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান); বিভাগঃ পদার্থবিদ্যা, ১৯৮২

৪৪. নূরুল ইসলাম মোল্লা; পিএইচ.ডি.; (বিজ্ঞান); বিভাগ ঃ পদার্থবিদ্যা ; ১৯৮২

৪৫. মোঃ জহিরুল হক; পিএইচ.ডি. (বাণিজ্য); বিভাগ ঃ ফাইন্যান্স, ১৯৮২

৪৬. এ. মোমিন চৌধুরী; পিএইচ.ডি.; (বাণিজ্য); বিভাগ ঃ হিসাব বিজ্ঞান, ১৯৮২[২৭]

৪৭. মোঃ আবদুল হাই; পিএইচ.ডি.; (বাণিজ্য); বিভাগ ঃ হিসাব বিজ্ঞান, ১৯৮২

৪৮. বাবুল আনাম মোঃ সারওয়ার-ই-আলম; পিএইচ.ডি. ; (বিজ্ঞান); বিভাগ ঃ পদার্থবিদ্যা, ১৯৮২[২৮]

৪৯. মিসেস রওশান জাহান; পিএইচ.ডি.; বিজ্ঞান ঃ মনোবিজ্ঞান, ১৯৮৩

---

২৬. বার্ষিক বিবরণী, ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৩; দ্র: । বার্ষিক বিবরণীতে থিসিসের বিষয়বস্তু উল্লেখ না থাকায় তা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না

২৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী, ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষ ; পৃ. ২৫-২৬, দ্র:, বিষয় উল্লেখ নেই।

২৮. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৫০. মোঃ সারওয়ার জাহান, পিএইচ.ডি.; বিভাগ ঃ বাংলা, ১৯৮৩

৫১. মোঃ আবদুল্লাহ্ ; পিএইচ.ডি. বিভাগ ঃ পার্সীয়ান, ১৯৮৩

৫২. আজিজুর রহমান; পিএইচ.ডি. ; বিভাগ ঃ রসায়ন, ১৯৮৩

৫৩. অজিৎকুমার বণিক; পিএইচ.ডি.; বিভাগ ঃ উদ্ভিদবিদ্যা, ১৯৮৩[২৯]

৫৪. সৈয়দ আলী নকী; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ সমাজ বিজ্ঞান, ১৯৮৩

৫৫. হামিদা বানু; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৮৪

৫৬. কাজী মোঃ শাহ নেওয়াজ, পিএইচ.ডি.; বিষয় ঃ উদ্ভিদবিদ্যা, ১৯৮৪

৫৭. শামসুন নাহার; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ উদ্ভিদবিদ্যা; ১৯৮৪

৫৮. মোঃ শামসুদ্দিন; পিএইচ.ডি. বিষয় ঃ উদ্ভিদবিদ্যা ; ১৯৮৪

৫৯. মোসলেম উদ্দিন, পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান, ১৯৮৪

৬০. মাহমুদা ইসলাম ; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ সমাজ বিজ্ঞান, ১৯৮৪

৬১. জাহানারা বেগম; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ রসায়ন, ১৯৮৪

৬২. আজিজুর রহমান; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৮৪[৩০]

৬৩. মোঃ কায়েস উদ্দীন আহমেদ; পিএইচ.ডি. বিষয় ঃ বিজ্ঞান, ১৯৮৪

৬৪. কাজী শাহ নেওয়াজ; পিএইচ.ডি. ;বিষয় ঃ বিজ্ঞান, ১৯৮৪

৬৫. মোঃ ফজলুল করিম চৌধুরী ; পিএইচ.ডি. বিষয় ঃ কলা, ১৯৮৪[৩১]

৬৬. খন্দকার রেজাউর রহমান ; পিএইচ.ডি.; বিষয় ঃ ইংরেজী, ১৯৮৫

৬৭. এ. কে. এম. খায়রুল আলম; পিএইচ.ডি. বিষয় ঃ বাংলা, ১৯৮৫

৬৮. ম. নাজমুল হাসান ; পি.এইচ.ডি.; বিষয় ঃ পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৮৫

৬৯. জেরীনা রহমান; পিএইচ.ডি; বিষয় ঃ লোকপ্রশাসন, ১৯৮৫

৭০. আবু নঈম মোঃ রইছউদ্দীন, পিএইচ.ডি.; বিষয় ঃ ইসলামী শিক্ষা, ১৯৮৫

২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮২-৮৩ দ্র: পৃ. ২৩

৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৩-৮৪ দ্র: পৃ. ২৬-২৭; বিষয় উল্লেখ নেই

৩১. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পরিদপ্তর হতে সংগৃহীত, বিষয়বস্তুর নাম উল্লেখ নেই

www.pathagar.com

৭১. ম. লোকমান ; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ ফিন্যান্স, ১৯৮৫

৭২. ম. ফজলুর রহমান ; পিএইচ.ডি. ; বিষয় ঃ প্রাণিবিদ্যা, ১৯৮৫[৩২]

৭৩. মিসেস জয়া সেনগুপ্তা; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৬; অভিসন্দর্ভের বিষয় ঃ মনসামংগল কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা ও নারী।

৭৪. সুকুমার বিশ্বাস ; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৬;
বিষয় ঃ বাংলাদেশের নাট্য চর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭৩)

৭৫. আলী নওয়াজ, পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৬; বিষয় ঃ খনার বচন ও বাংগলী সংস্কৃতি[৩৩]

৭৬. খালেদ মাসুকে রসূল ; পিএইচ.ডি. বাংলা বিভাগ, ১৯৮৬;
বিষয় ঃ বাংলাদেশের লৌকিক উৎসব

৭৭. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক; পিএইচ.ডি. ; আরবী বিভাগ, ১৯৮৬;
বিষয়ঃ Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.

৭৮. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ; ১৯৮৬
বিষয় ঃ বাংলা ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

৭৯. আবুল খায়ের মোঃ আশরাফ উদ্দীন; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৬;
বিষয় ঃ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস ঃ সমাজ ও মানুষ

৮০. মোঃ সফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া; পিএইচ.ডি. ; পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৬;
বিষয় ঃ Development of Methods Un-lising cross section sensitivity co-efficients and Data Base Generated for shelding calculations in Concretes.

৮১. সরওয়ার হোসেন; পিএইচ.ডি. ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ; ১৯৮৬;
বিষয় ঃ National Plan for Library Development in Bangladesh.

৮২. এ.কে.এম. ইসহাক, পিএইচ.ডি. ; প্রাণ রসায়ন বিভাগ ; ১৯৮৬;
বিষয় ঃ Studies on the Jute Reting Engymes from Sclerocum Species.

---

৩২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৪-৮৫ দ্র: পৃ. ২৬ বিষয়ের নাম উল্লেখ নেই

৩৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৫-৮৬ দ্র: পৃ. ২৯-৩০

www.pathagar.com

৮৩. শওকত আরা বেগম; পিএইচ.ডি. ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ; ১৯৮৬;

বিষয় ঃ The Bengal Legislative Council 1921-36.

৮৪. জিয়াউন নাহার; পিএইচ.ডি.; মনোবিজ্ঞান বিভাগ; ১৯৮৬ ;

বিষয় ঃ Achievement Motivation and Child Rearing Practices in Bangldaesh (Parental Dominance and Achievement Motivation).

৮৫. এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, পিএইচ.ডি. ;আইনবিজ্ঞান, ১৯৮৬

বিষয় ঃ State of Fundamental Right to Personal Liberty in Bangladesh.[৩৪]

৮৬. মোঃ নূরুল আমিন ; পিএইচ.ডি. ; রসায়ন বিভাগ; ১৯৮৬;

বিষয় ঃ Studies on the Chemical Modification of Jute Fabrics.

৮৭. অরবিন্দ দাস; পিএইচ.ডি. ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ; ১৯৮৬;

বিষয় ঃ Spikelets degenaration in (Oryzasativaliun) at different stages of Princle development.

৮৮. আনোয়ারা কবির; পিএইচ.ডি. ; প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ১৯৮৬;

বিষয় ঃ Morphogenesis of some of the Organs Systems in Jute ... Caterpillar Diacrisia...

৮৯. ঝরণা দেবনাথ; পিএইচ.ডি. ; সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ; ১৯৮৬;

বিষয় ঃ Dynamics of Socio-Economical change and the Role of woman in Natunpur : A critical study of a Bangladesh village.[৩৫]

৯০. খোন্দকার রিয়াজুল হক; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৭ ;

বিষয় ঃ মরমী কবি পাঞ্জু শাহ ঃ জীবন ও কাব্য

৯১. চৌধুরী আবদুল মোমেন খান; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ ; ১৯৮৭;

বিষয় ঃ বাঙ্গালী লোক জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে লৌকিক আচার (জন্ম ও বিবাহ)

---

৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৫-৮৬ দ্র: পৃ. ২৯-৩০

৩৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৫-৮৬ দ্র: পৃ. ২৯-৩০

www.pathagar.com

৯২. মালিহা খাতুন ; পিএইচ.ডি. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিউট, ১৯৮৭;
বিষয় ঃ An Investigation of Characteristics Associated with Success of Trainees in Teachers Training College as they relate to Selected effective factors.

৯৩. মনোরঞ্জন রাজবংশী ; পিএইচ.ডি.; রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৭;
বিষয় ঃ Politcs of Local Self Governing Institutions in the urban Areas : A case study of the Dacca Municipal Corporation 1971-1985.[৩৬]

৯৪. কে. এম. সাইফুল ইসলাম; পিএইচ.ডি. ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ১৯৮৭;
বিষয় ঃ A code for Cataloguing and Indexing Bangladesh Muslim, Hindu and Buddhist Names.

৯৫. এ.কে.এম. ফজলুল হক; পিএইচ.ডি. ; রসায়ন বিভাগ, ১৯৮৭;
বিষয় ঃ Synthesis and Structure of some Subsituted Adamantanes.[৩৭]

৯৬. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া ; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৮;
বিষয় ঃ শ্রী রায় বিনোদ ' কবি ও কাব্য

৯৭. করুণাময় গোস্বামী ; পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৮;
বিষয় ঃ বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান।

৯৮. মনোয়ারা হোসেন, পিএইচ.ডি. ; বাংলা বিভাগ, ১৯৮৮ ;
বিষয় ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার শব্দের শ্রেণী বিচার ও প্রয়োগ বিশ্লেষ।

৯৯. নিমচন্দ্র ভৌমিক ; পিএইচ.ডি.; ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স ১৯৮৮;
বিষয় ঃ Optical and thermal Performance Evaluation of Seasonally Intermitteently Tracked Linear Solar Concenrators.

১০০. ইসমাত মির্জা; পিএইচ.ডি. পদার্থবিজ্ঞান, ১৯৮৮;
বিষয় ঃ Acquisation, Processing Interpretation and quality control of Seismic Data in certaion section of South Western part of Bangladesh.

৩৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৬-৮৭ দ্র: পৃ. ২৫
৩৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৬-৮৭ দ্র: পৃ. ২৫

www.pathagar.com

১০১. নিলুফার আখতার; পিএইচ.ডি. ; উদ্ভিদবিজ্ঞান, ১৯৮৮;

বিষয় ঃ Biochemical studies of some Hydrolases and Dehydrogenases in Cotyledons of Germ inating Psophocarpus Tetrogonolobus Lond Vicia Eaba L.[৩৮]

১০২. সৈয়দা ফেরদৌসী খানম; পিএইচ.ডি. ; উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Hypophyseal Gonadal Relationship in Labeorohita (Hamilton 1822) with Special Reference to its Induced spawning.

১০৩. মোঃ আজিবুর রহমান ; পিএইচ.ডি. প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ১৯৮৮;

বিষয় ঃ Breeding for nematade resistant lines of kenaf (Hibiscus Cannabinus L.) through interspecific hybridization, H. Sabdariffa L.X.H. Cannabinus L.

১০৪. মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন ; পিএইচ.ডি. ; ইতিহাস বিভাগ ১৯৮৮;

বিষয় ঃ Nineteenth Century Indian Historical writing in Englsih : The works of Sir William Wilson Hunter, Henry Beveridge and Henry Ferdinand Blochmann.

১০৫. মোঃ ইকবাল হোসেন ; পিএইচ.ডি. ; অর্থনীতি বিভাগ, ১৯৮৮;

বিষয় ঃ Regional Agricultural Productivity differences in Bangladesh.

১০৬. রতনলাল চক্রবর্তী ; ইতিহাস বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Rural Indebtedness in Bengal 1935-1947."

১০৭. মোঃ ইমদাদুল হক; পিএইচ.ডি. ; উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮;

বিষয় ঃ Analysis of progenies of the cross. Corchorus Olitorius X.C. Capsularis through tissue culture and biochemical methods.

১০৮. কাজী মোঃ নূর নেওয়াজ; পিএইচ.ডি. ; উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Comparative Eco-physiology of Jute in Relation to Soil Moisture Stress.

---

৩৮. প্রাগুক্ত, ১৯৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩২-৩৩

www.pathagar.com

১০৯. নাসির উদ্দীন আহমদ; পিএইচ.ডি. ; গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮ ; বিষয় ঃ Education for Librarianship in Bangladesh. : An Historical Study, 1947-1982.

১১০. খালেদা বেগম; পিএইচ.ডি. ;পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Plasmid Analysis of Shigella Strains Isolated in Bangladesh with Special Reference to Drug Resistance and Invasive Character.[৩৯]

১১১. এ.বি.এম. শামসুদ্দীন আহমদ; পিএইচ.ডি. ; ইতিহাস বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Bengal Under the Rule of the Early Iliyas Shahi dynasty.

১১২. এস মাহবুবুর রহমান ; পিএইচ.ডি. ; মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Studies on the Irrigation and Tillage effects on Soil water Behaviour, Water use and yield of wheat and rice.

১১৩. হাবিবা খাতুন ; পিএইচ.ডি. ; পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Sonargaon : Its History and Monuments (1338-1608 A.D.)"

১১৪. মোঃ মজিবুর রহমান ; পিএইচ.ডি. ; পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ১৯৮৮ ;

বিষয় ঃ Structural and Thermodynamic Properties of Metal and Alloys.[৪০]

১১৫. মাহবুবা সিদ্দিকী ; পিএইচ.ডি. বাংলা বিভাগ ;

বিষয় ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা ১৯১৯-১৯৮৮

১১৬. সাখাওয়াত আলী খান; পিএইচ.ডি.; গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ১৯৮৯;

বিষয় ঃ সাংবাদিকতা ও রাজনীতি ১৯৮৫-১৯৫০ ঃ বাংলায় পাকিস্তান সমর্থক সাংবাদিকতার সংগে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির মিশ্র ক্রিয়া।

১১৭. মোঃ আজিজুর রহমান ; পিএইচ.ডি. রসায়ন বিভাগ, ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ Modification of Jute Fibres and fabrics by Inherification.

৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য ; পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪

৪০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য; পৃষ্ঠা ৩৪

www.pathagar.com

১১৮. শেখ গাউস মিয়া ; পিএইচ.ডি. বাংলা বিভাগ, ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ খুলনার লোকসাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপাদান।

১১৯. এ.এফ.এ. মফিজুল ইসলাম ; অর্থনীতি বিভাগ, ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ Labour Productivity in Manufacturing Industry : The case of cotton Textile Industry in Bangladesh 1962-1982. [৪১]

১২০. মোঃ মোশারফ হোসেন ; ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ Co-Operatives and their Managerial efficiency in Bangladesh.

১২১. মোঃ হাসান উল্লাহ ; ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ Performance Determinates of Agricultural Extension Organisations of Bangladesh.[৪২]

১২২. সাখাওয়াত আলী খান ; গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ সাংবাদিকতা ও রাজনীতি, ১৯৪৫-১৯৫০ : বাংলায় পাকিস্তান সমর্থক সাংবাদিকতার সংগে পাকিস্তানবাদী রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া

১২৩. মোঃ মোশারফ হোসেন; ব্যবস্থাপনা, ১৯৮৯;

বিষয় ঃ Co-Operatives and Their Managerial Efficiency in Bangladesh.

১২৪. মোঃ নিজামউদ্দীন; রসায়ন, ১৯৮৯ ;

বিষয় ঃ Analysis of Hemicellulose from Different Local Plant Materials Including Jute.

১২৫. বেগম আকতার কামাল ; বাংলা, ১৯৯০ ;

বিষয় ঃ বিষ্ণু দে-র কবিমানস ও কাব্য

১২৬ সিদ্দিকা মাহমুদা ; বাংলা, ১৯৯০ ;

বিষয় ঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিমানস ও কাব্য

১২৭. মোঃ নুরুল আমিন খান ; বাংলা, ১৯৯০ ;

বিষয় ঃ বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ

১২৮. মোঃ আসগর আলী সরকার ; বাংলা, ১৯৯০ ;

বিষয় ঃ তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা : শিল্পরূপ বিচার

৪১. প্রাগুক্ত, ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য; পৃ. ১০২

৪২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১০২

www.pathagar.com

১২৯. আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার রহমান ; আরবী, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ The Mawali and Their Contribution to the Arabic Language and Literature (Till 300) A.H.

১৩০. মোঃ আবদুল হান্নান ; বাংলা, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে মতদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব

১৩১. মোঃ তৌহিদুল আনোয়ার; গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Communication Network in Rural Development Approaches: Experiences of Comilla and Savar.

১৩৩. তিলক রাওয়াল; হিসাববিজ্ঞান, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Economic Determinats of Jute Production and Trade in Nepal

১৩৪. মোঃ মনিরুজ্জামান; হিসাববিজ্ঞান, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Working Capital Management Model for Public Enterprise in Bangladesh : A Study of Jute and Cotton Textile Industries.

১৩৫. ফরিদউদ্দিন আহমেদ; পদার্থবিদ্যা, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Neutron Secttering Studies of Condensed Matter with Application to Bio-Physics.

১৩৬. উম্মে কুলসুম রওজাতুর রুম্মান; রসায়ন, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Metal Compunds of Saccharin and Related Ligands.

১৩৭. সুলতানা আহমেদ; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Availability of Zine and Copper in some solis of Bangladesh.

১৩৮. মোঃ আবুল হাসান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Systematic Studies in genus Polygonum L. from Bangladesh.

১৩৯. তুলসী দাস ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯০
বিষয় ঃ Inheritance of Seed Dormancy in Rice (Oryza Sativa L.)

১৪০. এ. বি. এম. মোছলেহ উদ্দীন; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯০ ;
বিষয় ঃ Solid State Fermentation of Lathyrus Sativus Seeds by Rhizopus Oligosporus.

www.pathagar.com

১৪১. মোঃ রেজাউল করিম মজুমদার; ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিকস, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Design, Fabrication and Performance Studies of Seasonally Adjusted Linear Solar Concentrators.

১৪২. আকিমুন নেসা; বাংলা, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ বাস্তবতাবাদ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১২৯০-১৯৫০)

১৪৩. সেলিনা খালেক; বাংলা, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ জসীমউদ্‌দীনের কবিতা : অলংকার ও চিত্রকল্প

১৪৪. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী; রসায়ন, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Structural Studies of Some Bacterial Polysaccharides.

১৪৫. মোঃ আহসানুল হক; ইংরেজী, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ T.S Eliots Early Poetry in the Light of his won observations on it.

১৪৬. কল্পনা হালদার ; সংস্কৃত ও পালি, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ শ্রীচন্দ্রমানিক্য দে-র রচিত অপদেশশতক : একটি সমীক্ষা

১৪৭. উম্মে সালমা; উর্দু ও ফার্সী, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Bangladesh Ke Farse Aur Urdu Adab Main Tarikhi Maakhi (Unnisawi Sadi)

১৪৮. মোঃ শাহজাহান; রসায়ন, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Chemical Analysis and Digestability Studies of Some Local and High Yielding Varieties of Rice Straw.

১৪৯. সেলিনা বেগম; সামজবিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ The Marma : An Ethnographic Study of a Hill People of Bangadesh.

১৫০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; সমাজবিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ The Shandar Beday Community of Bangladesh : A Study of Social Change of a Quasi-nomadic People.

১৫১. গোলাম মোস্তফা; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Composite Culture and Biology of Some Indigenous Fishes of Bangladesh.

www.pathagar.com

১৫২. পারভীন সুলতানা; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Cytogenetics of some Orchids from Bangladesh.

১৫৩. শফিউর রহমান; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Study on the genesis and Reclamation of some Acid Sulphate Soils of Bangladesh.

১৫৪. মোঃ আবদুল সামাদ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Investigation into the causes of Maternal Phenotypic Individuals in Inter-specific Crosses of Corchorus.

১৫৫. মোঃ ওয়াহেদুল ইসলাম; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Biology of some Hymenopteran prasitoids and Evaluation of their Potential as a control Agent Against Callosobruchus Chinensis (L.)

১৫৬. অজিত কুমার পোদ্দার; অনুজীব বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ The Biological Nitrogen Fixing Capacity of Some Indigenous and Introduced Rhizobia in Bangladesh.

১৫৬. ফজল আকবর হায়দার তালুকদার; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Agronomic and Physiological Responses of Recently Developed Corchorus capsularis *L.* and *C.* olitorius *L.* Lines to Various Cultural Practices.

১৫৭. রতন লাল বণিক; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Biology and Propagation of Bemboos of Bangladesh.

১৫৮. সাগরময় বড়ুয়া; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯১ ;

বিষয় ঃ Studies on Relationship betwen Vitamin A and Iron Metabolism.

১৫৯. মোঃ আব্দুস সাত্তার; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Solar Drying of Timber and its Drying & Characteristics.

১৬০. আবদুল আউয়াল; রসায়ন, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Studies on Polysaccharides from the Seeds of Borassus Flabellifer Linn.

www.pathagar.com

১৬১. এস. এম. মিজানুর রহমান, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Studies of Free Sugar and Dietary Fibre of Some Local Fruits.

১৬২. মোঃ মাহবুবুর রহমান; রসায়ন, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Structural Studies of O-Antigen Polysaccarides of Some Pathogenic Bacteria.

১৬৩. খুরশিদা বানু; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Taxonimic Studies on the Acrocarpous Mosses of Bangladesh.

১৬৪. মোঃ আবদুল শাহীদ; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Studies on Some Coastal Shirmp Farming Areas in Bangladesh Using Remote Sensing Techniques.

১৬৫. খন্দকার নেছার আহমদ; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Ecology of Anisopteromalus calandrae (Howerd) (Hymenopters: Pteramalidae) a Parasite of Stored Grain Pest.

১৬৬. ফিরোজ বেগম; মনোবিজ্ঞান, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Some Social Psychological Determinants of Violence and Aggression among Young Adults.

১৬৭. শারমিন হক; মনোবিজ্ঞান, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Determintion of Reliability and Validity of Stanford Binet Intelligence Scale and the Construction of Norm for Use in Bangladesh.

১৬৮. আবুল ফজল মোহাম্মদ রেজাউল করিম ফকির; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Ecology, Biology, Breeding and Control Measure of Rat Bandicota Bengalensis.

১৬৯. খান আবদুল মতিন; পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Residence Backgroud and Fertility in Urban Bamgladesh.

১৭০. এ. কে. এম. ইকবাল কবির; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Nutritional Management of Post Shigella Growth Faltering in Children with a High Protein Diet.

www.pathagar.com

১৭১. পিকে. মোঃ মতিউর রহমান; পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Poverty, Inequality and Development in Rural Bangladesh : Trends and Issuesd.

১৭২. আব্দুর রশিদ আহমেদ; পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Utlization of Educated Manpower in Bangladesh with Special Reference to Technical Graduates.

১৭৩. মোঃ সুলতান আলী; বাংলা, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ রবীন্দ্রকাব্য : জীবনদর্শন ও মানবতাবাদ

১৭৪. মোহাম্মদ জীনাত আলী; বাংলা, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

১৭৫. ইফতেফার উদ্দিন আহমেদ; ব্যবস্থাপনা, ১৯৯২ ;

বিষয় ঃ Credit Management in Commercial Banks: A Comparative Study of Public and Private Sectors in Bangladesh.

১৭৬. মাগফেরা বেগম; ভূগোল, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Spatial Organisation and Variations in Cocio-economic Charateristics in Dhaka City : An Ecological Study (1981).

১৭৭. আকতার উদ্দিন আহমেদত; রসায়ন, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Innovation of Building Materials from Indigenous Sources of Bangladesh and Studies of their Physico-chemical Properties.

১৭৮. আখতার জাহান; ভূগোল, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Fertility Pattern and Family Planning Practice Among Married Working and Non-working Women in two Selected Areas of Dhaka City.

১৭৯. মাসউদ আহমাদ হাকিম; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ A Statistical Study for Investigating the Relationships of Winter Surface Temparature and Winter Sea Level Pressure with Monsoon Rainfall.

www.pathagar.com

১৮০. এম. এ. ইয়াহিয়া; রসায়ন, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Some Aspects of the Applications of Analytical and Stuctural Chmistry for Archaeological Materials in Bangladesh.

১৮১. আবু হেলাল মোঃ আবদুল বাকী; ভূগোল, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ The Settlement Process in the Char-Lands of Bangladesh.

১৮২. দিলারা চৌধুরী; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Constitutional Development in Bangladesh.

১৮৩. রফিকুল ইসলাম; সমাজবিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Educated Unempoyment Problem in Bangladesh: A Sociological Study.

১৮৪. হোমায়রা ইসলাম; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Constitutional Development in Bangladesh.

১৮৫. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ; লোকপ্রশাসন, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Urban Local Government Administration in Bangladesh: Study of Municipalities and Municipal Corporation.

১৮৬. নিয়াজ আহমদ সিদ্দিকী; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Regeneration Status and Influence of Animals on Regeneration in the Sunderbans Mangrove Forest.

১৮৭. মোঃ সিরাজুল ইসলাম; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Comparative Studies on the Classification of Malnutrition by Existing Methods with that of Body Composition Especially Fat Content by Bio-electrical Impedence Analyser (BIA).

১৮৮. ছালেহা খাতুন; শিক্ষা ও গবেষণা, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ A Comparative Study of Reliability and Valibity of Examinations for the B. Ed. Degree Programme of BIDE through Distance Education and the Regular B.Ed. Degree Programme of Teachers Training Colleges.

www.pathagar.com

১৮৯. গীতা রাণী কর্মকার; বাংলা, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : শৈলী ও বিষয় বাংলা অনুসর্গের গঠন-প্রকৃতি ও বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা

১৯০. রাশিদা বেগম; বাংলা, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ বাংলা অনুসর্গের গঠন-প্রকৃতি ও বাক্যে অনুসর্গের ভূমিকা

১৯১. অনাথবন্ধু মল্লিক; বাংলা, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাহিত্য : দেশকাল ও ভাবসম্পদ

১৯২. সফিউদ্দিন আহমদ; বাংলা, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষা চিন্তা ও চর্চা

১৯৩. মোহাম্মদ আবদুল বাকী; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশে আরবী ফার্সী ও উর্দ্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯০১)

১৯৪. রাজিয়া খান আমিন; ইংরেজী, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Multi-Demensional Vision in Gerge Eliot's Last Novel

১৯৫. শেখ আকরাম আলী; ইতিহাস, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Bengal Army under the East India Company (1757-1856)

১৯৬. শেখ মোহাম্মদ নাজমুল আহসান; ইংরেজী, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Shakespeare in Nineteenth Century Bengali Dramatic Literature : An Analytical Survey

১৯৭. মোঃ কায়েম উদ্দিন; হিসাববিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ Evaluation of Factors Affecting Productivity in Small Industries in Bangladesh.

১৯৮. মীর নাজমুল করিম; হিসাববিজ্ঞান, ১৯৯৩ ;

বিষয় ঃ An Inquiry into the Causes of Sickness in some Selected Industrial Units in Bangladesh : A Balance Sheet Approach.

১৯৯. মুহাম্মদ রশীদ; আরবী, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Growth and Development of Fiqh in Bengal.

www.pathagar.com

২০০. সোনিয়া নিশাত আমিন; ইতিহাস, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ The World of Muslim Women in Colonial Bengal. (1876-1939)

২০১. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান; আরবী, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Development of Arabic Lexicography with Special Reference to the Contribution of the Subcontinent.

২০২. ক্ষুদিরাম ভৌমিক; রসায়ন, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Better Utilization of Bamboo in Kraft Pulping.

২০৩. মোঃ হাসিরুজ্জামান; ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Studies on some Ternary Hydroxamatio Homplexes of Copper (II) Manganese (III) and Titanium (IV) and thier Analytical Applications.

২০৪. হুস্না পারভীন নূর; রসায়ন, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Reactions of Organocoppermagnesium and Organomagnesium Reagents with Anhydrides of Some Crboxylic Acids.

২০৫. লেলিন আজাদ; সমাজবিজ্ঞান, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

২০৬. মজিবর রহমান খান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Critical Studies on the Chaetophoralean Algae of Bangladesh

২০৭. মোঃ খলিলুর রহমান; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Ecology and Breeding Biology of Mynas (F. Sturnidae)

২০৯. সন্তোষ কুমার সরকার; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Evaluation of Robent Control Strategies in Bangladesh.

২১০. মোঃ তোজাম্মেল হোসেন; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Somaclonal Variation in Triticale and Wheat.

www.pathagar.com

২১১. সৈয়দ শামীম জাহান; প্রাণ রসায়ন, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Investigation of the Changes of Biochemical Components of Hilsha Fish (Tanualso ilisha) under Different Storage Conditions.

২১২. ফরিদা বেগম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Ionic Relations under Salinity in Triticum Asstivum L.

২১৩. মোঃ শামসুল হক; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Study on Metabolic Control of Hypertension.

২১৪. মোহাম্মদ শফি; রসায়ন, ১৯৯৪ ;

বিষয় ঃ Pulping of Jute by Neutral Sulphite Anthraquinone Proces.

২১৫. মু: রইস উদ্দিন মিয়া; রসায়ন, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Problems of Industrial Water Treatment and Boiler Water Conditioning in Bangladesh.

২১৬. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান; রসায়ন, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Envirnmental Radioactivity Monitoring from Natural and Artifical Sources in Ecosystem.

২১৭. মোঃ মাহমুদ আলম; গণিত, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ MHD Heat and Mass Transfer Flow with Thermal Diffusion.

২১৮. আক্তারী খানম; অর্থনীতি, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ An Economic Anaylysis of Locational Factors for Industrial Development of Bangladesh.

২১৯. মুহম্মদ আবদুল ওয়াহ্হাব; লোকপ্রশাসন, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Decentralization Practices in Bangladesh.

২২০. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আবদুল্লাহ; লোকপ্রশাসন, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Organisation and Management of Population Control Programme : Bangladesh— A Case Study.

২২১. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Role of Opposition in Bangladesh Politics: An Assessment.

www.pathagar.com

২২২. সৈয়দা রওশন কাদের; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Women Leaders in Development Organizations and Institutions. Ethnography of a Coastal People in Bangladesh.

২২৩. মোঃ ইমদাদুল হক; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Biology, Ecology and Control of Short-Tailed Mole Rat, Nesokia indica (Gray) in Bangladesh.

২২৪. খবীর আহমেদ; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ The Effect of Feed and Fertilizers on Carp Polyoculture in Ponds.

২২৫. রাহিমা খাতুন; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Biosystematic Studies of Water Hycinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms)

২২৬. এম. এ. সোবহান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Heritability of Fibre, Fruit, and Seed Yields in Hibiscus Sabdariffa.

২২৭. মোঃ ফজলে আলী; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Effects of Alternate Wetting and Drying Cycles on Pedogenic Processes of Some Representative Bangladesh Soils.

২২৮. কামরুল আহসান; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Some Physico Chemical Properties of Bangladehs Tea and Their Influence on Tea Plant.

২২৯. মোঃ সফিউল আলম ভূইয়া; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Production and Evaluation of Somaclonal Variants in Groundnut *(Arachis hypogaea L.)*

২৩০. সাদেকা আরঙ্গজেব; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Cross Compatibility of Eight Wild Species of Jute with Cultivars and Among Themselves.

২৩১. হামিদা খানম; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Endoparasitic Helminth Infestation in *Ompok bimaculatus* (Bloch, 1794 and *Ompok pabda)* (Hamilton-Buchanan 1822) in Relation to some of their Biological Pathological and Biochemical Aspects.

www.pathagar.com

২৩২. আখতারুজ্জামান; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Nile Telpia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) Culture Under Different Management Systems.

২৩৩. এম. নূরজ্জামান; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Industrial Pollution of Soils, Crops, Sediments and Water System around Dhaka City.

২৩৪. মোহাম্মদ আবদুস সামাদ; সামজকল্যাণ ও গবেষণা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ People's Participation in Rural Development : A Comparative Study of Two Rural Development Programme Strategies in Bangladesh.

২৩৫. মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন ; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের ছোটগল্প : জীবন ও সমাজ

২৩৬. আবুল আহসান চৌধুরী ; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ মীর মশারফ হোসেনের শিল্পকর্ম ও সমাজচিন্তা

২৩৭. রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী ; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৪৭-৭১)

২৩৮. এস. এম. আবদুল খালেক ; ইংরেজী, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ Jane Austen and her Class.

২৩৯. এম নূরুল ইসলাম; ইতিহাস, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাসচর্চার ধারা ১৯০১-১৯৫০

২৪০. ভীষ্মদেব চৌধুরী ; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি

২৪১. সৈয়দ আজিজুল হক; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি

২৪২. রফিকউল্লাহ খান; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ

২৪৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ

www.pathagar.com

২৪৪. মুহম্মদ ইসরাইল খান; বাংলা, ১৯৯৫ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজের অগ্রগতিতে সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা (১৯৪৭-৭১)

২৪৫. এস. এ. এম. মনোয়ার জাহান; রসায়ন, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Physics-Chemical Investigations for the conservation of Museum Object and Archaeological Materials of Bangladesh.

২৪৬. খান মোঃ শামসুল আরেফিন; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Interpetation of Geo-physical Data in the Southern Shelf area of the Bangal Basin. Bangladesh.

২৪৭. আবদুল জলিল খান; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Design, Development and Performance Evaluation of Linear Fresnel Reflecting Solar Concentrator-Receiver System.

২৪৮. মানিক লাল দাস; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Breeding for Equitable Sesame (Sesame Indicum L.) Genotypes for Cultivation in Bangladesh.

২৪৯. মোহাম্মদ ইলিয়াস; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Anopheles Dirus Payton & Harrison : Its Ecology and Evaluation of Some Malaria Control Measures in Certain Sylvan Areas of Bangladesh.

২৫০. তাজুল ইসলাম মুহাম্মদ আছান উদ্দিন মজমাদার; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৬;
বিষয় ঃ Study of Tryptopan-I Locus in Neurospors Crassa.

২৫১. মোঃ কামরুজ্জামান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;
বিষয় ঃ Studies on the Genus Riccia of Bangladesh.

২৫২. মনিরুন নেসা বেগম; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;
বিষয় ঃ A Study on the Quality of Hospital Diets in Bangladesh.

২৫৩. মোঃ আবু তাহের; সমাজকল্যাণ ও গবেষণা, ১৯৯৬ ;
বিষয় ঃ Child Labour in Dhaka City.

www.pathagar.com

২৫৪. নিতাই কান্তি দাস ; বাংলা, ১৯৯৬;

বিষয় ঃ বাংলা সাহিত্যে পাকিস্তান আন্দোলনে প্রস্তাব (১৯৪০-৭১)

২৫৫. মুতাশাম তৌফিক কাসেম আল-কাদির; ইংরেজী, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Coleridge's Symbolism: The Voyage from the Dome to the Caste.

২৫৬. মোঃ আজিজুল হাকিম; গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ History, Problems and Prospects of Public Libraries in Bangladesh.

২৫৭. মোঃ হাবিবুর রহমান; বাংলা, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ রবকত উল্লাহ ও মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের সাহিত্য-সাধনা ও চিন্তা চেতনার মূল্যায়ন

২৫৮. গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী; বাংলা, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ

২৫৯. সায়েদা বানু; বাংলা, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯৭২-৮৮)

২৬০. ফাতেমা কাওসার; বাংলা, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ কায়কোবাদ : কবি ও কবিতা

২৬১. সুলতানা নিগার চৌধুরী; ইতিহাস, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭১)

২৬২. মোঃ আশরাফ আলী খান; হিসাববিজ্ঞান, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Impact of Public Control on Professional Accounting in Bangladesh.

২৬৩. মোঃ মোশাররাফ হোসেন; ব্যবস্থাপনা, ১৯৯৬ ;

বিষয় ঃ Job Satisfaction of Commercial bank Employees in Bangladesh.

২৬৪. মোঃ এ. কে. এম. নূরুল আলম; আরবী, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ আরবী সাহিত্যে ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আবু নসর ওহীদের অবদান

www.pathagar.com

২৬৫. বিমল কান্তি গুহ; বাংলা, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ জসীমউদ্দীন, জীবননানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় লোকজ উপাদানের ব্যবহার

২৬৬. মোঃ জয়নুদ্দীন; বাংলা, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম

২৬৭. মুহাম্মদ রুহুল আমিন; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান (১৭৫৭-১৯৫৭)

২৬৮. সৈয়দ জামিল আহমেদ; বাংলা, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Indigenous Theatrical Performance in Bangladesh: Its History and Practice.

২৬৯. ফকির আবদুর রশীদ; বাংলা, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ বাংলায় সুফী দর্শনের ভূমিকা ও স্বরূপ

২৭০. এস. এম. মান্নান; গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Networking and Resource Sharing among the Libraries in Bangladesh: Present Condition and Future Prospect.

২৭১. আবু ছালেহ মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম; আরবী, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ আরবী ব্যাকরণের উৎপত্তি ও পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপ-মহাদেশে এর বিকাশ

২৭২. ফাহমিনা আহমেদ; দর্শন, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Moral Issues Involved in Controlloing Population : Bangladesh Perspective.

২৭৩. মোঃ আবদুস সাত্তার; গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ The Problems and Prospects of New Technologies in Libraries and Information Services of Bangladesh.

২৭৪. রানা আহমেদ; ইতিহাস, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Educational progress of the Muslim Community in Bangal 1911-1935.

২৭৫. মোবাশ্বেরা খানম; ইংরেজী, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Man-Woman Relationship in Post-War British Drama: A Study of John Osborne and Aronold Wesker.

www.pathagar.com

২৭৬. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ বাংগালী মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরাম খাঁ-র অবদান

২৭৭. রানা রাজ্জাক আহসান; ইতিহাস, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought-1918-1947.

২৭৮. এস. এম. আলী আক্কাস; ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Relative Effeiciency of Conventional and Islamic Banking System in Financing Investment.

২৭৯. তোফায়েল আহমেদ; পরিসংখ্যান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Factors Affecting the Accuacy of the Data Collected through the Family Planning Management Information Systems in Bangladesh.

২৮০. এম. নূরুল ইসলাম; পরিসংখ্যান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Nuptiality in Bangladesh: Patterns and Changes

২৮১. নীলুফার ফারহাত হোসেন; গণিত, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Zeros of the Spin-dependent Scattering Amplitude in the Momentum Transfer Plane for NOn-separable Local Potentials.

২৮২. সৈয়দ মোঃ ইকবাল মঈজ; রসায়ন, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Application of Enamine Chemistry to the Synthesis of Adamantine and Related Structures.

২৮৩. মোঃ মোজাফফর হোসেন; ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Modification of Polymers : Wood Plastic Composition in Presence of Additives.

২৮৪. মোঃ আজিজুর রহমান; রসায়ন, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Studies on Carbohydrates in Different Parts of Jackfruit (Artocarpus Heterophyllus.)

২৮৫. মোহাম্মদ আলী; রসায়ন, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Blending of Sulphonated Jute with Cotton, Rayon, Polyester, Acrylic and Silk Waste.

www.pathagar.com

২৮৬. মোঃ রাহেজ উদ্দিন মিয়া; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Activation Cross-section Measurements Some Nuclei in the Energy Range 13-15 Mev.

২৮৭. মোঃ সিরাজুল ইসলাম; ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Design and Development of a Universal Counting System to Calculate One Alif-time Period with Application to Al-Quran.

২৮৮. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস; সমাজ বিজ্ঞান; ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Ethnography of a Coastal People in Bangladesh.

২৮৯. খন্দকার নাদিরা পারভীন; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ A Study of Power and Politics at the Local Level in Rural Bangladesh.

২৯০. মোঃ খায়রুল আলম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Systematic Studies in the Bambusoideae of Bangladesh.

২৯১. সুবিমল সমাদ্দার; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Ecology and Breeding Behaviour of some Dung-inhabiting Beetless (Coleoptera: Scarabaeidae) of Bangladesh.

২৯২. মোঃ সাহাবুদ্দিন খান; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Effect of Alternate Tillage Practies on Soil Physical Properties and Crop Production Under Rice-Wheat Cropping Sequence of Bangladesh.

২৯৩. নিগার সুলতানা; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৭ ;

বিষয় ঃ Intellectual Development of Malnourished Children.

২৯৪. এস. এম. বদিয়ার রহমান; রসায়ন, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Stidies on the Chemical Modification of Jute Fibre/Fabric/Yarn by Crosslinking Reaction.

২৯৫. মোঃ আবদুল মতিন; রসায়ন, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Distribution and Fate of Organochlorine Insecticide(s) in Food and Environment in Bangladesh.

www.pathagar.com

২৯৬. হাফিজা খাতুন; ভূগোল ও পরিবেশ, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Determinants and Consequence of Change of Residence of the Old Dhaka People : A Cultural-Geographic Study.

২৯৭. আরিফ মহীউদ্দিন শিকদার; ভূ-তত্ত্ব, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Tectonic Evolution of Eastern Folded Belt of Bengal Basin.

২৯৮. এস. এম. ফিরোজ হাসান; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Growth of Thin Films of $CuInSe_2$ and Studies of their Optical and Electrical Properties.

২৯৯. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া; লোক প্রশাসন, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Strategies of Civil Service Reform : A Case Study of Bangladesh.

৩০০. থমাস কোষ্টা; সমাজ বিজ্ঞান, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Changing Power Stucture in Rural Bangladesh : A Study of Two Villages in Rajshaihi Division.

৩০১. মোঃ মিজানুর রহমান সিকাদার; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Military in Bangladesh Politics: A Case Study of Ershad Regime.

৩০২. মোহাম্মদ নমদেল হোসেন; অর্থনীতি, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Short-term Effects of Trade Policies in Bangladesh: Analyses in a Computable General Equilibrium Framework.

৩০৩. মোঃ কামরুল হক; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Potassium Dynamics in Major Agro-Eclological Zones of Bangladesh in Relation to the Growth of Rice and Potato.

৩০৫. শাহীন ইসলাম; মনোবিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Risk Factors Associate with the Occurrancal of MEntal Retardation and Developmental Disability Among Children of Bangladesh.

৩০৬. ফাতেমা বেগম; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৮;

www.pathagar.com

বিষয় ঃ Temporal Coincidence and Trophic Relationships between Pea-Weevil (Bruchus pisorum L.) and its Host-plant (Pisum sativum L.).

৩০৭. শিরীন জামান; মনোবিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Development of Independent Behaviour Assessement Scale (IB) and Construction of Norms for Use in Bangladesh

৩০৮. মীর মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Genetic Analysis of Yield Component Characters in Wheat (Triticum Aestivum L.).

৩০৯. সৈয়দ আলাউদ্দিন আহমেদ; মনোবিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Use Waste Products of Jute as Nutrient Source in Soil and Its Influence on the Growth and Yield of Jute and Rice.,

৩১০. রফিক আহমেদ; মনোবিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Attitude Towards National Development as a Function of Values and Self Role Perception of Different Socio-Economic Classes in Bangladesh.

৩১১. সেলিনা বেগম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Physiological and Biochemical Studies on the Low Temperature Tolerance in Tossa Jute (Corchorus olitorius L.)

৩১২. কে. এম. শামসুজ্জামান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Improvement of Chickpea (Cicer Arietinum L.) through Mutation Breeding.

৩১৩. মোঃ আনোয়ারুল কবীর; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৮;

বিষয় ঃ Genetic Studies on Brown Planthopper Resistance of Rice.

৩১৪. আক্তার বানু; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Obesity Related Risk for Hypertension and Coronary Heart Disease in NIDDM Subjects.

৩১৫. মোঃ মজিবুর রহমান চৌধুরী; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮০০-১৯০০)

www.pathagar.com

৩১৬. আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইয়াকুব হোসাইন; ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১৯৯৭ ; বিষয় ঃ আবুল আজিজ-বিন-সউদের সংগে ইখওয়ানের সম্পর্ক

৩১৭. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ The Role of Ulama in Bengal Poiltics : 1906-1947 A.D.

৩১৮. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ শায়খুলহিন্দ মাহমুদ হাসান ও তাঁর রাজনীতি

৩১৯. আবুল কালাম মোঃ ইব্রাহীম আজাদ; আরবী, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ তানযীম আল-ইলাকাহ্ বাইন আল-হাকিম ওয়া আল-মাহকুম ফী-নিযাম-আল-হুক্‌ম আল-ইসলামী (Tanzim al-Ilaqah Bain al-Hakim wa al-Mahkum fi Nizam al-Hukm al-Islami)

৩২০. আ. র. ম. আলী হায়দার; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ শাহ্‌সুফী ফত্‌হ আলী, শাহ্‌সুফী আবু বকর সিদ্দীক ও শাহ্ সুফী মাওলানা নিসারুদ্দীন আহমদ (রঃ) : বাংলার এই তিন সাধকের জীবন ও কর্মের সমীক্ষা

৩২১. দিলারা হাফিজ; বাংলা, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ (১৯৪৭-১৯৭১)

৩২২. মুহাম্মদ আবদুল হক; আরবী, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ উপন্যাসিক হিসাবে ত্বাহা হোসাইন ও তওফীক আল-হাকীম: তুলনামূলক আলোচনা

৩২৩. মাহমুদ উল আলম; বাংলা, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধ জীবন (১৮৬৫-১৯৪৭)

৩২৪. আব্দুল হাকিম সরকার; সমাজকল্যাণ, ১৯৯৮ ;

বিষয় ঃ Juvenile Offence in Dhaka City : A Socio-economic Perspective.

৩২৫. মোঃ ইকবাল রউফ মামুন; রসায়ন, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Studies of Hypoglycemic Agents from Momordica Charantia and Pterospermum Acerifolium and Isolation of some Iridoid Glycosides from Gardenia Erythroclada.

৩২৬. সৈয়দ হুমায়ূন কবির; রসায়ন, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Analytical Evaluation of Cosmetics and Toiletries Used in Bangladesh.

www.pathagar.com

৩২৭. মোঃ সানোয়ার হোসেন মন্ডল; রসায়ন, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Beneficiation and Upgrading of Bangladesh Sand for Production of Quality Glass and Allied Materials and Study of their Physico-chemical Properties.

৩২৮. এ. বি. এম. শাহ্ জালাল; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Characterization of Plasma Polymerized Xylene Thin Films for its Application in Elctrical Devices.

৩২৮. মোঃ কামরুল আলম খান; পদার্থ বিজ্ঞান, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Design, Fabrication and Performance Studies of Linear Fresnel Reflecting Solar Concentrating Collector for Practical Utlisation in Bangladesh.

৩২৯. খতিবুল হুদা; রসায়ন, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Study of the Compelling Ligands, Corrosion Inhibitors and Protective Coatings for the Preservation of Artifact Made of Metals and Alloys.

৩৩০. আফরোজা বেগম; সমাজ বিজ্ঞান, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Government-NGO Collaboration in Development Management in Bangladesh: An Institutional Analysis.

৩৩১. মোঃ সিরাজুল হক তালুকদার; প্রাণ রসায়ন, ১৯৯৯;

বিষয় ঃ Evaluation of Interspecific Jute Hybrid Progeny obtained through Embryo Rescue Technique.

৩৩২. আখতারুন্নেছা চৌধুরী; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৯;

বিষয় ঃ Haematological and Haemochemical Parameters of Clarias batrachus (Linnaeus 1758) and Channa striatus (Bloch, 1794) in Natural and Cultured Conditions.

৩৩৩. মাইন উদ্দীন আহমেদ; প্রাণিবিদ্যা, ১৯৯৯;

বিষয় ঃ Bioecology and Pest Status Tea Termites in Sylhet and their Management.

৩৩৪. মনুজান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১৯৯৯;

বিষয় ঃ Study of Mutaion Breeding for Improvement of Foxtail Millet (Setaria italica B.)

www.pathagar.com

৩৩৫. উম্মে হাসিনা ফরিদা খাতুন; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Impact of Zinc and Vitamin A Supplementaion in Mallnourished Hospitalazed Children Suffering from persistent Diarrhoea.

৩৩৬. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার; ব্যবসায় প্রশাসন, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Marketing System in the Informal Manufacturing Sector : A Case Study of Bangladesh.

৩৩৭. মোঃ আরিসুল হক; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ A Study on Food Refusal Among Urban Middle and Upper Socio-economic Class Children.

৩৩৮. আবুল বারাকাত মোঃ ফারুক; আরবী, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ আব্বাসী যুগে আরবী গদ্য সাহিত্য শৈলীর বিকাশ ধারা: ইব্ন আল-মুকাফ্ফা, আল-জাহিয, ইবন্ আল আমীদ ও সাহিব ইব্ন আব্বাদের অবদানের বিশেষ উল্লেখ সহ একটি পর্যালোচনা

৩৩৯. শাহীদা; বাংলা, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারীর অধিকার চেতনা

৩৪০. আখতার সোবহান খান; দর্শন, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা

৩৪১. ফারুক আহমদ; আরবী, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ ড. ত্বাহা হুসাইন ও তাঁর সাহিত্য দর্শন

৩৪২. মনীষা চৌধুরী; বাংলা, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস: জীবনভাবনা ও শিল্পদৃষ্টি

৩৪৩. আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী; আরবী, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য

৩৪৪. মোঃ জামান খান; বাংলা, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যকর্ম

৩৪৫. নূর-ই-ইসলাম; বাংলা, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ সিলেটের উপভাষা: সাংগঠনিক বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

৩৪৭. মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন; ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) ও ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁহার অবদান

৩৪৮. মোঃ মুনিরুজ্জামান; ইংরেজী, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ A Socio-Psycolinguistic Study of the Interaction between Attitudes and Motivation of Undergraduates and their Proficiency in EFL.

৩৪৯. মোঃ আশরাফুল ইসলাম; হিসাব বিজ্ঞান, ১৯৯৯ ;

বিষয় ঃ Managment Information System in Banks and Financial Institutions Operating in Bangladesh.

৩৫০. এ. বি. এম. মাসুদ মাহমুদ; ইংরেজী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Launched into Eternity : An Eschatological Study of Emily Dickinson's Poems and Letters.

৩৫১. মোহাম্মদ ফারুক; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ সাওয়াতিউল ইলহাম : একটি সমীক্ষা

৩৫২. মোঃ মোহীত উল আলম; ইংরেজী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ A Study of Shakespeare'sSoliloquies in his Major Tragedies : Hamlet, Othello, King Lear and Machbeth.

৩৫৩. মুহাম্মদ সোলায়মান; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ রাসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের পত্র ও চুক্তি : বিশ্লেষণ

৩৫৪. মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন; বাংলা, ২০০০ ;

বিষয় ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকসাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপাদান

৩৫৫. হাফেজ আবুল বারাকাত হোমাহাম্মদ হিজবুল্লাহ; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী (ম.১২২৫ হিঃ) ওয়া মানহাজুহু ফি আল-তাফসীর

৩৫৬. তাহির আহমদ; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Al-Lugha al-Arabiyyah wa Adabuha fi Bangladesh (Arabic Language and Literature in Bangladesh.

৩৫৭. আবু বকর মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ হায়কল ও আল-আক্কাদ-এর জীবনী সাহিত্য

www.pathagar.com

৩৫৮. আবুল খায়ের মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ মাহমুদ সামী আল বারুদী : কবি ও কাব্য

৩৫৯. মোঃ রুহুল আমীন; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ মুসাহামাতু শাওকী দ্বয়ফ ফী আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ ওয়া আদাবিহা (আরবী ভাষা ও সাহিত্য শাওকী দ্বয়ফে'র অবদান

৩৬০. মোহাম্মদ দাউদ আহমদ; আরবী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ স্পেনীয় আরবী কবিতা ও ইব্‌ন যায়দুন

৩৬১. মোঃ রুহুল আমীন; ইংরেজী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ John Steinback : A Radical Humanists.

৩৬২. মোঃ শফিকুল ইসলাম; ইসলামিক স্টাডিজ. ২০০০ ;

বিষয় ঃ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে কিশোর গঞ্জের আলেমগণের ভূমিকা (১৮০০-১৯৬৯)

৩৬৩. মুহাঃ মুস্তাক আহমদ; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০০ ;

বিষয় ঃ শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী: জীবন ও কর্ম

৩৬৪. মোঃ আলমগীর; ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০০০ ;

বিষয় ঃ বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকা নওয়াব পরিবারের অবদান

৩৬৫. সদরুল আমিন; ইংরেজী, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Time in the Plays of Arthur Miller.

৩৬৬. মোঃ মোস্তফা কামাল চৌধুরী; গণিত, ২০০০ ;

বিষয় ঃ On Free Convection Flow of Micropolar Fluid.

৩৬৭. মোঃ বেল্লাল হোসেন; ফলিত রসায়ন ও রাসয়নিক প্রযুক্তি, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Development of Special Diets for Patients of Cardiovascular Diseases.

৩৬৮. মোঃ মাহবুব আলম; পদার্থ বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Prediction of Formation and Tracks of Bay of Bengal Cyclones.

৩৬৯. মোঃ আমানউল্লাহ চৌধুরী; ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিকস; ২০০০ ;

বিষয় ঃ Development of Microwave Ferrite Materials (Spinel Ferrites and Garnets) and Study of their Magnetic and Electrical Properties.

www.pathagar.com

৩৭০. মোঃ মোস্তফা; গণিত, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Existence and Stability of Some Volterra Equations.

৩৭১. নাসরীন আহমাদ; ভূগোল ও পরিবেশ, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Determinants of Rural Landlessness: A Geographical Analysis.

৩৭২. জাকিয়া বেগম; পদার্থ বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Population Radiation Exposure in Bangladesh.

৩৭৩ রবীন্দ্রনাথ দাস; রসায়ন, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Chemical Studies of Cytotoxic Extracts of Calophyllum Floribanda Oxalis Corniculata and Oroxylum Indicum.

৩৭৪. জাকিরুল ইসলাম; লোকপ্রশাসন, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Financial Administration in Developing Countries : A Study of Bangladesh.

৩৭৫. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও বাকশাল প্রবর্তন: একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

৩৭৬. মোঃ রফিকুল ইসলাম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০০;

বিষয় ঃ Effect of Growth Regulators on physiological and Biochemical Parameters, siliqua shattering and Yield of Rapeseed.

৩৭৭. সাঈদ আহমেদ; প্রাণরসায়ন, ২০০০;

বিষয় ঃ Biosensors of Metabolite Monitoring

৩৭৮. মোঃ সিরাজুল ইসলাম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০০;

বিষয় ঃ Evaluation of Interspecific Jute Hybrid Progeny obtained through Embryo Rescue Technique.

৩৭৯. মোঃ গোলাম মোস্তফা; প্রাণিবিদ্যা, ২০০০;

বিষয় ঃ Population Dynamics of Penaeid Shrimps and Demarsal Finfishes from Trawl Fishery in the bay of Bangal and Implication for the Management.

www.pathagar.com

৩৮০. জিয়া উদ্দিন আহমেদ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০০;

বিষয় ঃ Breeding of Suitable Mungbean Genotypes for Cultivation in Bangladesh.

৩৮১. অনিল চন্দ্র আইচ; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০০;

বিষয় ঃ Studies on the Improvised Saline Soil and Brackish Water in Relation to their Impact on the Growth and Yield of rice and wheat in the Coastal Embankment Project Areas.

৩৮২. মজিবুর রহমান; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০০;

বিষয় ঃ Effect on N. P and K on the Growth of the Mentha Arvensis and the quality and quantity of its oil in Bangladesh

৩৮৩. মোঃ বদরুদ্দীন; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ২০০০;

বিষয় ঃ The Effect of Sulphur Deficiency on Ion Accumulation with Special Reference to 15N and 355 Transport and Metabolism in Chickpea (Cicer Arietinum L)

৩৮৪. মোঃ গিয়াস উদ্দিন খান; প্রাণিবিদ্যা, ২০০০;

বিষয় ঃ Life Cycle and Dynamics of the Penaeid Shrimp Populations Exploited by a Multigear Fisheries System with Special Reference to the Extuarine Set Bag Net and Trammel Net.

৩৮৫. নজরুল ইসলাম; প্রাণিবিদ্যা, ২০০০;

বিষয় ঃ Evaluation of Traditional methods for the Management of the Pulse beetle (*Callosobruchus chinesis Linn.)* (Coieoptera: Bruchidae).

৩৮৬. এম. এ. কামাল; ব্যবস্থাপনা, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Instiutional Credit for Rural Development in Bangladesh.

৩৮৭. মোঃ নজরুল ইসলাম; ব্যবস্থাপনা, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Productivity Managment in the Public Enterpises : A Study of Selected Jute Mills in Bangladesh.

৩৮৮. মোঃ রেজাউল করিম; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Measurement of Body Fat and its Relation with Cardiac risk Factor in Human Subject

www.pathagar.com

৩৮৯. মাহফুজা বেগম; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Studies on Amylase Rich Energy Dense Cereal Based Weaning Food for Malnouished Children and its Feeding Trial in a Community.

৩৯০. মোঃ সেলিম শাকুর; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Acute Respiratory Tract Infection (ARI) Associated with Low Zinc Level in Severely Malnourished Childern.

৩৯১. অরুপ রতন চৌধুরী; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Relationship of Antiosidants with Periodental Diseases among the Selected Groups of Diabetic Patients.

৩৯২. খালেদা ইসলাম; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Effect of Vitamins A,C and E on Hypertension.

৩৯৩. মোঃ আমিনুল হক ভূইয়া; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Studies on non-formal nutrition education programmes in Bangladesh A Critical analysis and future Directions.

৩৯৪. মোঃ আবদুস সাত্তার; চারুকলা, ২০০০ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের কাঠ খোদাই

৩৯৫. নূর মোহাম্মদ; শিক্ষা ও গবেষণা, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Development of Population Educaion Program for Out of School publerty Girls in a System on Non-formal Education.

৩৯৬. এ. এস. এম. মোকাররম হোসেন; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;

বিষয় ঃ Effects of Lipiodol Ultra Fluid on Nutritional Status in Iodine Deficient School Children of Bangladesh.

৩৯৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০০ ;[৪৩]

বিষয় ঃ An Evaluation of the National Food and Nutritional Policy of Bangladesh.

৪৩. দ্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ প্রদর্শনী ২০০১, পৃ. ১২-৩৪

www.pathagar.com

৩৯৮. মোঃ আবদুল মজিদ মিয়া; মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Effect of Tillage and Nitrogen Under Different Water regimes on rice and wheat cultivaion."

৩৯৯. মোঃ আশরাফুল ইসলাম; রসায়ন, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Studies of some Trace Elements in Bangladesh Agroecosystem."

৪০০. মিসেস নাজমা আরা হোসেন; ব্যবস্থাপনা, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Woemn Enteopreneurship and small Business."

৪০১. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Popular Participation in Local Administration : A case study of Bangladesh."

৪০২. মোঃ আবদুল হান্নান মিয়া; ব্যবস্থাপনা, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Non-Government Organisations support services for the Promotion and Develepment of Micro Enterprise : An analysi of their effectiveness in Bangladesh."

৪০৩. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত।"

৪০৪. ফারুক আহম্মদ উল্লা খান; ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০০১;

বিষয় ঃ "Study of Colinial Architecture in Bangladesh."

৪০৫. মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "উপমহাদেশে তাফসীর সাহিত্য (১৯০১-১৯৭১)"

৪০৬. এস. এম. কবীর; মার্কেটিং, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Stratedgic Marketing of Bangladesh Fabrics."

৪০৭. মিসেস মাহবুবা খানম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Systematic Studies in the Family Lamiaceae from Bangladesh.

৪০৮. মিসেস শামীমা নাসরীন; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ Transformation of Sulphur in Soil and its contribution to crop Production."

www.pathagar.com

৪০৯. মোঃ রেজা বিন জায়েদ; ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Determination of Acetylator Phenotype in various Ethnic population of Bangladesh."

৪১০. মোঃ সাইফুল ইসলাম; পরিসংখ্যান, ২০০১ ;

বিষয় ঃ Statistical Development of Field plot Technique for Agronomic Experements.

৪১১. মোঃ নূরুল ইসলাম; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Effect of Interactions between some of the Nutrient Elements on the Growth chemical Composition and Yiled of Wheat, rice and Mungbean."

৪১২. মোঃ ইসমাইল তরফদার; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Wheat root growth and water extraction under rainfed Condition as affected b y nitrogen and variety."

৪১৩. মোঃ সামসুর রহমান; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Chemical and Mineralogical composition of major River Sediments of Bangladesh and their Impact on Genesis and Nutrient Statims of Soils."

৪১৪. মিসেস ফরিদা বেগম; রসায়ন, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Studies of some Metal Complaexes Macrocyclic Ligands."

৪১৫. এস. এম. ইখতিয়ার আলম; আই. বি. এ., ২০০১ ;

বিষয় ঃ "The Serial carlel : A Mathmatical Model of Auto-Rickshaw Services Market in Dahak City."

৪১৬. এস. এম. নূরুল ইসলাম সরকার; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Determination of Critical Limits of Patassium fro wheat Patato and Ground nut in some soils if Bangaladesh.

৪১৭. মোঃ কামরুল জলিল; স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Lipoprotein Profile as a Predictor of Ichaemic Heart disease in Children of Dhaka City."

www.pathagar.com

৪১৮. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান; বাংলা, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "বাংলাদেশের ছোট গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ন ঃ (১৯৪০-৯০)

৪১৮. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শরফুদ্দীন ইয়াই ইয়া মুনায়রী ও নূর কুত্‌বুল আলম (রঃ) ঃ সাধক ত্রয়ের জীবন ও কর্মের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা"

৪১৯. মোঃ আব্দুস সাত্তার; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইতিহাস ও সমাজ জীবনে উহার প্রভাব"

৪২০. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Human Rights in Un Instruments and Islam."

৪২১. মোঃ আবু সাঈদ; গ্যাস্ট্রো এ্যান্টোলজী, বারডেম আই.পি.জি.এম.আর ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Predictors of Risks for Vascular Complications of Diabetes and Their Probadility in the Diabetic Population of Bangladesh."

৪২২. নার্গিস সুলতানা; প্রাণিবিদ্যা, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Biology and ecology of some Parasitoies of Jute hairy Catarpillar, spilome obliqua (Walker) and their role in Biological Control."

৪২৩. হারুন-অর-রশীদ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Studies on the Microbiology of Marine Fish and their Preservation by Radiation and Combinatin Treatments."

৪২৪. মোঃ শহিদুল আলম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Potintials for species introgression in Brassica Juncea Heok. f. & thoms, with special reference to earliness."

৪২৫. মোঃ মিজানুর রহমান; মার্কেটিং, ২০০১ ;

বিষয় ঃ "Foreign Direct Investment in Bangladesh : Trend and Performance."

www.pathagar.com

৪২৬. মিসেস জোবেদা আখতার; দর্শন, ২০০১ ;
বিষয় ঃ "Women and Equality : The Context of Bangladesh.

৪২৭. মোহাম্মদ আবদুল মুকিম; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০১ ;[৪৪]
বিষয় ঃ "বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা'

৪২৮. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Rice Caltivar-Xanthomonas Oryzae PV. Oryzae International for Development of Bacterial Blight Disease in Bangladesh.

৪২৯. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ; আরবী, ২০০২ ;
বিষয় ঃ আরবী খুতবা সাহিত্য (হিজরী ১৩২.খ্রীঃ ৭৫০ পর্যন্ত)

৪৩০. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ; দর্শন, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Normative Marsism : An Evaluation of Jon Elster's View.

৪৩১. মিসেস সুফিয়া ইসলাম; ফার্মেসী, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Studies of Intestinal Water and Electrolyte Transport during Dehydratin, Malnutrition and Infection.

৪৩২. মোঃ আসাদুজ্জামান; লোক প্রশাসন, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Institutional Analysis of Rural Development : A Study of Bangladesh Rural Development Board (BRDB).

৪৩৩. খান মওদুদ উর রহমান; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Effect of Simultaneous Iron and Vitamin A Supplementation on Iron Status of Working Adolescent.

৪৩৪. রাজিয়া বেগম; মার্কেটিং, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Women Entrepreneurs in Bangladesh : Challenges and Opportunities.

৪৩৫. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;
বিষয় ঃ শাহ্ওলী উল্লাহ্ দিহ্লবী ঃ জীবন ও কর্মধারা

৪৩৬. মোঃ সাইফুল ইসলাম; বাংলা, ২০০২ ;
বিষয় ঃ রবীন্দ্রনাথের নাটক ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ

৪৪. দ্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ.ডি ডিগ্রী প্রাপ্তদের তালিকা

www.pathagar.com

৪৩৭. মোঃ আবু হেনা এম আবদুল আউয়াল হাওলাদার; বাংলা, ২০০২ ;
বিষয় ঃ নজরুলের সাহিত্যে চিন্তা ও তাঁর সাহিত্যে তার প্রতিফলন

৫৩৮. সাব্বির হোসেন; অর্থনীতি, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "An Analysis of the Effecacy of Micro Finance Institutions in Reaching the Hard core poor : The Case of Bangladesh.

৪৩৯. শিরীন আখতার; আই.পি.জি.এম. এন্ড আর, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Micro-plan for area specific strategy to control malaria kalazar and filaria in selected ateas of Bangladesh.

৪৫০. মোঃ নূরুল ইসলাম খান; বাংলা, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদানের ব্যবহার ১৯৪৭-১৯৯০"

৪৫১. মিয়া মাশহুদ আহমেদ; আই.পি.জি.এম. এন্ড আর, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Helicobaeter Pylori : Diagnosis, seroprevalence, Model Therapy for duodenal ulcer patients in Bangladesh.

৪৫২. মোঃ রহিম উল্যাহ; ২০০২ ;
বিষয় ঃ "আব্বাসীর যুগের আবরী কবিতার ভাব ও গঠন বৈশিষ্ট"

৪৫৩. আবুল মাছাকিন মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "রাজনীতি ও সমাজ সেবায় বাংলাদেশী আলিমগণের ভূমিকা (১৯৩৫-৭১)

৪৫৪. মিসেস তাহমিনা খাতুন; অর্থনীতি, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Linkage between Poverty, human resource development and economic growth : an intigrated model for Bangladesh.

৪৫৫. মোঃ আনোয়ার হোসেন; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Nutritional and Socio-economic status of Riverine and Marine Fishing Communities of Bngladesh.

৪৫৬. আবু জামাল মোঃ কুতুবুল ইসলাম নোমানী; আরবী, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Musahamatu al-Doctor Najib al-Kilani fi al- Adab al-Arabi al-Hadith (আধুনিক আরবী সাহিত্যে নজীব কিলানীর অবদান)"

www.pathagar.com

৪৫৭. খুরশীদ নাহার; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Relationships between diatom assemblage of surface sediment and some environmental factors in two wetland ecosystems of Bangladesh.

৪৫৮. এম. এম. রিজাউল ইসলাম; বাংলা, ২০০২ ;

বিষয় ঃ বাংলা কারক ও বিভক্তির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৪৫৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ; আরবী, ২০০২ ;

বিষয় ঃ Yahya Haqqi wa Amaluhu al- Adabi (ইয়াহ্ইয়া হাক্কী ও তাঁর সাহিত্য কর্ম)

৪৬০. জাফর আহমদ ভূঁইয়া; ফার্সী ও উর্দু, ২০০২ ;

বিষয় ঃ আহসান আহমদ আশক ঃ জীবন, কর্ম ও চিন্তা

৪৬১. আবু ইউসুফ মোঃ নেছার উদ্দিন; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান (১৯৭১-১৯৯৯ খৃঃ)

৪৬২. শাহ্ মোঃ মাহ্ফুজুর রহমান; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "A Study on Epidemiology of Childhood Obesity in Dhaka City."

৪৬৩. সেলিনা বেগম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Regeneration Potentiality of four species of Amaryllidaceae and liliaceae and the effect of gamma radiation on their regeneration."

৪৬৪. তাহসিনা রহিম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Genetical and Biochemical Investigations and Protoplast fusion of Anthranilic acid mutants of Neurospora crassa."

৪৬৫. মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী; মার্কেটিং, ২০০২ ;

বিষয়ঃ "Tourism Industry in Bangladesh: An Empirical Study on its present patterns and strategies for Development."

৪৬৬. এ. টি. এম. এমদাদ হোসেন; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Effect of NPK Fertilizers on the Latex yield of Hevea Brasiliensis in Muell, Arg. in a Rubber Estate."

৪৬৭. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন; ইতিহাস, ২০০২ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশ, পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১

৪৬৮. মোঃ রেজাউল করিম; ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০০২ ;

বিষয় ঃ A Critical Stydy of the coins of the Independent sultans of Bangal (From 1205 A.D.-1538 A.D)

www.pathagar.com

৪৬৯. রোকেয়া বেগম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ The role of Rho-GIPases in Mammalian cells; control of Rearrangement of Actin Cytoskeletion and Transformation.

৪৭০. আলতাফ জলিল; ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Institutional Support for Creation of Buyer-Seller Linkages in Export Management : A Critical Study of Selected Support of Mechanisms"

৪৭১. মোঃ নূরুল আমিন বেপারী; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "The Nature of Bangladesh State and military Rule."

৪৭২. সুনীল কুমার বিশ্বাস; রসায়ন, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Nutritional Quality Assessment of Rice and Rice based Bangladeshi Diets."

৪৭৩. সৈয়দা খালেদা জাহান; বাংলা, ২০০২ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা (১৯৫২-১৯৭২)

৪৭৪. মোঃ আনোয়ার হোসনে ভূঁইয়া; বাংলা, ২০০২ ;

বিষয় ঃ বাংলাদেশের কবিতায় লোক সংস্কৃতি (১৯৪৭-১৯৯৬)

৪৭৫. সপ্না রায়; বাংলা, ২০০২ ;

বিষয় ঃ পাঁচটি বাংলা উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাসে যুগান্তরের সূচনা

৪৭৬. খালিদ হাসান; ব্যবসায় প্রশাসন ইনষ্টিটিউট, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Developing Appropriate Strategies for Promotional campaign for Family Planning in Bangladesh.

৪৭৭. মোঃ সাইফুজ্জামান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Physiological studies on the Spikelet Sterility in wheat in Bangladesh.

৪৭৮. নার্গিস জাহান; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Effect of naphthenate on fertilizer use efficiency, physiological and biochemical responses rice plants."

www.pathagar.com

৪৭৯. মোঃ নুরুল ইসলাম; সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "A Study of a slum in Dhaka City."

৪৮০. ঊষা রানী দাস; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Combining ability of seven inbred lines of maize and regeneration potentiality of F1 hybrids through anther and embryo culture."

৪৮১. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Exploration, Documentation and Germplasm collection of plant Genetic Resources of Rema-Kalenga wildlife sanctuary (Habigonj) in Bangladesh.

৪৮২. শামসাদ বেগম; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Studies on the development of summer tomato through mutation breeding."

৪৮৩. হামিদা খাতনু; উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Taxonomy of Pleurocarpous Mosses of Bangladesh.

৪৮৪. শাহানা বেগম; প্রাণিবিদ্যা, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "Biology and ecology of some insect predators of the mustard aphid, Lipaphis erysimi kalt and their potentiality in Controllong the aphids."

৪৮৫. মোস্তফা দুলাল; প্রাণিবিদ্যা, ২০০২ ;
বিষয় ঃ Bionomics of Sandflies (Diptera : Psychodidae) of Bangladesh."

৪৮৬. এ. এস. এম. আতীকুর রহমান; সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "The Problems of Ageing in Bangladesh : A Socio-Demographie Study."

৪৮৭. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "আল্লামা জালালুদ্দীন আল সুয়ূতী উলুমুল কুরআনে বিশেষ অবদানসহ তাঁর জীবন ও কর্ম"

৪৮৮. মোহাম্মদ নুরুল আমিন; বাংলা, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "কাজী আবদুল ওদুদের রচনা ও বাঙালী মুসলমান সমাজ"

৪৮৯. আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ; আরবী, ২০০২ ;
বিষয় ঃ "কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃঃ) ও হাফিয ইবরাহিম (১৮৭২-১৯৩২ খৃঃ) এর কবিতায় ইসলামী উপাদান ঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা"

www.pathagar.com

৫৯০. জসিম উদ্দিন আহমদ; আই.পি.জি.এম. এন্ড আর, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Prevention of Rheumatic fever, an attempt through antioxident vitamins"

৫৯১. মোঃ গোলাম মুস্তাফা; লোক প্রশাসন, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "বাংলাদেশ রাখাইন উপজাতির আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক সমীক্ষা"

৫৯২. মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ) তাঁর রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার"

৫৯৩. মিসেস বাবুনা ফায়েজ; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Studies on transfer of Radioactive Materials from Soil to Plant in Cox's Bazar and Sylhet Areas."

৫৯৪. মোহাম্মদ আবদুল বারী; আরবী, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "The Contribution of Ibn Jinni to Arabic Philology and Syntax."

৪৯৫. কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Immune Profile and nutritional status of the drug addicts : role of vitamin E,C and ß-carotene on the immunity."

৪৯৬. অরুন কুমার গোস্বামী; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Institutionalization constraints of Democracy in Bangladesh. (1990-1996)"

৪৯৭. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান; আরবী, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "বিখ্যাত মুফাস্সিরবর্গ (১০০-৪০০ হি.) ঃ জীবন ও তাফসীর পদ্ধতি"

৪৯৮. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "আহমাদ শাওকী ও নজরুল ইসলাম এর কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারা"

www.pathagar.com

৪৯৯. মোঃ আব্দুল মালেক; গণিত, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Boundary layer flow past a heated vertical plate for a two-Component Plasma"

৫০০. মোহাম্মদ শাহতা সালেহ জারাব; ইসলামিক স্টাডিজ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "(Hurriat Al-Marat, Maqamuha Wa Haququha Fi'L Islam) Freedom of Woman, Her Status and rignts in Islam"

৫০১. কানু গোপাল বালা; আই.পি.জি.এম.এন্ড আর, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Ultrasongraphy of Colon Using water as Contrast Agent"

৫০২. নার্গিস আখতার; ব্যবস্থাপনা স্টাডিজ, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "Human Resource Management in Bangladesh : A Study of Some Local Private Manufaturing Industries."

৫০৩. মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন; আরবী, ২০০২ ;

বিষয় ঃ "আসালীবু তালীমিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ফী বাংলাদেশ ঃ আল মাসাকেল ওয়া হাল্লুহা (বাংলাদেশ আরবী ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ সমস্যা ও সমাধান)"

৫০৪. আখতার জাহান মোসাম্মৎ তহুরুন নিগার; রসায়ন, ২০০২ ;[৪৫]

বিষয় ঃ "Studies on Preparation, Prperties and Microstructure of Selected Iron Pigments"

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, ১৯৭২ হতে ২০০২ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩০ বছর সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সময় কৃতিত্বের স্বাক্ষরস্বরূপ মোট ৫০৪ জন ডিগ্রী লাভ করেছেন ; তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই, প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে মাত্র ৩০ বছরে মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই গৌরবজনক শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্তি কেবলমাত্র 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব

৪৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

হয়েছে। অন্যথায় এ দেশের ইতিহাস, বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন আজ অন্যভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো। এ দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র অবদান চির অম্লান থাকবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদেশের মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার উদ্দেশে ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে অফিস-আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা চালু করে। ফলে, শিক্ষা, বিচার ও প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগ থেকে দলে দলে বাঙালী মুসলমানরা চাকরিচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হয়। ইংরেজ সরকারের এই কূট-নির্দেশ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের জন্য বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ছিল। তাদের ভবিষ্যৎ হয় গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

অপরপক্ষে, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙালী হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে আঁতাত করে ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়াও ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য হিন্দুরা কলকাতা ও এর আশেপাশে 'স্কুল অব সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরই ফলে ১৮৪৪ সনে জারীকৃত নির্দেশ ঃ "অতঃপর সরকারের সমস্ত দফতরে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের নিয়োগ করতে হবে" মুতাবেক মুসলমানরা চাকরিচ্যুত হলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবকরা দলে দলে সরকারী চাকরিতে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। পক্ষান্তরে বাঙালী মুসলমান আপতিত হয় এক ভয়াবহ দুর্যোগের আবর্তে।

কালক্রমে, সময়ের আবর্তনে, 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হওয়ার ফলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলার অবহেলিত মুসলমানরা আজ বিশ্বের বুকে স্বাধীন জাতি হিসাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। তারা শিক্ষায়, জ্ঞানে-গুণে আজ যে কোন দেশ জাতির চেয়ে চশ্চাৎপদ নয়, তা প্রমাণের চেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে।

এ দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৯০ জনের জীবন-ধর্ম ইসলাম। নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ ঃ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। এ দেশের নারী সমাজও যে আজ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই, এমনকি উচ্চতর ডিগ্রী হাসিলের ক্ষেত্রেও যে তারা পুরুষের পাশাপাশি

www.pathagar.com

এগিয়ে চলেছে, তার একটি চিত্র সুধী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো ঃ

১. ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' হতে যে ৫৭ জন পিএইচ.ডি. এবং ডি. এসসি ডিগ্রী লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন মুসলমান (পুরুষ) এবং অবশিষ্ট সবাই হিন্দু (পুরুষ)। কোন মহিলা এই ডিগ্রীর অধিকারী হননি।

২. ১৯৪৮ হতে ১৯৭১ সন পর্যন্ত, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' হতে যাঁরা পি.এইচ.ডি. এবং ডি.এসসি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন, তাঁদের সংখ্যা হলো ৪৪ জন। তন্মধ্যে ৩০ জন মুসলমান এবং বাকী ১৪ জন ছিলেন হিন্দু। দু'জন মুসলিম মহিলা ঃ মিসেস নীলিমা ইব্রাহীম ১৯৫৭ সনে এবং আবেদা হাফিজ ১৯৬৭ সনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। কোন হিন্দু মহিলা এ সময়ে এ সম্মান লাভ করতে সক্ষম হননি।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে তা ২০০২ সনে ৮১ বছরে পদার্পণ করেছে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আজ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' কেবল এ উপমহাদেশেই নয়; বরং এর সুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় মানুষ গড়ার কেন্দ্র হিসাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে বিশেষ নামে পরিচিত, তা হলো ঃ 'Oxford of the East' বা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ অতীত ও বর্তমান

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রথম অবস্থান

১৯২১ সনের ১ জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোন ভবন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভিন্ন দফতর ও বিভাগের অবস্থানগত বিন্যাস যেভাবে করা হয়, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে উত্তরাধিকার সূত্রে ঢাকা কলেজের পুরাতন বিল্ডিংগুলো পায়। তাছাড়া রমনা এলাকায় অবস্থিত অধিকাংশ সরকারী বিল্ডিংও পায়, যা তৈরি হয়েছিল 'বঙ্গভঙ্গের পর' পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকায়। প্রায় ছয় শ' একর জমির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় যে বিল্ডিংগুলো পায়, তার মধ্যে পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনটি অন্যতম। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, কলা বিভাগের ছাত্রদের ক্লাস রুম ও মুসলিম ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে এখানেই করা হয়। এ সময় মনোরম গভর্নর হাউজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের সভা-সমিতির কাজে ব্যবহৃত হতো।[১]

এতদ্ব্যতীত রমনা গ্রীনের বিভিন্ন সাইজের প্রায় শতাধিক সুরম্য ভবনের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের অধিকারী হয়, যা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইংরেজ ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার পি. জে. হার্টগ (১৯২০-২৫) বলেছিলেন ঃ "The University of Dacca occupied a site more splendid than that of any modern University in Great Britain."[২]

---

১. One wing of the building was used for Medical Clinic, hospital and Psycholoy laboratory : Cf. M.A. Rahim, History of the University of Dacca p. 32. (Foot note No. 1;

২. Mabel Hartog writes, "The former Government House was designated as the private residence of the Vice- Chancellor, but he declined the honour. It was a palantial building in two blocks, one entirely of state-rooms." She also writes that a Vice-Chancellor would have been out of place in such a retting. "Mable Hartog; P.J. Hartog, A Memoir by his wife; (London 1947), pp.

www.pathagar.com

পুরাতন ঢাকা কলেজের মূল ভবনটি (কার্জন হলসহ) নিউ ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং ইউনিভার্সিটি ক্লাব সমন্বয়ে গঠিত লাল ইটের তৈরি দ্বিতল ভবন, যা মুসলিম স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শনে ভাস্বর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং রসায়ন বিভাগ ও এর ল্যাবরেটরীকে অন্য একটি লাল ইটের তৈরি ভবনে স্থান দেয়া হয়।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে এর যাবতীয় কার্যক্রম সূচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা Court গঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন। Ex-officio এ সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ ছিল তিন বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, সকল ডীন, প্রফেসর ও রিডার এই Court-এর Ex-officio সদস্য ছিলেন। এঁদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০জন। এ ছাড়া আরো ২৭ জন Ex-officio সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ৪ জন সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (স্যার আশুতোষ মুখার্জী), ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার (এস.টি. ইমারসন), বাংলার ডি. পি. আই (ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ), আসামের ডি. পি. আই (জে. আর. কানিংহাম), কৃষি ডাইরেক্টর, শিল্প ডাইরেক্টর, সিভিল সার্জন, ঢাকা ; সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ইস্টার্ন সার্কেল ;এ. ডি. পি. আই, মুসিলম এডুকেশন (জে. এ. টেলর) ; চেয়ারম্যান অব ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ; চেয়ারম্যান, ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ; ইনেস্পেক্টর, গার্লস স্কুল, ঢাকা সার্কেল (মিস. এম. ভি. আইরনস) ; কলকাতা, চট্টগ্রাম ও সিলেট মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ; প্রিন্সিপাল, ইডেন গার্লস হাই স্কুল (মিসেস রাজকুমারী দাস) ; প্রিন্সিপাল, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ; ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশন, বরিশাল ; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর ; আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ এবং প্রেসিডেন্ট, ঢাকা স্বারস্বত সমাজ।

মহামান্য চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যে সব সদস্যকে মনোনীত করেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তাঁরা হলেন ঃ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ; নবাব খাজা হাবীবুল্লাহ ; নবাব খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ ; নবাবজাদা কে.এম. আফজাল; খান বাহাদুর খাজা মুহাম্মদ আজম; পি.সি. মিত্র;

www.pathagar.com

এ. কে. এম. ফজলুল হক ; স্যার সুরেন্দ্র ব্যানার্জী ; রায় সারদা প্রসাদ রায় বাহাদুর; পি. কে বোস, বার-এট্‌ল ; এছাড়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্যদেরকে সদস্য মনোনীত করা হয়।[৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৫ জন সদস্য নির্বাচিত করেন, ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হন বিভিন্ন সংগঠন থেকে এবং আসাম গভর্নমেন্ট ১০ জন সদস্যকে মনোনীত করেন। এতদ্ব্যতীত মহামান্য চ্যান্সেলর ৬ জন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আজীবন সদস্য" হিসাবে মনোনীত করেন, যাঁরা হলেন ঃ এম. এ. এইচ. হায়দারী, হায়দারাবাদ ; স্যার জে. সি. বোস, ডি. এস. সি ; স্যার আশুতোষ মুখার্জী ; স্যার পি. সি. রায়; সৈয়দ শামসুল হুদা, (প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল ব্যবস্থাপক পরিষদ) ; এবং ডক্টর জিয়াউদ্দীন আহমদ (প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড়)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরা ২৯ জন সদস্য নির্বাচিত করেন, যার মাঝে ১৪ জন ছিল মুসলিম এবং বাকী ১৫ জন অমুসলিম।[৪]

**ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম অধিবেশন**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই আগস্ট, মঙ্গলবার, ১৯২১ সনে। স্থান ছিল 'ইউনিভার্সিটি কোর্ট হাউস' (পুরাতন গভর্নমেন্ট হাউস) এবং সময় ছিল ৩-৩০ মিনিট। এই সভায় ১১৩ জন সদস্য উপস্থিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জন লুম্‌লি ড্যানডাস এতে সভাপতিত্ব করেন।

এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের মধ্য হতে ২ জন মুসলিম এবং ২ জন অমুসলিম সদস্যকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচনের লক্ষ্যে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম সদস্যরা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং খান বাহাদুর কাজী আলাউদ্দীন আহমদকে এবং অমুসলিম সদস্যরা মিঃ পি. কে. বোস এবং রায় বাহাদুর সারদা প্রসাদ সেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন।

৩. Clause 3 of first Statute Statute under Sub-sect. 27 (1) of the Act, Chancellor was to appoint 40, of these fifty percent of non-European members were to be Muslims. (Cf. M.A. Rahim, op. cit., p. 33-34.)

৪. Clause 2 of Statute provided for 15 Muhammadans and 15 non-Muhammadans. The court was composed of 158 members. (See, Ibid.)

www.pathagar.com

এ সভায় দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের অকাল মৃত্যুতে শোক গৃহীত হয়। একজন ছিলেন–স্যার আর. নাথান, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন প্রকল্পের অন্যতম রূপকার এবং নাথান কমিটির চেয়ারম্যান[৫] ; আর অপর মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনের মহান নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের পথিকৃৎ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্। তাঁর জন্য যে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা প্রণিধানযোগ্য। তাতে বলা হয় ঃ "That on this solemn occassion of the inauguration of this University this meeting of the Court places on record its great appreciation of the services of the late Nawab Sir Salimullah Bahadur, G.C.I.E., in conception and initation of the scheme of the founding of this University."[৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপক পরিষদের এই প্রথম সভায় মহামান্য চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে এ অঞ্চলের মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন বলে অভিহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার মুসলমানদের বারবার দাবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ "I have been reminded on many occasion during the term of my office of the disappointment which has been caused by the long though unavoidable delay, which has taken place in ginving effiect to the promise made by His Excellency Lord Hardings in 1912. Indeed the address of welcome which I received from the Bengal Provincial Muhammadan Association on my first arrival at this city contained but a solitary prayer, namely, for the speedy establisment of the proposed University at Dacca."[৭]

মাননীয় চ্যান্সেলর তাঁর বক্তৃতায় আরো উল্লেখ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়–'প্রথম মহাযুদ্ধ'। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিমটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশামালা তৈরির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়, তাতেও কিছু বিলম্ব হয়।

৫. Minutes of the First Court Meeting, 17 August, 1921. The resolution was moved by Nawab K.M. Yusuf and Dr. N.C. Gupta.

৬. এই শোক প্রস্তাব পেশ করেন শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা। *(দেখুন : প্রাগুক্ত)*

৭. Chancellor's Address at the First Court Meeting, August 17, 1921.

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যার দুটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করে মহামান্য চ্যান্সেলর যে বক্তব্য রাখেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "First difficulty : The University is at present entirely dependent upon public revenues. Mentionning about the inelastic revenue of Bengal, he observed, "The result has been strict economy to the detriment of the University. Not a rupee can be assigned to the University without it being voted by the legislative Council."[৮]

অন্য সমস্যাটির উল্লেখ প্রসঙ্গে মহামান্য চ্যান্সেলর বলেন ঃ "Our next difficulty has been in satisfying the expectations of the Muhammadan community. Inspite of our best endeavours we have so far been able to secure only a small number of Muhammadan for the teaching staff. He hoped that the Muslim students, who represented barely nine percent of the University students in Bengal and were attracted to executive would come to this University in larger numbers and equip themselves to undertake teaching."[৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার এ অঞ্চলে অবহেলিত মুসলমানরা যে দ্রুত উন্নতির সোপান অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে, এ ব্যাপারে মহামান্য চ্যান্সেলরের কোন সন্দেহ-ই ছিল না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মুসলিম হলের কথা উল্লেখ করে সেদিন তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তা স্মরণীয়। তিনি বলেন ঃ "In the Muslim Hall, under the guidance of an able and sympathetic Muhammadan gentleman of Bengal, Mr. A.F. Rahman, the community possesses the seed from which will surely spring a vigorous and a spreading tree."[১০]

চ্যান্সেলরের এ উক্তি সেদিন হয় তো অনেকের কাছে অপ্রিয় ও অবাস্তব মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তা দিবালোকের মত সত্য এবং অমলিন। আজ 'বাংলাদেশ' বলে পৃথিবীর মানচিত্রে যে অঞ্চলের সম্মানিত পরিচয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে হয়তো তা আজো স্বপ্ন হিসেবেই চিহ্নিত হতো।

৮. Ibid.

৯. Ibid.

১০. Ibid.

www.pathagar.com

মহামান্য চ্যান্সেলরের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর Sir P.J. Hartog ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকে পূর্ব বাংলার অনুন্নত ও অবহেলিত মুসলমানদের উন্নতির মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাই তিনি প্রথম কোর্ট মিটিংয়ে বলেন ঃ "Dacca University scheme intended to provide extended opportunities of education to the Muslim community.[১১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পলাশীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলে বাংলার মুসলমানরা শ্বেতাঙ্গ বণিকদের হাত থেকে তাদের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবার আশায় যখন বারবার বিপ্লব করেছে এবং পরাজিত হয়েছে তখন এ দেশের হিন্দুরা তাদের আনুগত্য করে তৎপর থাকে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য; ফলে তারা হয় নতুন জমিদার এবং শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্বে যারা বেশি অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল সেই সুবিধাভোগীরাই শিক্ষার জোরে দখল করলো অধিকাংশ চাকরি-বাকরি। যেহেতু মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা শুরু করে অনেক পরে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের যোগ্যতাসম্পন্ন যোগ্য লোক মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ বাস্তব সত্যটি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরও অকপটে স্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ

..... "But I wish publicly to state my desire to increase the number of the Muslims in the teaching staff without relaxing the standard of University teaching ... I fully understand and sympathetic with the anxieties of the Muslim community in this matter."[১২]

তদানীন্তন পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল একে কখনো সুনজরে দেখতে পারেনি। তাই যখন যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, তারা এ মহান প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, যার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর স্যার P.J. Hartog এর বক্তৃতায়। নাথান কমিটির সুপারিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃ পুনঃ ব্যয়ের খাতে (Recurring expenditure) ১৩ লাখ টাকার প্রস্তাব থাকলেও বেঙ্গল গভর্নমেন্টের তৎকালীন

১১. Vice-Chancellor's Address at the First Meeting of the Court, 17 August, 1921.

১২. Ibid.

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রী, পি.সি. মিত্র তা বাতিল করে মাত্র ৫ লাখ টাকা করেন। ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের উদ্ধৃতিটি হুবহুব তুলে ধরছি। তিনি বলেন ঃ "The Minister for Education had directed the University to retrench and restrict expenditure so as to manage with a recurring grant of 5 lacks."[১৩]

এ নির্দেশে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ "With this inadequate grant it was difficult to set up a residential cum-teaching University combined with a tutorial system and providing special facilities to Muslim students so that their numbers might increae."[১৪]

মন্ত্রী জেনে-শোনেই এ আঘাতটি করেছিলেন। কেননা, তিনি আদৌ চাইতেন না যে, বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হোক। তাঁর ব্যয় সংকোচনের এই নির্দেশ যে ক'টি বিভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তার মধ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ছিল অন্যতম। কেননা, এ বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ তখনও শেষ হয়নি।

মন্ত্রী ছাড়াও আরো অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্বে এর ক্ষতি করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করেননি। এ প্রসঙ্গে Hartog বলেন ঃ " . . . the rumour spread by the non-cooperationsists that the fees at this University were to be Rs. 60 a month for undergraduates as against the real figure of only Rs. 8, and this discouraged admission in the session 1921."[১৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে এ ধরনের আচরণের প্রেক্ষিতে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ১৯২২ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কোর্ট মিটিং-এ যে বক্তব্য পেশ করেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "He felt proud of the achievements of the Dacca Unversity in a year and spoke of its progessive type of syllabuses, effective tutorial system, better laboratory and library facilities and personal contacts between the teacher and students.....

১৩. Ibid.

১৪. Ibid.

১৫. Ibid

www.pathagar.com

The Dacca University, though open to all, was created in response to the demand of the Muslim community and it was intended as an organ to raise them from their backward position in regard to education."[১৬]

বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আলোচনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, এ বাস্তব চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে ইংরেজ সরকার সার্বিক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করলেও কারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর বিরোধিতা ও ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। এতদসত্ত্বেও "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" যথাসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার জন্ম থেকে আজো জ্ঞানের যে উজ্জ্বল দীপশিখা প্রজ্বলিত করে রেখেছে, তাতে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে তার সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

স্মর্তব্য যে, ১৯২১ সনের ১ জুলাই যে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" জন্ম নিয়েছিল, তা ২০০২ সনে ৮১ বছর বয়সে পদার্পণ করেছে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম সময়ে এতে ছিল ৩টি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ। বর্তমানে (২০০২) ৭টি অনুষদ ও ৪৬ টি বিভাগ রয়েছে।

এক্ষণে, প্রতিষ্ঠাকালের দিকে লক্ষ্য রেখে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অনুষদ এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোর নাম সুধী পাঠকদের অবগতির জন্য পেশ করা হলো ঃ

**১. কলা অনুষদ**

প্রতিষ্ঠিত ১৯২১ সনে। বর্তমানে এ অনুষদের অধীনে ১৪টি বিভাগ আছে। বিভাগগুলোর নাম সন-ওয়ারী ক্রম ধারায় নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলা বিভাগ (১৯২১)
২. ইংরেজী বিভাগ (১৯২১)
৩. আরবী বিভাগ (১৯২১)
৪. উর্দূ ও ফার্সী বিভাগ (১৯২১)
৫. সংস্কৃত ও পালি বিভাগ (১৯২১)
৬. ইতিহাস বিভাগ (১৯২১)
৭. দর্শন বিভাগ (১৯২১)

১৬. Minutes of the Court, 13 February, 1922.

www.pathagar.com

৮. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (১৯২১/১৯৮০)[১৭]
৯. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ (১৯৪৮)
১০. তথ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ (১৯৫৯)
১১. গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ (১৯৬২)
১২. নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ (১৯৮৯)[১৮]
১৩. ভাষাতত্ত্ব বিভাগ (১৯৯২)
১৪. বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগ (১৯৯৭)

**২. আইন অনুষদ**

প্রতিষ্ঠিত ১৯২১ সনে। এ বিভাগটি এখনো বিস্তৃত লাভ করতে পারেনি। ফলে, এ অনুষদের অধীনে মাত্র ১টি বিভাগ আছে। যথা ঃ

১. আইন বিভাগ (১৯২১)

**৩. সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ**

এ অনুষদটি ১৯৭০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধীনে ৯টি বিভাগ আছে। প্রতিষ্ঠার সন-ওয়ারী ক্রম ধারায় বিভাগগুলোর পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১. অর্থনীতি বিভাগ (১৯২১)
২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (১৯২১/১৯৩৮)[১৯]
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ (১৯৪৭)
৪. সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৫৭)
৫. লোক প্রশাসন বিভাগ (১৯৭২)[২০]
৬. নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৯২)
৭. পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ (১৯৯৯)
৮. শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ (১৯৯৯)
৯. উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ (২০০০)

---

১৭. 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ১৯৮০ সনে বিভাগ দু'টি বিভক্ত হয়ে 'আরবী বিভাগ' ও 'ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' নামে দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়েছে।

১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য

১৯. ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় 'অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগ' নামে একটি বিভাগ ছিল। ১৯৩৮ সনে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

### ৪. জীববিজ্ঞান অনুষদ

অনুষদটি ১৯৭৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অধীনে ৮টি বিভাগ আছে। বিভাগগুলোর নাম সন-ওয়ারী ক্রমধারায় বর্ণিত হলো ঃ

১. মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৩৯/১৯৪৯)
২. উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৩৯/১৯৫৪)
৩. প্রাণিবিদ্যা বিভাগ (১৯৩৯/১৯৫৪)
৪. প্রাণ-রসায়ন বিভাগ (১৯৫৭)
৫. মনোবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৬৫)
৬. অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৭৯)[২১]
৭. এ্যাকুয়া কালচার ও ফিশারিজ বিভাগ
৮. ক্লিনিকাল সাইকোলজি বিভাগ

### ৫. বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ

এটি ১৯৭০ সনে প্রতিষ্ঠিত। এ অনুষদের অধীনে ৪টি বিভাগ আছে ঃ

১. ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ (১৯৭০)
২. হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৭০)
৩. ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ (১৯৭৪)
৪. মার্কেটিং বিভাগ (১৯৭৪)[২২]

### ৬. বিজ্ঞান অনুষদ

প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১ সন। এর অধীনে ৯টি বিভাগ আছে। বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠার সন-ওয়ারী ক্রমধারা নিম্নরূপ ঃ

১. রসায়ন বিভাগ (১৯২১)
২. গণিত বিভাগ (১৯২১)
৩. পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ (১৯২১)
৪. পরিসংখ্যান বিভাগ (১৯৩৯/১৯৫০)
৫. ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ (১৯৪৮)
৬. ভূতত্ত্ব বিভাগ (১৯৪৯)

২১. প্রাগুক্ত
২২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৭. ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ (১৯৬৫)

৮. ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ (১৯৭২)[২৩]

৯. কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ ;

**৭. ফার্মেসী অনুষদ**

১. ফার্মেসী বিভাগ (১৯৬৪)

**ইনস্টিটিউট, গবেষণা ব্যুরো, কেন্দ্র ও সংস্থা ইত্যাদি**

উল্লেখ্য, ১৯২১ সালের ১ জুলাই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর অন্তর্গত কোন ইনস্টিটিউট, গবেষণা ব্যুরো, কেন্দ্র ও সংস্থা ছিল না। আধুনিক যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। তাই যুগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও সমান তালে অগ্রগতি ও জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ফলে, ফলে-ফুলে, শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সাধনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, গবেষণা ব্যুরো, কেন্দ্র ও সংস্থা হলো ২৪টি। প্রতিষ্ঠাকালের হিসাবে নিম্নে তাদের নামের তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

১. শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৯৬০)

২. পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১৯৬৪)

৩. ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (১৯৬৬)

৪. পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (১৯৬৯)

৫. সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৯৭৩)

৬. আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (১৯৭৪)

৭. চারুকলা ইনস্টিটিউট (১৯৮৪)

৮. অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (১৯৫৬/৬১)

৯. নগর গবেষণা কেন্দ্র (১৯৭২)

১০. বসু বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (১৯৭৪)

১১. নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮১)

১২. উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮৪)

২৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

১৩. উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮৪)

১৪. ব্যবসায় গবেষণা সংস্থা (১৯৭৪)

১৫. সেন্টার ফর এ্যাডভ্যান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ ইন বায়োলজিক্যাল সাইনসেস (১৯৭৫)

১৬. দেব সেন্টার ফর ফিলসফিক্যাল স্টাডিজ (১৯৮০)

১৭. কম্পিউটার সেন্টার (১৯৮৫)[২৪]

উল্লিখিত অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, গবেষণা ব্যুরো, কেন্দ্র, সংস্থা ও সেন্টারের যে পরিচয় দেয়া হলো, তা থেকে স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুহূর্তে তার অন্তর্ভুক্ত যে ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ ছিল, যুগের প্রয়োজন ও বিভিন্ন শাখা ও ধারায় আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার জন্য তা আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। এদেশের সন্তানরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা করে, দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং অনেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করছে।

## আবাসিক হল (১৯২১)

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্বে ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য মাত্র তিনটি হলের ব্যবস্থা করা হয়। যথা ঢাকা হল, মুসলিম হল ও জগন্নাথ হল।[২৫] ২০০২ সন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সে হলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আঠারটি। এতদসত্ত্বেও, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর ৬০% ভাগ হলে থাকার সুযোগ না পেয়ে বহু কষ্টে বাইরে থেকে উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টায়রত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর কোনটি কোন সময় নির্মিত হয়, সকলের অবগতির জন্য তাদের নাম সন-ওয়ারী ক্রম ধারায় উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সলিমুল্লাহ হল (১৯২১)[২৬]

---

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. M.A. Rahim, op. ict. ; p. 133

২৬. ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠাপর্বে এ হলের নাম ছিল 'মুসলিম হল'। ১৯৩১ সনে বর্তমান ভবন নির্মাণের পর এর নামকরণ করা হয় 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নামের 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে এখন 'সলিমুল্লাহ হল'।

www.pathagar.com

২. শহিদুল্লাহ হল (১৯২১)[২৭]

৩. জগন্নাথ হল (১৯২১)

৪. ফজলুল হক হল (১৯৪০)

৫. জহুরুল হক হল (১৯৪৭)[২৮]

৬. রোকেয়া হল (১৯৬৩)

৭. সূর্য সেন হল (১৯৬৬)[২৯]

৮. আন্তর্জাতিক হল/ছাত্রাবাস (১৯৬৬)

৯. হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল (১৯৬৭)

১০. শামসুন নাহার হল (১৯৭১)

১১. কবি জসীমউদ্‌দীন হল (১৯৭৬)

১২. স্যার এ.এফ. রহমান হল (১৯৭৭)

১৩. মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল (১৯৮৮)

১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল (১৯৮৮)

১৫. বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল (১৯৮৯)[৩০]

১৬. নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী; ছাত্রী ছাত্রী নিবাস (১৯৯৩)

১৭. বেগম ফজিলাতুন্নেছা, মুজিব হল (২০০০)

১৮. অমর একুশে হল (২০০০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে যে আবাসিক হলগুলো বিদ্যমান, তাদের কিছু ইতিহাস আমাদের জানা প্রয়োজন। সংক্ষেপে তা পেশ করার চেষ্টা করা হবে।

---

২৭. ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠাপর্বে এর নাম ছিল 'ঢাকা হল'। পরবর্তীকালে জ্ঞান-তাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নামে এর নামকরণ করা হয়েছে 'শহীদুল্লাহ হল'।

২৮. ১৯৪৭ সনে এ হল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হলটির নামকরণ করা হয় 'ইকবাল হল'। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশের সংগ্রামী সন্তান সার্জেন্ট জহুরুল হকের নামে এর নামকরণ করা হয় 'জহুরুল হক হল'।

২৯. ১৯৬৬ সনে হলটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এর নাম রাখা হয় 'জিন্নাহ হল'। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাম হয় 'সূর্যসেন হল'।

৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

## মুসলিম হল/সলিমুল্লাহ মুসলিম হল/সলিমুল্লাহ হল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আবাসিক হলগুলো' ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবাসিক হলগুলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পাশাপাশি, ছাত্রদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রথমে যে আবাসিক হলের ব্যবস্থা করেছিল, তার নাম ছিল ঃ 'মুসলিম হল'। এটি অবস্থিত ছিল তৎকালীন 'পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশের' সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় তলায়। ১৯২১-২২ সনে এ হলের আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৫ জন। ১৯২২-২৩ সনে এ সংখ্যা ১০১ জনে পৌছলে মুসলিম ছাত্রদের জন্য 'সেক্রেটারিয়েট ভবনের' আরো ৮টি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সনে মুসলিম আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা ১২৭ জনে উন্নীত হলে উক্ত ভবনের ৬১ টি কক্ষ 'মুসলিম হলের' জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯২৪-২৫ সেশনে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা ১৪৮ জনে পৌছলে আরো কয়েকটি কক্ষ তাদের বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তী সেশনে অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা ১৬০ জনে উন্নীত হলে, তৎকালীন 'মুসলিম হলে' ছাত্রদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তীব্রভাবে আবাসিক সংকট দেখা দেয়; ফলে, মুসলিম হলের কিছু ছাত্রকে 'রমনা হাউসে' থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

১৯২৬-২৭ সেশনে মুসলিম হলের ছাত্রদের সংখ্যা ২০৮ জনে উন্নীত হলে আবাসিক সমস্যা আরো তীব্রতর হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে 'বর্ধমান-হাউস' মুসলিম হলের বর্ধিতাংশ হিসেবে ছাত্রদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হয় এবং 'রমনা হাউস' পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী ১৯২৭-২৮ সেশনে আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা ২২৯ জনে উন্নীত হলে, 'বর্ধমান হাউস' ছাড়া ১০ নং বাংলোটিও মুসলিম হলের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯২৮-২৯ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা ২৩৪ জনে উন্নীত হলে 'চামেরী হাউ'সকেও মুসলিম হলের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এ সময় ১০ নং বাংলোটি পরিত্যক্ত হলে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের থাকার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯২৯-৩০ সেশনে মুসলিম আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা ২৪২ জনে পৌছায়। ১৯৩০-৩১ শিক্ষাবর্ষে 'মুসলিম হল' 'বর্ধমান হাউস' ও 'চামেরী হাউস' ছেড়ে দেয় এবং এর বিনিময়ে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে অবস্থিত 'ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেলের' রুমগুলো পায়। এ সময় হোস্টেলটি অন্যত্র

www.pathagar.com

সরিয়ে নেয়া হয়।[৩১]

স্যার এ.এফ. রহমান রীডার, ইতিহাস বিভাগ, মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন। এ সময় দু'জন হাউস টিউটর বা আবাসিক শিক্ষক ছিলেন। যাদের নামঃ ১. ফখরুদ্দীন আহমদ, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯২৫ সনে 'রমনা হাউস' মুসলিম হলের সঙ্গে সংযুক্ত হলে ইতিহাস বিভাগের সহকারী লেকচারার জনাব জহুরুল ইসলাম, এর সহ-আবাসিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হন।[৩২] ১৯২৬ সনে জনাব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গেলে, কমার্স বিভাগের লেকচারার জনাব আবুল হোসেন, আবাসিক শিক্ষক হিসাবে, তার স্থলবর্তী হন। উচ্চ-শিক্ষা লাভের পর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৮-২৯ সনে প্যারিস থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং আবাসিক শিক্ষক হিসাবে পুনরায় 'মুসলিম হলে' যোগ দেন।[৩৩]

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯২১-২২ সেশনে মুসলিম হলের' আবাসিক ছাত্র সংখ্যা যেখানে ছিল ৭৫ জন, ১৯২৯-৩০ সেশনে, অর্থাৎ মাত্র ৮ বছরে তা বেড়ে ২৪২ জনে উন্নীত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং প্রতি বছর অধিক সংখ্যক মুসলিম ছাত্র উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে থাকে।

যা হোক, প্রতি বছর ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে মুসলিম হলের জন্য একটা নিজস্ব ভবন তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যার ফলে ১৯২৩ সনে Court এর সুপারিশক্রমে, কার্যকরী পরিষদ 'মুসলিম হল বিল্ডিং' নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য 'বাংলা সরকারের' কাছে আবেদন করেন।[৩৪]

'মুসলিম হল বিল্ডিং' নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে, তৎকালীন প্রভোস্ট স্যার এ.এফ. রহমান ১৯২৪-২৫ সনে হলের বার্ষিক বিবরণীতে যা

৩১. D. U. Calcndar, Annual Report, 1921-24, p. xii ; D. U. Annual Report, 1921-31

৩২. D. U. Annual Report, 1921-22 and 1925-26.

৩৩. D. U. Annual Report, 1927-28

৩৪. Minutes of the Anuual Court, 1923-24

www.pathagar.com

লেখেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"The Mahomedan Community desires that a separate Hall should be built for them, the University has agreed to spend a part of its capital grant and Government has been asked to grant a loan. If it is done, the community would be grateful ; it will have satisfaction of feeling that a suitable building has been provided for the Mahomedan youngman who are the real trustees of their generation.[৩৫]

'মুসলিম হল বিল্ডিং কমিটি' B.G. Gwyther কে স্থপতি হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তিনি কয়েক মাসের মধ্যে বিল্ডিংয়ের প্লান ও নক্সা পেশ করেন, যার প্রেক্ষিতে, কার্যকরী পরিষদ 'মুসলিম হল বিল্ডিং' নির্মাণের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র শুরু করার পরিকল্পনা নেন।[৩৬]

মুসলিম হল নির্মাণের জন্য ১৯২৭ সনে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ২ লাখ টাকার একটা অনুদান মঞ্জুর করেন।[৩৭] তখন বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদ 'মুসলিম হল বিল্ডিং-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটনকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তাঁর অবসর না থাকার কারণে, বাংলার গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর স্যার স্টানলি জ্যাকসন ১৯২৯ সনের ২২শে আগস্ট 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' নামে এক হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'মেসার্স মার্টিন এন্ড কোম্পানী' নামক একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মের সাথে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বিল্ডিং নির্মাণের ব্যাপারে, ১৯২৮ সনের জুলাই মাসে চুক্তিবদ্ধ হয়। ১৯৩১-৩২ সেশনে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এ নতুন নির্মিত হলটি ১৯৩১ সনের ১১ই আগস্ট স্যার স্টানলি জ্যাকসন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এবং হলের আবাসিক ছাত্ররা ২৮ শে আগস্ট এ সুন্দর ভবনের স্ব-স্ব বরাদ্দকৃত কক্ষে যায়।[৩৮]

'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' মোগল স্টাইলে তৈরি, দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট, সুরম্য অট্টালিকা। এর চার কোণায় আছে সুউচ্চ গম্বুজ। দূর থেকে মনে হয় যেন কোন

৩৫. D. U. Annual Report, 1924-25, p. 31
৩৬. Minutes of E.C., 7 January, 1926 ; 13 November, 1926.
৩৭. D. U. Annual Report, 1928-29, pp. 39-41 ; Minutes of E.C., Feb., 1928.
৩৮. Annual Report, 1931-32, P. 29

www.pathagar.com

সুরক্ষিত কেল্লা। 'ইস্ট হাউস' এবং 'ওয়েস্ট হাউস' হিসাবে হলটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক হাউসে আছে আবাসিক ও সহকারী আবাসিক শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা। ছাত্রদের অবস্থানের জন্য বহু কক্ষ ছাড়া এখানে আছে–সুবৃহৎ সভাকক্ষ, কমন রুম, রিডিং রুম, নামাযের জন্য মসজিদ, প্রশস্ত ডাইনিং হল, প্রভোস্ট অফিস, সেলুন ইত্যাদি। চারদিকে খোলা-মেলা সবুজ-শ্যামলিমায় ঘেরা, ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ফুলের বাগান ও গাছের সমারোহে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন-মাতানো পরিবেশ হলো 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের' বিশেষ বৈশিষ্ট্য–একান্ত ঐতিহ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এর জন্ম থেকে যারা বিরোধিতা করে আসছিলেন, তারা হলটি স্থাপনের পরেও নানা ধরনের কটূক্তি করতে থাকে। এমনকি তারা প্রোপাগাণ্ডা করতে থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুসলিম ছাত্রদের জন্য অহেতুক মোটা অংকের টাকা খরচ করে বিরাট বিল্ডিং তৈরি করেছে, কখনও এ হলে থাকার জন্য ৩০০ জন মুসলিম ছাত্র পাওয়া যাবে না। নিন্দুকদের এ কথার প্রতিবাদ করে তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলর যে বক্তব্য রাখেন, সুধী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা হুবহু তুলে ধরছি ঃ

Dr. R. C. Mojumdar, Vice-Chancellor referred to this bitter criticism and remarked that events had more than justified the policy of the University and students. The University had to make temporary arrangement for accomodation of Muslim students in Central University buildings. The new hall was named Fazlul Haq Muslim Hall.[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাংলার এ অংশের মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-কালচারে অগ্রগতি লাভের আশায় মুসলিম তরুণরা জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করার জন্য দলে দলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভিড় জমায়,যার জন্য নতুন হলের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩৯. In a special Court meetign on 29th. Sept. 1939, it was decided to establish a fourth Hall call 'fazlul Haq Muslim Hall', Vice-Chancellor's Speech, Annual court meeting,29 January, 1940.

www.pathagar.com

## জগন্নাথ হল (১৯২১)

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এ হলটিও জন্ম নেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৩০০ ছাত্রের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য হলটি নির্মিত হয়।[৪০] প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই হিন্দু ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এ হলের নির্মাণ কাজ সরকারীভাবে প্রায় সম্পন্ন করে ফেলা হয়। যেমন উল্লেখ আছে ঃ "Before the University came into being the government of Bengal developed and nearly completed a scheme for the building of the Jagannath Hall."[৪১]

১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এ হলের আবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০১ জন এবং অনাবাসিক ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১২ জন। আইন অনুষদের তৎকালীন ডীন ও প্রফেসর ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এ হলের প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৪ সনে অন্যত্র চলে যান ; ফলে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৩৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের আগ পর্যন্ত প্রভোস্টের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। বিখ্যাত দার্শনিক মিঃ হরিদাস ভট্টাচার্য ১৯৩৭ সনে উক্ত হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ১৯৪৭ সনে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।[৪২]

## ঢাকা হল (১৯২১)/শহীদুল্লাহ হল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ মর্মে সুপারিশ করেন যে, যখন 'ঢাকা কলেজ'কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের' সাথে সংযুক্ত করা হবে, তাই এ কলেজের ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা নিরসনকল্পে 'ঢাকা হল' হিসাবে একটি হল প্রতিষ্ঠা করা হোক। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, ঢাকা কলেজের হিন্দু

৪০. C. U. Commission Report 1919, vol. IV pp. 200-205.

৪১. D. U. Calendar, 1921-24, p. xiii. Jagannath Hall was linked with Jagannath College which was founded in 1884 by Kishorilal Ray Chaudhury, Zamindar of Baliati, and named after his father Jagannath Ray Chaudhury. Jagannath hall was built on land which belonged to Jagannath College and Kishorilal High School as Trust. See. M.A. Rahim, op. cit., p. 149 (foot notc-1).

৪২. D. U. Annual Report, 1921-1940.

www.pathagar.com

হোস্টেলটি 'ঢাকা হলে' রূপান্তরিত হয়।[৪৩] হলটি লাল ইটের তৈরি, মনোরম দ্বিতল ভবন এবং সেখানে ১৬০ জন আবাসিক ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯২১-২২ সেশনের শুরুতে সেখানে ১৪৮ জন আবাসিক ছাত্রের সিট বরাদ্দ করা হয় এবং তার অনাবাসিক ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৩৮ জন। ঢাকা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম লাইব্রেরিয়ান সি. এফ. সি. টার্নার ছিলেন 'ঢাকা হলের' প্রথম প্রভোস্ট। ১৯২২ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করলে প্রফেসর জি.এইচ. ল্যাংলী এ হলের প্রভোস্টের পদ অলংকৃত করেন। মি. ল্যাংলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলে (১৯২৬), ডঃ ডব্লিউ. এ. জেন্‌কিংস ঢাকা হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঐ বছর জুলাই মাসে সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন, তখন ডঃ জে. সি. ঘোষ তাঁর স্থলবর্তী হন। ডঃ ঘোষ ১৯৩৯ সনে বাঙালোরে ইনস্টিটিউট অফ সাইন্সের ডাইরেক্টর হিসাবে যোগদান করলে, এস. এন. বোস ঢাকা হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে চলে যাবার সময় পর্যন্ত ঢাকা হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করেন।[৪৪]

তৎকালীন সময়ে ঢাকা হলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হল হিসাবে গণ্য করা হতো। অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা এখানে অবস্থান করতো। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় এ হলের প্রচুর সুনাম ছিল। বার্ষিক খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় তারা প্রায়ই চ্যাম্পিয়ন হতো।

### ফজলুল হক মুসলিম হল (১৯৪০)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সলিমুল্লাহ হলে আবাসিক সংকট দেখা দেয়। ১৯৩৯ সনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রায় দু শ' ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় বিল্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরেকটি মুসলিম হল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে। সে মতে, ১৯৩৯ সনের ১৯শে আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরী পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম

৪৩. C. U. Commission Report vol. IV, p. 200
৪৪. D. U. Annual Report, 1921-45.

www.pathagar.com

ছাত্রদের জন্য আরেকটি হল নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এর নামকরণ করে 'ফজলুল হক মুসলিম হল'। ১৯৪০ সনের ১লা জুলাই 'ফজলুল হক মুসলিম হল' চালু হয় এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রথম প্রভোস্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এ সময় সেখানে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৩১ জন এবং অনাবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৩২ জন। তিন জন ছাত্রী এ হলের 'অনাবাসিক ছাত্রী' ছিল, তন্মধ্যে একজন 'মহিলা হোস্টেলে' অবস্থান করতো এবং বাকি দু'জন বাসায় থাকতো।

উল্লেখ্য, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত হলটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি 'বাংলার চীফ মিনিস্টার' ছিলেন। এ বছর ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'ফজলুল হক মুসলিম হল' পরিদর্শনে আসেন এবং মুসলিম নব-জাগরণের উপর মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন। আলোচনাসভা শেষে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, তিনি স্বরচিত গান গেয়ে ও আবৃত্তি করে উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদেরকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।[৪৫]

**অন্য হলসমূহ ঃ জহুরুল হক হল/ইকবাল হল (১৯৪৭)**

১৯৪০ সনে ফজলুল হক মুসলিম হল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সনে[৪৬] 'ইকবাল হল', বর্তমান নাম 'জহুরুল হক হল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত হলগুলোতে সিট সংকুলানের অভাব দেখা দেয়। যার ফলে কর্তৃপক্ষ 'ইকবাল হল'/'জহুরুল হক হল' নির্মাণ করে ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অবিভক্ত ব্রিটিশ-ভারত মুসলমানদের দাবির মুখে খণ্ডিত হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার কারণে হাজার মাইলের ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি অঞ্চল নিয়ে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমাদের দেশ– 'বাংলাদেশ', যার আগের পরিচয় পূর্ব-পাকিস্তান, আরো আগে পূর্ব-বাংলা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, যার শতকরা নব্বই জন বাসিন্দা মুসলমান। ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলের

৪৫. প্রাগুক্ত
৪৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৮-৮৯ দ্রষ্টব্য; পৃ.৩

www.pathagar.com

মুসলমানদের বঞ্চনার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে এতদঞ্চলের যুবকরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট পূর্ব-পাকিস্তান হিসেবে এ অঞ্চল স্বাধীন হলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ-উদ্দীপনা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয়। ফলে তারাও ছেলেদের সঙ্গে উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে থাকে।[৪৭]

**রোকেয়া হল (১৯৬৩)**

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়; ফলে তাদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য ১৯৬৩ সনে 'রোকেয়া হল'[৪৮] প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৪৭. এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রথম ছাত্রী ছিলেন লীলা নাগ। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে এ সময় মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ ছিল। 'লীলা নাগ' কলকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে এখানে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁর দেখাদেখি 'সুষমা সেনগুপ্ত', ডঃ এন.সি. সেনগুপ্তের মেয়ে, অর্থনীতিতে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৩ সনে লীলা নাগ ২য় শ্রেণীতে এম.এ. পাস করেন। D. U. Adminision Register, 1921-23; Examination Results, 1923)। ১৯২৩ সনে লীলা রায়, অরুবালা সেনগুপ্ত, শান্তিবালা নাগ, সংস্কৃত-বাংলা বিভাগে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। অপরাহ্নে তাদের জন্য আলাদাভাবে বিশেষ ক্লাস নেয়া হতো।

১৯২৬ সনে মুসলিম সমাজের যে ছাত্রী সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁর নাম 'ফযীলাতুন্নেসা'। অংকে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে ১৯২৭ সনে ১ম বিভাগ নিয়ে এম.এ. পাস করেন তিনি। (A.C. Minutes, 15-9-25; D.U. Exam. Results, 1927)। ধীরে ধীরে ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলো নং ১৭, যা 'চামেরী হাউস' নামে পরিচিত ছিল, ১৯২৬ সনের ২৮ নভেম্বর সেটি 'Women's House' হিসাবে ছাত্রীদের থাকার জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ হাউসটি ঢাকা হলের সাথে সংযুক্ত ছিল। তিনজন আবাসিক ছাত্রী নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয় এবং এর হাউস টিউটর ছিলেন মিসেস পি. নাগ। বি:দ্র ঃ M. A. Rahim, op. cit.pp. 149-50.

www.pathagar.com

**সূর্যসেন হল/মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হল (১৯৬৬)**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা আগের তুলনায় বহু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৯৬৬ সনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হল,' বর্তমান নাম 'সূর্যসেন হল'[৪৯] প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদেশী ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে লেখাপড়া করার আগ্রহ প্রকাশ করায় কর্তৃপক্ষ ১৯৬৬ সনে 'আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস'[৫০] নামে একটি হল তৈরি করেন।

**হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল (১৯৬৭)[৫১]**

মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সংকট মোচনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ হলটি ১৯৬৭ সনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

**শামসুন নাহার হল (১৯৭১)[৫২]**

মুসলিম ছাত্রীদের অব্যাহত চাপের মুখে আরো একটি 'ছাত্রী হল' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৭১ সনে বাংলার অন্যতম মহীয়সী নারী শামসুন নাহার মাহমুদের নামে এ হলটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বেড়ে যায়; ফলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে এ পর্যন্ত যে হলগুলো তৈরি করেছেন, তার নাম সংক্ষেপে পেশ করা হলো ঃ

কবি জসীমউদ্‌দীন হল ঃ ১৯৭৬ ইং

স্যার এ. এফ. রহমান হল ঃ ১৯৭৭ ইং

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ঃ ১৯৮৮ ইং

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ঃ ১৯৮৮ ইং

---

৪৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বার্ষিক বিবরণী ১৯৮৮-৮৯, পৃ. ৩
৪৯. প্রাগুক্ত
৫০. প্রাগুক্ত
৫১. প্রাগুক্ত
৫২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল ঃ ১৯৮৯ ইং।[৫৩]

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, ছাত্রী ছাত্রী নিবাস (১৯৯৩), বেগম ফজিলাতুন্নেছা, মুজিব হল (২০০০), অমর একুশে হল (২০০০)

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা করা হলো, ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুহূর্ত থেকে ২০০২ সনে মাত্র ৮১ বছরের ব্যবধানে উচ্চ-শিক্ষার হার কিরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্মর্তব্য যে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ১৮টি হল থাকলেও তা ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য আদৌ পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে প্রতি বছর যে হারে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য ভিড় করছে, তাদের কথা বাদ দিলেও যারা এখানে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে, তাদের আবাসিক সমস্যা মোচনের জন্য আরো কমপক্ষে ২০টি হল নির্মাণের প্রয়োজন।

এ সাথে এ বিষয়টিও উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না বলে আমার বিশ্বাস যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর ৯০ শতাংশ মুসলমান। এককালের অবহেলিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হারে সচেতনতা ফিরিয়ে আনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অবদান চির অম্লান হিসেবে ইতিহাসে উজ্জ্বল থাকবে।

৫৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

# সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তালিকা

| বৎসর | নাম | ডিগ্রি |
|---|---|---|
| ১৯২২ | দি রাইট অনারেবল দি আর্ল অব রোনাল্ডসে<br>জি সি আই<br>বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর | ডক্টর অব লজ |
| ১৯২৫ | ফিলিপ জোসেফ হারটগ<br>বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর | ডক্টর অব লজ |
| ১৯২৭ | দি রাইট অনারেবল দি আর্ল অব লিটন<br>বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর | ডক্টর অব লজ |
| ১৯২৭ | মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী<br>সি আই ই<br>সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৩২ | দি রাইট অনারেবল স্যার ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন<br>পি সি, জি সি এস আই, জি সি আই ই<br>বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৩২ | স্যার চন্দ্রশেখর ভেনকট রমন<br>কে-টি, এম এ, পিএইচ.ডি, ডি এস-সি.<br>এল ডি, এফ আর এস, এন এল | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৩৬ | দি রাইট অনারেবল স্যার জন এন্ডারসন<br>পি সি জি, সি বি জি, সি আই ই<br>বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৩৬ | স্যার আবদুর রহিম<br>কে সি এস আই কে-টি | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৩৬ | স্যার জগদীশচন্দ্র বসু<br>কে-টি, সি আই ই<br>সি এস আই, এম এ, ডি এস-সি, এফ আর এস | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৩৬ | স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়<br>কে-টি, সি আই ই<br>ডি এস-সি, পিএইচ ডি, এফ সি এ এস বি | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৩৬ | স্যার যদুনাথ সরকার<br>কে-টি, সি আই ই, এম এ<br>ইতিহাসবিদ | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৩৬ | স্যার মুহম্মদ ইকবাল<br>কে-টি, এম এ, পিএইচ ডি, বার এট ল.<br>কবি ও দার্শনিক | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৩৬ | স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর<br>কে-টি, ডি লিট, এন এল<br>নোবেল বিজয়ী (সাহিত্য) | ডক্টর অব লিটারেচার |

www.pathagar.com

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৩৬ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়<br>বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত কথা সাহিত্যিক | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৩৭ | স্যার এ এফ রহমান<br>বি এ (অক্সন) | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৪৯ | হিজ এক্সেলেন্সি খাজা নাজিমুদ্দিন<br>পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৫১ | হিজ রয়েল হাইনেস দি রাইট অনারেবল<br>আগা সুলতান স্যার মোহাম্মদ শাহ আগা খান<br>পি সি, কে সি, আই ই, জি সি এস আই<br>জি সি আই ই, জি. সি ভি ও, এল-এল ডি | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৫২ | হিজ এক্সেলেন্সি ড. আবদুল ওয়াহাব আজম<br>এম এ (লন্ডন), ডি লিট (ফুয়াদ) | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৫৬ | হিজ এক্সেলেন্সি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা<br>পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৫৬ | এ কে ফজলুল হক<br>এম এ, বি এল<br>তৎকালীন চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৫৬ | মাদাম সুং চিং লিং | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৬০ | ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান<br>এইচ পি এইচ জে<br>পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৬০ | হিজ এক্সেলেন্সি জামাল আবদেল নাসের<br>যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৬৫ | হিজ এক্সেলেন্সি চৌ এন লাই<br>গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৭৪ | প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু | ডক্টর অব সায়েন্স (মরণোত্তর) |
| ১৯৭৪ | ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | ডক্টর অব লিটারেচার (মরণোত্তর) |
| ১৯৭৪ | কবি কাজী নজরুল ইসলাম | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৭৪ | ওস্তাদ আলী আকবর খান | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৭৪ | ডক্টর হীরেন্দ্রলাল দে | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৭৪ | ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৭৪ | ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৭৪ | প্রফেসর আবুল ফজল | ডক্টর অব লিটারেচার |
| ১৯৯৩ | প্রফেসর আবদুস সালাম<br>নোবেল বিজয়ী (পদার্থ বিজ্ঞান) | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৯৭ | ড. ফেরদেরিকো মাইয়র<br>মহাপরিচালক, ইউনেস্কো | ডক্টর অব সায়েন্স |
| ১৯৯৯ | শেখ হাসিনা<br>গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী | ডক্টর অব লজ |
| ১৯৯৯ | প্রফেসর অমর্ত্য সেন<br>নোবেল বিজয়ী (অর্থনীতি) | ডক্টর অব লজ[৫৪] |

৫৪. সূত্র: ঢা: বি: পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ প্রদর্শনী ২০০১, পৃ. ৩৫-৩৬

www.pathagar.com

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
## (১৯২১-২০০৩)

স্যার পি. জে. হার্টগ

জি. এইচ. ল্যাংলী

স্যার এ. এফ. রহমান

রমেশ চন্দ্র মজুমদার

মাহমুদ হাসান

সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন

ডব্লিউ এ. জেন্‌কিন্স

বিচারপতি মুহম্মদ ইব্রাহিম

বিচারপতি হামুদুর রহমান

মাহমুদ হোসেন

ওসমান গনি

বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী

মুজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী

আব্দুল মতিন চৌধুরী

মুহম্মদ সামস্-উল হক

ফজলুল হালিম চৌধুরী

www.pathagar.com

এ. কে. এম. সিদ্দিক

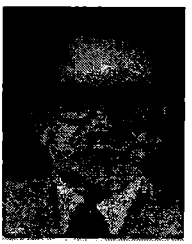
মোঃ শামসুল হক

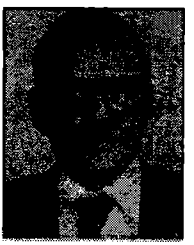
আব্দুল মান্নান

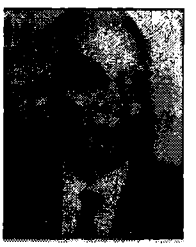
এম. এ মনিরুজ্জামান মিয়া

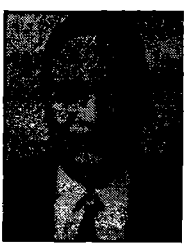
এমাজ উদ্দিন আহমদ

শহীদ উদ্দিন আহমেদ

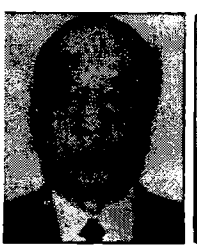
এ. কে. আজাদ চৌধুরী

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী

এস. এম. এ ফায়েজ

## প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর

মফিজুল্লাহ কবির

এম. আফসার উদ্দিন আহমদ

মোঃ সফিউল্লাহ

মোঃ এ কে. এম. সিদ্দিকী

www.pathagar.com

আব্দুল মান্নান

আবদুল্লাহ ফারুক

এমাজউদ্দিন আহমদ

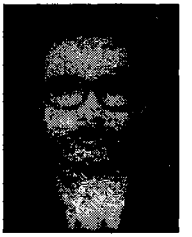
ওয়াকিল আহমদ

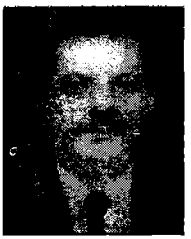
শহীদউদ্দিন আহমদ

মোঃ শাহদাত আলী

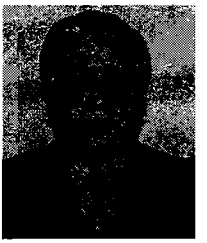
আ. ফ. ম. ইউসুফ হায়দার

## কোষাধ্যক্ষ

আবু হেনা

মুহাম্মদ শামস-উল-হক

এম. সফিউল্লাহ

সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন

এম. রমজান আলী সরদার

আব্দুল্লাহ ফারুক

কে. এম. জাকের হোসেন

শহীদউদ্দিন আহমেদ

এম. শামসুল হক

মোঃ শাহাদাত আলী

আবুল হাশেম

সৈয়দ রাশিদুল হাসান

www.pathagar.com

নোট ঃ ----------

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুনশী মোঃ বরকত উল্লাহ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. আ.ফ.ম ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও ১৯৬৭ সালে এম.এ এবং ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর "Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh) and his Reforms" শীর্ষক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মে, ১৯৬৮ থেকে মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত সরকারী চিটাগাং কলেজে আরবীর প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। সরকারী বি.এল কলেজ খুলনায় ২৬-০৫-৬৯ থেকে ৩০-০৫-৭৮ পর্যন্ত লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-০৬-৭৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। একই পদে ১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাসে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকার পর ৩১-০১-১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের পর ১৯৮৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৯২ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৮ সাল থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা, স্যার এফ. রহমান হলের হাউস টিউটর ও প্রভোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আ.ফ.ম দীর্ঘদিন থেকে লেখা লেখির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে তার বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র); ২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব; ৩. দীনে ইলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র); ৪. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ; ৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ; ৭. স্মরণকালের মরণজয়ী; ৮. মুকাশিফাতে আয়নীয়া; ৯. মাআরিফে লাদুনীয়া; ১০. মাবদা ওয়া মাআদ; ১১. ইছবাতুন নবুওয়াত; ১২. আবু দাউদ (১-৫ম খণ্ড); ১৩. রিসালায়ে তাহলীলিয়া; ১৪. আলকুরআনের সরল তরজমা (অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য) ১৫. ইবনে মাজাহ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য); ১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পদনা বোর্ডের সদস্য); ১৭. তাফসিরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য) ১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ আমপারা (অনুবাদক) ১৯. সিরাতুন্নবী (স.)-ইবনে হিশাম (৪ খণ্ডে সমাপ্ত) সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য; ২০. আলকুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৪ খণ্ডে সমাপ্ত), সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য।

ড. আ.ফ.ম ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমীর একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান উপলক্ষে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও ইরান সফর করেন। অধ্যাপনা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। খানকায়ে খাস মুজাদ্দেদিয়া নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ ক'জন গবেষক এম.ফিল ও দে.উ ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

প্রমিনেন্ট
PROMINENT
পাবলিকেশন
ঢাক, ফোন: ৯৬৬ ৮৪ ২২